তাওহীদের ডাক

৫১ তম সংখ্যা, মে-জুন ২০২১
Web : www.tawheederdak.com

- অধ্যয়নের গুরুত্ব ও উপকারিতা
- প্রচলিত বিদ'আতী যিকর : একটি পর্যালোচনা
- সাক্ষাৎকার : প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভুঁইয়া
- সাময়িক প্রসঙ্গ : বিশ্ব নেতৃত্ব ও মুসলিম সমাজ
- সমকালীন মনীষী : হাফেয ছানাউল্লাহ মাদানী (পাকিস্তান)

শিক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাঠ্য বই

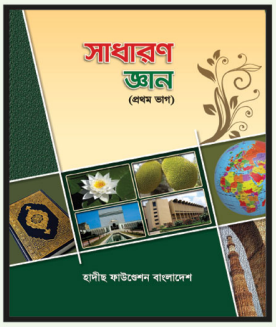

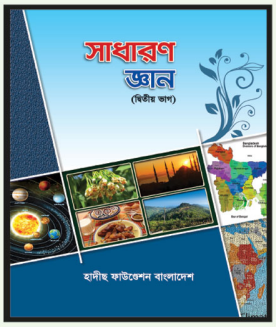

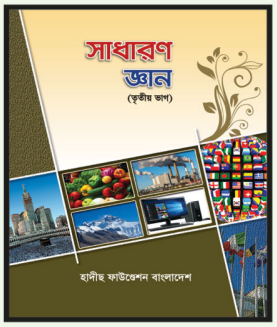

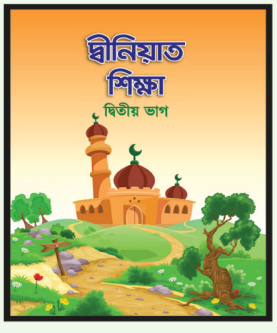

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

রাজশাহী অফিস : নওদাপাড়া (আমচত্বর), ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১ মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০ (ইমো,) ০১৮৩৫-৪২৩৪১০।
Email : tahreek@ymail.com ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১ (বিকাশ)।

তাওহীদের ডাক
The Call to Tawheed

৫১ তম সংখ্যা
মে-জুন ২০২১

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
ড. নূরুল ইসলাম

সম্পাদক
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

নির্বাহী সম্পাদক
ড. মুখতারুল ইসলাম

সহকারী সম্পাদক
আসাদুল্লাহ আল-গালিব

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২, ০১৭১৫২০৯৬৭৬
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.tawheederdak.com

মূল্য : ২৫ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ২
- কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা (লোভ) ৪

তাবলীগ
- পরহেযগারিতা (৩য় কিস্তি) ৬
  মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান

তারবিয়াত
- জীবনে সফলতা অর্জনে ইহসানের গুরুত্ব ১০
  মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
- কোন কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়তর (২য় কিস্তি) ১৩
  মিনারুল ইসলাম

তাজদীদে মিল্লাত
- ইসমাঈলী শী'আদের ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস (২য় কিস্তি) ১৬
  ড. মুখতারুল ইসলাম

ইংরেজী প্রবন্ধ
- The journey of a Quran memorizer ১৯
  Norhafidah R. Moh'd Khalid

সাময়িক প্রসঙ্গ
- বিশ্ব নেতৃত্ব ও মুসলিম সমাজ ২০
  ড. মুখতারুল ইসলাম

পূর্বসূরীদের লেখনী থেকে
- প্রচলিত বিদ'আতী যিকর : একটি পর্যালোচনা ২৩
  মূল (ফার্সী) : মুফতী ফয়যুল্লাহ, অনুবাদ : আব্দুর রঊফ

সাক্ষাৎকার
- প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া ২৭

ধর্ম ও সমাজ
- নারীর তিনটি ভূমিকা (৪র্থ কিস্তি) ৩৫
  লিলবর আল-বারাদী

চিন্তাধারা
- অশ্লীলতার নানামুখ : প্রতিরোধ কীভাবে? ৩৮
  মুহাম্মাদ আবু হুরায়রা ছিফাত

তারুণ্যের ভাবনা
- সামাজিক অবক্ষয় ও ইসলাম ৩৯
  আব্দুর রাযযাক বিন তমিযুদ্দীন

সমকালীন মনীষী
- হাফেয ছানাউল্লাহ মাদানী ৪১
  আব্দুল হাকীম
- পরশ পাথর (মুসলিম পরিবারের আতিথেয়তায় ইসলাম গ্রহণ) ৪৪

শিক্ষাঙ্গন
- অধ্যয়নের গুরুত্ব ও উপকারিতা ৪৫
  নাজমুন নাঈম
- জীবনের বাঁকে বাঁকে ৪৯
- সংগঠন সংবাদ ৫৩
- সাধারণ জ্ঞান ৫৫
- সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম) ৫৬

সম্পাদকীয়

মৃত্যুর অমোঘ বাস্তবতা ও আমরা

গত ২৬শে মার্চ ২০২১ আমাদের প্রিয় দ্বীনী ভাই বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, রংপুর যেলার সহ-সভাপতি মতীউর রহমান একই সাথে হারিয়েছেন দুই বোনসহ তাঁর পরিবারের পাঁচ পাঁচ জন সদস্য। পরদিন ২৭শে মার্চ রাত ১২-টা নাগাদ পীরগঞ্জে অনুষ্ঠিত জানাযায় শরীক হই। বেশ বড় বাড়ি মতীউর ভাইদের। একদিন আগেও ছিল প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। নাতি-নাতনিদের আদর ভরা মিষ্টি মিষ্টি বুলি নানা-নানী, মামা-মামীদের হৃদয়ে প্রশান্তির পরশ বুলিয়ে দিত। নিত্যদিন কত কাজ ছিল, কত পরিকল্পনা ছিল তাদের। সন্তানদের লেখাপড়া, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেত-খামার। আজ সেই ভরা বাড়িতে কবরের নিস্তব্ধতা। হাহাকার শূন্যতা। জানাযায় উপস্থিত উঠোনভরা গণজমায়েত ছাপিয়ে সেই বাড়ির প্রতিটি কোণ থেকে খাঁ খাঁ মরুর বিরান সুর এসে অন্তরে শেলের মত বাঁধে। মৃত্যুর অমোঘ বাস্তবতাকে আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারি না। মৃত্যুর চেয়ে সুনিশ্চিত আর কিছু নেই। কিন্তু তবুও সেই মৃত্যু যখন আপনজনের চিরবিদায়ের বার্তা হয়ে নিষ্ঠুরভাবে ধরা দেয়, তখন সেই বাস্তবতাকে বড় অবাস্তব বলে মনে হয়। মহান প্রভু ধৈর্যশক্তি নামক এক মহা নে'মত না দিলে এই বিচ্ছেদ বেদনা সওয়া অথৈ পারাবার পাড়ি দেয়ার চেয়ে দুঃসাধ্য হয়ে উঠত। বাড়ির উঠোনেই নতুন চারটি কবর। আমি বেদনাতুর মতীউর ভাইকে দেখি। তাঁর অব্যক্ত বেদনায় মুষড়ে পড়া পরিবারের সদস্যদের দিকে তাকাই। ভাবতে পারি না, কীভাবে পরিবারটি প্রিয়জন হারানোর কষ্ট সইবে? কোথায় এই অন্তহীন ব্যথার উপশম খুঁজবে! প্রতিটি সকাল যে হবে তাদের জন্য এক নতুন বেদনার উপাখ্যান! এই লেখা যখন লিখছি তখন মাদারীপুরে এক স্পীড বোট দুর্ঘটনায় মুহূর্তেই ২৬ জন জলজ্যান্ত মানুষ লাশে পরিণত হ'ল। নয় বছরের শিশু মীম হারালো বাবা-মা আর ছোট দুই বোন। পরিবারে তার আর কেউ রইল না। মৃত্যুর অমোঘ বাস্তবতার কাছে আমরা কি নিদারুণ অসহায়!

পৃথিবীর নানা দেশ ঘুরে ফিরে গত বছরের করোনা আবার দ্বিগুণ শক্তিতে ধেয়ে এসেছে পার্শ্ববর্তী ইণ্ডিয়াতে। হররোজ সেখানে প্রায় চার হাযার মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে। আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে যাচ্ছে দিনে প্রায় চার লাখ। দিল্লীর শ্মশানঘাটগুলোতে লাশ সৎকারের জায়গা নেই। কবরস্থানে কর্মীদের বিরাম নেই। ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন দেশেও এখন অনুরূপই চিত্র। টিকার পর টিকা বাযারে আসছে। কিন্তু করোনার লাগাম সহসাই টানা যাবে কিনা কেউ বলতে পারছে না। প্রায় বছরখানেক হয়ে গেল, সমগ্র বিশ্ব এখনও অচলাবস্থা তেমন কাটিয়ে উঠতে পারেনি। প্রথম ঢেউ, দ্বিতীয় ঢেউ, তৃতীয় ঢেউ- একের পর এক করোনার ঢেউ আসছে। একটার চেয়ে আরেকটা আরো শক্তিশালী। কবে এই ঢেউয়ের পরিসমাপ্তি ঘটবে সেই অপেক্ষায় গোটা বিশ্ববাসী।

প্রিয় পাঠক, মৃত্যুর এই বিভীষিকা প্রতিনিয়ত আমাদের তাড়িয়ে ফিরছে- একথা জানার বাকি না থাকলেও আমরা কি নিজেদের অত্যাসন্ন মৃত্যু নিয়ে দু'দণ্ড ভাববার অবকাশ

পেয়েছি? নাকি যৌবনের তাযা রক্ত, অর্থ-বিত্ত কিংবা ক্ষমতার মোহে আরো বহুকাল কাটানোর রঙিন স্বপ্ন দেখছি! এই স্বপ্ন ফিঁকে হওয়ার সময় কি এখনও হয়নি! এই করোনাতেই কত রথি-মহারথি, বিত্তশালী, ক্ষমতাশালীদের অকস্মাৎ মৃত্যু আমরা দেখেছি। ধন-সম্পদ, পরিকল্পিত ডায়েট, সুরক্ষিত ঘরবাড়ি, পৃথিবীর সর্বোত্তম চিকিৎসাব্যবস্থাও তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি। দুনিয়াতে অট্টালিকার পর অট্টালিকা যার হাতে গড়া, তিনি এখন নিঃসঙ্গ মাটির বিছানায় নিজের দেহাবশেষ রক্ষায় ব্যস্ত। কেউই মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পায়নি। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই; যদিও তোমরা সুউচ্চ দুর্গে অবস্থান কর' *(সূরা নিসা ৭৮)*।

তাছাড়া সময়ের হিসাব কষলে আমাদের যাপিত জীবনের স্বাভাবিক আয়ুষ্কালই বা কতটুকু? আখেরাতের তুলনায় তা এতটাই গৌণ যে, কাল কেয়ামতের ময়দানে যখন জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কতদিন ছিলে দুনিয়াতে? আমাদের জবাব হবে- একটি সকাল কিংবা একটি সন্ধ্যা *(সূরা নাযি'আত ৪৬)*। এই তো আমাদের জীবন! এই সময়টুকু একজন পথচারী কিংবা একজন আগন্তুকের ক্ষণিক বিশ্রামের সময়টুকুও তো নয়। রাসূল (ছাঃ) এই অমোঘ বাস্তবতার প্রতিই যেন ইঙ্গিত করেছেন, 'তুমি দুনিয়াতে এমনভাবে কাটাও যেন তুমি একজন আগন্তুক কিংবা পথচারী' *(বুখারী হা/৬৪১৬)*।

প্রিয় পাঠক, জন্ম-মৃত্যুর মধ্যবর্তী এই সময়টুকু মিলেই আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের জীবন। অতীব সংক্ষিপ্ত হ'লেও এই জীবন আমাদের জন্য অতীব মূল্যবান। কেননা জীবনের এই ক্ষণকাল সময়টুকুতে যে যতটুকু পরকালীন প্রস্তুতি নিতে পেরেছে, তার উপরই যে নির্ভর করছে তার চিরস্থায়ী তথা পরকালীন জীবনের যাবতীয় সুখ-দুঃখ। প্রতিটি মুহূর্তেই মৃত্যু আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে প্রবল গতিতে। সেই সাথে ফুরিয়ে আসছে আমাদের জীবনের ব্যাপ্তি। আমাদের অজান্তে, আমাদের অলক্ষ্যে বেজে চলেছে বেলা শেষের ঘণ্টাধ্বনি। পরীক্ষার হলে একজন ছাত্র যেমন শেষ ঘণ্টা বাজার আগে সবকিছু সাধ্যমত লিখে ফেলার প্রাণান্ত চেষ্টা চালায়, আমাদের পার্থিব জীবনের বাস্তবতা ঠিক একই রূপ। মৃত্যুই এখানে শেষ ঘণ্টা। তারপর যাবতীয় কর্মযজ্ঞ শেষ। শুরু হবে কর্মফলের পালা। আর এর ভিত্তিতেই নির্ধারিত হবে আমাদের জীবনের চূড়ান্ত গন্তব্য।

অনেকে দুনিয়াবী দুঃখ-কষ্টে পতিত হলেই জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েন। নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে চান। অথচ তিনি যদি জীবনের প্রকৃত গুরুত্ব ও বাস্তবতা উপলব্ধি করতেন, তাহলে একমুহূর্তের জন্যও এই চিন্তা করতেন না। কেননা কাল কেয়ামতের ময়দানে মানুষ সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে পার্থিব জীবনের এই মূল্যবান সময়টুকুর জন্যই। সে আফসোসে প্রাণপাত করে সেদিন বলবে, 'হে আমার রব! আমাকে আরো কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি ছাদাকা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!' *(সূরা মুনাফিকূন ১০)*।

প্রিয় পাঠক, পরকালীন সম্বল অর্জনে আমাদের আলস্য, দুর্বলতা ও অসচেতনতার সবচেয়ে বড় কারণ হ'ল মৃত্যুর স্মরণ থেকে গাফেল থাকা এবং মৃত্যুপূর্ব জীবনের মূল্যটুকু সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পারা। এজন্য আমরা হরহামেশা নিশ্চিন্ত মনে বলি, জীবনটা একভাবে কাটিয়ে দিলেই তো হ'ল। অথচ রাসূল (ছাঃ) জীবনটাকে একটা গণিমত উল্লেখ করে বলেছেন- 'পাঁচটি জিনিসের পূর্বে পাঁচটি জিনিসকে তোমরা গণিমত মনে কর; বার্ধক্যের পূর্বে তোমার যৌবনকে, অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে, দারিদ্রের পূর্বে তোমার স্বচ্ছলতাকে, ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসরকে, মরণের পূর্বে তোমার জীবনকে' *(ছহীহুল জামে হা/১০৭৭)*। মৃত্যু নামক পর্দা হঠাৎ উঠে যাওয়া মাত্রই সব কিছু সাঙ্গ হয়ে যাবে আর নতুন এক সীমাহীন জগৎ তার সামনে ধরা দেবে। সেদিন দুনিয়াবী জীবনের গাফিলতিকে স্মরণ করে সে প্রচণ্ড আফসোস করবে। কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র লাভ হবে না। আল্লাহ বলেন, তুমি এই দিবস সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। অতঃপর আজ (বাস্তবতা দেখে) তোমার চক্ষু স্থির, প্রখর *(ক্বাফ ২২)*। একথাই স্মরণ করিয়ে দিয়ে একদিন জিব্রীল এসে রাসুল (ছাঃ)-কে বললেন, হে মুহাম্মাদ! যতদিন খুশী জীবন যাপন করুন, কিন্তু মনে রাখবেন, আপনার মৃত্যু অনিবার্য; প্রিয়জনকে যত খুশী ভালোবাসুন, কিন্তু মানে রাখবেন, একদিন তাকে আপনার ছাড়তে হবে; আপনি যা ইচ্ছা করুন, কিন্তু মনে রাখবেন একদিন আপনি প্রতিফল পাবেন। জেনে রাখুন হে মুহাম্মাদ! মুমিনের মর্যাদা হ'ল রাত্রি জাগরণে এবং তার সম্মান হ'ল, মানুষের মুখাপেক্ষী না হওয়ার মধ্যে *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৩১)*।

সুতরাং পাঠক! আমাদেরকে মৃত্যুর এই চিরন্তন বাস্তবতাকে সচেতনভাবে উপলব্ধি করতে হবে। পার্থিব জীবনের সর্বশেষ সীমারেখা এই মৃত্যু। আজ হোক, কাল হোক এই সীমারেখা আমাদের অতিক্রম করতেই হবে। অতএব যারা মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের মৃত্যুকে কেবল কান্না আর বেদনার উপলক্ষ্য নয়; বরং উপদেশ ও স্মারক হিসাবে গ্রহণ করে আমাদেরও প্রস্তুত হতে হবে সেই অমোঘ বাস্তবতার কাছে নিজেকে সঁপে দেয়ার জন্য। প্রস্তুতি নিতে হবে নিজ নিজ আমলনামা সাধ্যমত ভরপুর করে চিরস্থায়ী জীবনে সফল হওয়ার জন্য। এমনভাবে- যেন সেই মহাবিচারের দিনে পরম প্রশান্তির সাথে সকলকে আমরা ডেকে ডেকে বলতে পারি- 'নাও, আমার আমলনামা দেখ, আমার রেজাল্টশীট পড়ে দেখ; আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতাম আমাকে হিসাবের মুখোমুখি হতে হবে' *(সূরা হাক্কাহ ১৯-২০)*। আর সেদিন আমাদের রব আমাদের আনন্দিত চেহারা দেখে খুশী হয়ে বলবেন, 'হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রভুর নিকটে ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর' *(সূরা ফজর ২৭-৩০)*। সেই মহাদিবসে এই মহান সৌভাগ্য লাভের জন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি তো!

লোভ

আল-কুরআনুল কারীম :

1- وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا-

(১) ‘আর তোমরা এমন সব বিষয় আকাংখা করো না, যেসব বিষয়ে আল্লাহ তোমাদের একের উপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। পুরুষ যা অর্জন করে, সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে, সেটা তার অংশ। তোমরা আল্লাহ্‌র নিকটে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে জ্ঞাত’ *(নিসা ৪/৩২)*।

২- مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ-

(৩) ‘যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল কামনা করে আমরা তার জন্য তার ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল কামনা করে, আমরা তাকে তা থেকে কিছু দিয়ে থাকি। কিন্তু আখেরাতে তার জন্য কোন অংশ থাকবে না’ *(শূরা ৪২/২০)*।

৩- أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ- حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ-

(৪) ‘অধিক পাওয়ার আকাংখা তোমাদের (পরকাল থেকে) গাফেল রাখে, যতক্ষণ না তোমরা কবরস্থানে উপনীত হও’ *(তাকাছুর ১০২/১-২)*।

হাদীছে নববী :

৬- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ-

(৬) হযরত কা‘ব বিন মালেক আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন যে, দু’টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছাগপালের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া অত বেশী ধ্বংসকর নয়, যতটা বেশী ধ্বংসাত্মক মানুষের দ্বীনের জন্য তার মাল ও মর্যাদার প্রতি লোভ’।[১]

৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ وَإِنْ لَا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فقرك-

(৭) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য অবসর হও। আমি তোমার হৃদয়কে প্রাচুর্য দিয়ে ভরে দিব এবং তোমার অভাব দূর করে দিব। আর যদি অবসর না হও, তাহ’লে তোমার দু’হাত ব্যস্ততা দিয়ে ভরে দিব এবং তোমার অভাব দূর করব না’।[২]

৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الفاطمةُ.

(৮) ‘তোমরা সত্বর নেতৃত্বের লোভী হয়ে পড়বে। অথচ সেটি ক্বিয়ামতের দিন লজ্জার কারণ হবে। অতএব কতইনা সুন্দর দুগ্ধদায়িনী (কেননা শিশুকে দুগ্ধদান শিশুর জন্য তৃপ্তিকর) ও কতই না মন্দ দুগ্ধ বিচ্ছিন্নকারিনী (এজন্য যে, শিশুকে দুধ ছাড়ানো যন্ত্রণাদায়ক। ঠিক অনুরূপই নেতৃত্বের লোভ পরিত্যাগ করা বড়ই কঠিন)’।[৩]

৯- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ.

(৯) জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তোমরা যুলুমকে ভয় কর। কেননা কিয়ামত দিবসে যুলুম অন্ধকারে পরিণত হবে। তোমরা লোভ-লালসা থেকে সাবধান থেকো। কেননা এই লোভ-লালসাই তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে। তাদেরকে খুন-খারাবী ও রক্তপাতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং হারাম বস্তুসমূহ হালাল জ্ঞান করতে প্রলুব্ধ করেছে’।[৪]

১০- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ.

(১০) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আদম সন্তান বার্ধক্যে পৌঁছে যায়; কিন্তু দুটি ব্যাপারে তার আকাঙ্খা থেকে যায়; (১) সম্পদের প্রতি লোভ। (২) বেঁচে থাকার আকাঙ্খা’।[৫]

---

১. *তিরমিযী হা/২৩৭৬; মিশকাত হা/৫১৮১, সনদ ছহীহ।*

২. *তিরমিযী হা/২৪৬৬; ইবনু মাজাহ হা/৪১০৭; আহমাদ হা/৮৬৮১; মিশকাত হা/৫১৭২।*

৩. *বুখারী হা/৭১৪৮; মিশকাত হা/৩৬৮১।*

৪. *মুসলিম হা/২৫৭৮; মিশকাত হা/১৮৬৫।*

৫. *বুখারী হা/৬৪২১; মুসলিম হা/১০৪৭।*

١١- عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ لِي: يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ. وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ-

(১১) হযরত হাকীম ইবনু হিযাম (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট কিছু চাইলাম। তিনি আমাকে দিলেন। আবার চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন। আবার চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন। অতঃপর বললেন, হে হাকীম! এই সম্পদ শ্যামল সুস্বাদু। যে ব্যক্তি প্রশস্ত অন্তরে (লোভ ব্যতীত) তা গ্রহণ করে, তার জন্য তা বরকতময় হয়। আর যে ব্যক্তি অন্তরের লোভসহ তা গ্রহণ করে তার জন্য তা বরকতময় করা হয়না। যেন সে এমন ব্যক্তির মত, যে খায় কিন্তু তার ক্ষুধা মেটে না'।[৬]

١٢- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ: خُذْهُ، فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ-

(১২) আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি উমর (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমাকে কিছু দান করতেন, তখন আমি বলতাম, যে আমার চেয়ে বেশী অভাবগ্রস্থ, তাকে দিন। তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলতেন, তা গ্রহণ কর। যখন তোমার কাছে এসব মালের কিছু আসে অথচ তার প্রতি তোমার অন্তরের লোভ নেই এবং তার জন্য তুমি প্রার্থী নও, তখন তা তুমি গ্রহণ করবে। এরূপ না হলে তুমি তার প্রতি অন্তর ধাবিত করবে না'।[৭]

١٣- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ: مَنْهُومٌ فِي الْعِلْمِ لَا يَشْبَعُ مِنْهُ وَمَنْهُومٌ فِي الدُّنْيَا لَا يَشْبَعُ مِنْهَ-

(১৩) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, দু'জন লোভী ব্যক্তির পেট কখনো পরিতৃপ্তি লাভ করে না। একজন জ্ঞান পিপাসু লোক; ইলম দ্বারা তার পেট কখনো ভরে না। দ্বিতীয়জন হ'ল দুনিয়া পিপাসু; দুনিয়ার ব্যাপারে সেও কখনো পরিতৃপ্ত হয় না'।[৮]

١٤- عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ مِثْلَ وَادٍ مَالًا لَأَحَبَّ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ مِثْلَهُ، وَلَا يَمْلَأُ عَيْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ-

(১৪) হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, বনু আদমের জন্য যদি এক উপত্যকা পরিমাণ ধনসম্পদ থাকে, তাহলে সে আরও ধন অর্জনের জন্য লালায়িত থাকবে। বনু আদমের লোভী চোখ মাটি ব্যতীত আর কিছুই তৃপ্ত করতে পারবে না। তবে যে তওবাহ করবে আল্লাহ তার তাওবাহ কবুল করবেন'।[৯]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তুমি তোমার জন্য উপকারী জিনিসের লোভ করো'।[১০]

২. আলী ইবনু আবী তালিব (রাঃ) বলেন, তিনটি ধ্বংসাত্মক জিনিস হলো অহংকার, লোভ এবং হিংসা। কারণ অহংকার করার জন্য শয়তান আল্লাহ প্রদত্ত সম্মান হারিয়েছিল; লোভ হযরত আদম (আঃ)-কে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিল এবং হিংসা আদমপুত্র নিজের ভাইকে হত্যা করতে প্ররোচিত করেছিল'।[১১]

৩. হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, অল্পতুষ্টি ও হিংসা কখনো একত্রিত হয়না এবং হিংসা ও লোভ কখনো সঙ্গ ছাড়ে না'।[১২]

৪. ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, মনে রেখ, তুমি অল্পে তুষ্ট থাক এবং নির্লোভ জীবনযাপন কর। আর যদি সম্পদশালী হও, তবে সাধ্যমত দান ও কল্যাণের কাজে নিজের সম্পদ ব্যয় কর। সর্বদা লোভ ও কৃপণতা থেকে যোজন যোজন দূরে থাক। কেননা দানশীলতা নবীদের বৈশিষ্ট্য এবং পরকালীন নাজাতের অন্যতম মাধ্যম ।[১৩]

৫. ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহঃ) বলেন, সমস্ত পাপের মূল হলো তিনটি জিনিস। আর তা হলো অহংকার, লোভ ও হিংসা'।[১৪]

সারবস্তু :

১. লোভ-লালসা মানুষকে অন্ধ করে দেয়; তাকে বিবেক-বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং তার মধ্য থেকে ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য বিচারের ক্ষমতা নির্মূল করে ফেলে।

২. লোভাতুর দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তির জীবনে কখনো শান্তি আসতে পারে না।

৩. ইহকালীন ভোগ-সামগ্রীকে লালসার দৃষ্টিতে দেখার স্বভাব মুমিন ব্যক্তির নয়। ।

৪. জাগতিক যাবতীয় পাপের উৎস ভূমি হ'ল লোভ। লোভে পাপ, আর পাপে মৃত্যু।

৫. লোভ ঠিকানাহীন গন্তব্যের নাম; যা বনু আদমকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়ে।

---

৬. *বুখারী হা/১৪৭২।*
৭. *বুখারী হা/১৪৭৩।*
৮. *বায়হাক্বী হা/১০২৭৯; মিশকাত হা/২৬০।*
৯. *বুখারী হা/৬৪২৩; মুসলিম হা/১০৪৯।*
১০. *ইবনু মাজাহ হা/৪১৬৮; মিশকাত হা/৫২৯৮।*
১১. *https://www.diwandb.com/quote।*
১২. *https://muslims-res.com।*
১৩. *ইহইয়াউল উলূম ৩/২৪৩ পৃ.।*
১৪. *https://www.maqola.net/quote/41505।*

পরহেযগারিতা

- মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান

(৩য় কিস্তি)

পরহেযগারিতা অবলম্বনে যে যে সফলতা অর্জিত হয় :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى' 'অবশ্যই সফলতা অর্জন করবে যে আত্মশুদ্ধি করবে' *(আ'লা ৮৭/১৪)*। আল্লামা ক্বাতাদাহ (রহঃ) বলেন, 'عَمِلَ وَرِعًا' 'মুত্তাক্বী হিসাবে আমল করবে'।[১]

মুসা ইবনে হাম্মাদ (রহঃ) বলেন, رَأَيْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيْ فِي الْمَنَامِ فِي الْجَنَّةِ يَطِيْرُ مِنْ نَخْلَةٍ إِلَى نَخْلَةٍ وَمِنْ شَجَرَةٍ إِلَى شَجَرَةٍ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدَ اللهِ بِمَ نَلْتَ هَذَا قَالَ بِالْوَرْعِ بِالْوَرْعِ 'আমি সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ)-কে স্বপ্নে দেখি সে জান্নাতে এ গাছের ডাল থেকে অপর গাছের ডালে এবং এ গাছ থেকে আরেক গাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ অবস্থা দেখে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবু আব্দুল্লাহ! তুমি এ ধরনের মান-মর্যাদা বা সম্মান কিভাবে অর্জন করলে? উত্তরে সে বলল, পরহেযগারিতার মাধ্যমে, দ্বীনদারীর মাধ্যমে'।[২]

ক্বিয়ামতের দিন সহজ হিসাব গ্রহণ :

সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, عَلَيْكَ بِالزُّهْدِ يَنْصُرُكَ اللهُ عَوْرَاتِ الدُّنْيَا وَعَلَيْكَ بِالْوَرْعِ يُخَفِّفُ اللهُ عَنْكَ حِسَابَكَ 'তুমি দুনিয়া বিমুখ হও, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দুনিয়ার সব দুর্বলতা প্রদর্শন করবে। আর তুমি পরহেযগারিতা অবলম্বন কর, আল্লাহ তা'আলা তোমার থেকে হিসাব নেয়া সহজ করে দিবে। অর্থাৎ যারা যারা পরহেযগারিতা অবলম্বন করেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের দুনিয়াতেও সুখী জীবন দান করেন এবং আখেরাতেও তাদের হিসাবকে সহজ করে দিবে'।[৩]

অধিক বরকত ও ছওয়াব অর্জন :

ইউসুফ ইবনে আসবাত্ব (রহঃ) বলেন, يَجْزِئُ قَلِيْلُ الْوَرْعِ عَنْ كَثِيْرِ الْعَمَلِ وَيَجْزِئُ قَلِيْلُ التَّوَاضُعِ عَنْ كَثِيْرِ الْاِجْتِهَادِ 'অধিক আমল করা হতে সামান্য তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতা অর্জন করা যথেষ্ট'।[৪]

একজন ব্যক্তি আবু আব্দুর রহমান আল-'আমরীকে বলল, عَظِّنِيْ فَأَخَذَ حَصَاةً مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ مِثْلَ هَذَا وَرَعٌ يَدْخُلُ فِيْ قَلْبِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاةِ أَهْلِ الْأَرْضِ 'তুমি আমাকে ওয়ায কর! এ কথা শুনে যমীন থেকে একটি পাথর নিল এবং বলল, এ পাথরের টুকরা পরিমাণ পরহেযগারিতা বা তাক্বওয়া তোমার অন্তরে প্রবেশ করা সমস্ত যমীনবাসীর ছালাত হতে উত্তম'।[৫]

পরিশুদ্ধ আত্মার অধিকারী হওয়া :

আত্মার সংশোধন একটি যরূরী বিষয়। আত্মার সংশোধন ছাড়া একজন মানুষ কখনই পরহেযগার হতে পারে না। অর্থাৎ যখন মানুষ পরহেযগার হবে না তখন তাকে পদে পদে বিপদে পড়তে হবে। তবে মানুষ যখন পরহেযগার হয়, তখন সে অন্যের সংশোধনের পূর্বে নিজের সংশোধন নিয়েই অধিক ব্যস্ত হয়।

ইবরাহীম বিন দাউদ বলেন,

وَالْمَرْءُ إِنْ كَانَ عَاقِلاً وَرِعًا + أَخْرَسَهُ عَنْ عُيُوبِهِمْ وَرَعُهْ

كَمَا السَّقِيْمُ الْمَرِيْضُ يُشْغِلُهُ + عَنْ وَجَعِ النَّاسِ كُلِّهِمْ وَجَعُهْ

'যদি কোন মানুষ জ্ঞানী ও মুত্তাক্বী হয়, তার তাক্বওয়া তাকে মানুষের দোষক্রটি নিয়ে মন্তব্য বা সমালোচনা করা হতে বোবা বানিয়ে দেয়। যেমন একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে তার ব্যথা-বেদনা অন্যান্য মানুষের ব্যথা-বেদনা নিয়ে চিন্তা করা হতে বিরত রাখে'।[৬] বিলাল ইবনে সা'ঈদ (রহঃ) বলেন, وَرَعُ مُؤْمِنٍ لَمْ يَدَعْهُ حَتَّى يَنْظُرَ مَاذَا نَوَىٰ فَإِذَا صَلُحَتْ النِّيَّةُ فَبِالْحَرِي أَنْ يَّصْلُحَ مَا دُوْنَهُ 'তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতা ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে ছাড়বে না যতক্ষণ না সে কি নিয়ত করে তা দেখে নিবে। যখন কোন বান্দার নিয়ত সঠিক হবে, তখন তার পরবর্তী সব আমল সঠিক হবে। আর যদি নিয়ত সঠিক না থাকে, তখন তার আমলও সঠিক থাকবে না'।[৭]

সন্দেহমুক্ত জীবন লাভ :

আবু আব্দুল্লাহ আল-ইনত্বাকী (রহঃ) বলেন, مَنْ خَافَ صَبَرَ وَمَنْ صَبَرَ وَرَعَ وَمَنْ وَرَعَ أَمْسَكَ نَ الشُّبُهَاتَ 'যে ভয় করে সে ধৈর্য ধারণ করে, আর যে ধৈর্য ধারণ করে সে পরহেযগারিতা অবলম্বন করে, আর যে পরহেযগারিতা অবলম্বন করে সে সন্দেহ থেকে বিরত থাকে'।[৮]

---

১. *তাফসীরে ত্বাবারী ১২/৫৪৬।*
২. *ইবনু আবীদ্দুনিয়া, আল-মানামাত ২৭৫; ১/১২৭-১২৮।*
৩. *হিলয়াতুল আউলিয়া ৭/২০; ইবনু আরাবী, আয-যুহুদ ওয়া ছিফাতুয যাহিদীন ৩৬; ১/৪৩ পৃঃ।*
৪. *হিলয়াতুল আউলিয়া ৮/২৪৩।*
৫. *হিলয়াতুল আউলিয়া ৮/২৮৬; ইবনু আবীদ্দুনিয়া, আল-ওয়ার'উ ২৩ পৃঃ।*
৬. *ইবনু আবীদ্দুনিয়া, আল-ওয়ার'উ হা/২১৮, ২২৩ পৃঃ ।*
৭. *হিলয়াতুর আউলিয়া ৫/২৩০, কিঞ্চিত পরিবর্তিত।*
৮. *হিলয়াতুর আউলিয়া ৯/২৯০ পৃঃ।*

দো'আ কবুলের কারণ :

মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসে' (রহঃ) বলেন, قَالَ مُحَمَّدُ بْنِ وَاسِعٍ يَكْفِيْ مِنَ الدُّعَاءِ مَعَ الْوَرْعِ الْيَسِيْرُ كَمَا يَكْفِيْ القَدْرُ مِنَ الْمِلْحِ 'পরহেযগারিতার সাথে সামান্য দু'আই যথেষ্ট যেমন খাওয়ার সাথে সামান্য লবনই যথেষ্ট'।[৯]

উপকারী ইলমের অধিকারী হওয়া :

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) বলেন, لَا يُتِمُّ طَلَبَ الْعِلْمِ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ أَشْيَاءِ بِالْفَرَاغِ وَ الْمَالِ وَ الْحِفْظِ وَ الْوَرْعِ 'চারটি বিষয় ব্যতীত পরিপূর্ণ ইলম অর্জন করা যায় না। চারটি বিষয় হল, (১) ইলম অর্জনের জন্য নিজেকে ফারেগ বা পৃথক করা। (২) টাকা-পয়সা। (৩) স্মরণশক্তি। (৪) তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতা'।[১০]

আল্লামা কানূজী (রহঃ) বলেন, لَا بُدَّ لِلْعَالِمِ مِنَ الْوَرْعِ لِيَكُوْنَ عِلْمُهُ أَنْفَعُ وَفَوَائِدِهِ أَكْثَرُ 'একজন আলেমের জন্য যরূরী হল, তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতা। যখন একজন আলেমের মধ্যে তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতা থাকবে তখন তার ইলমের উপকারীতা বেশি হবে।[১১]

সত্য প্রকাশে সহায়ক :

সুফিয়ান ছাওরী বলেন, مَا خَالَفَتْ رَجُلًا فِي هَوَاهُ إِلَّا وَجَدْتُهُ يَغْلَى عَلَى ذَهْبِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْوَرْعِ 'আমি যখনই কোন মানুষের নফসের চাহিদার বিরোধিতা করি, তখনই তাকে দেখতে পাই সে আমার উপর বিরক্ত হয়। আসলে বর্তমানে আলেম ও পরহেযগার লোকের খুব অভাব দেখা দিয়েছে'।[১২]

আদর্শবান হওয়া :

আব্দুল করীম জাযায়েরী (রহঃ) বলেন, 'مَا خَاصَمَ وَرِعٌ قَطُّ' 'একজন পরহেযগার মানুষ কখনোই ঝগড়া-বিবাদ করে না'।[১৩]

ইহকালীন ও পরকালীন সৌভাগ্যের ছোঁয়া :

ফুযায়েল ইবনু আয়ায (রহঃ) বলেন, خَمْسَةٌ مِنَ السَّعَادَةِ الْيَقِيْنُ فِي الْقَلْبُ وَالْوَرْعُ فِي الدِّيْنِ وَالزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا وَالْحَيَاءُ وَالْعِلْمُ 'পাঁচটি জিনিষ সৌভাগ্য লাভের কারণ- (১) অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস, (২) দ্বীনের বিষয়ে পরহেযগারিতা অর্জন করা, (৩) দুনিয়া হতে বিমুখ হওয়া, (৪) লজ্জা করা, (৫) ইলম বা জ্ঞান অর্জন করা'।[১৪]

কিভাবে আমরা পরহেযগার হতে পারি?

নিশ্চয়ই পরহেযগারিতা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অনেক বড় নে'মত। তিনি তার বান্দাদের থেকে যাকে চান তাকেই পরহেযগারিতা দান করেন। পরহেযগারিতা লাভের কতিপয় কারণ রয়েছে যেগুলো একজন বান্দাকে পরহেযগারিতার মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছতে সহযোগিতা করে। তন্মধ্যে কতিপয় সবাব বা কারণ উল্লেখ করা হয়-

ক. নিষিদ্ধ বস্তু থেকে বিরত থাকা :

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اِجْتَنِبْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكَ تَكُنْ مِنْ أَوْرَعَ النَّاسِ 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন, তা হতে বিরত থাক, তাহলে তুমি বড় পরহেযগার হতে পারবে'।[১৫]

খ. লেনদেনে পরিচ্ছন্ন হওয়া :

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর নিকট একজন লোক এসে কোন একটি বিষয়ে সাক্ষী দিলে তিনি বললেন, আমি তোমাকে চিনি না। আর আমার না চেনায় তোমার কোন ক্ষতি হবে না। তুমি একজন লোক নিয়ে আসো যে তোমাকে চেনে। এ কথা শুনে উপস্থিত লোকদের একজন বলল, আমি তাকে চিনি। ওমর (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে কি হিসাবে চেন? সে বলল, ন্যায়পরায়ণ ও মর্যাদাবান ব্যক্তি হিসাবে। ওমর (রাঃ) বললেন, সে কি তোমার নিকট প্রতিবেশী? তুমি কি তার রাত-দিন, গোপন-প্রকাশ্য সকল বিষয়ে অবগত? সে বলল, না। তুমি কি তার সাথে টাকা-পয়সার লেনদেন করেছ, যা মানুষের পরহেযগারিতার প্রমাণ? লোকটি বলল, না। ওমর (রাঃ) বললেন, তুমি কি তার সাথে কখনোও সফরে সঙ্গী হয়েছিলে, যার মাধ্যমে চারিত্রিক মাধুর্যের প্রমাণ পাওয়া যায়? লোকটি বলল, না। তখন তিনি বললেন, তুমি তার সম্পর্কে জান না। সুতরাং তুমি এমন একজন লোক নিয়ে আস, যে তোমার সম্পর্কে জানে'।[১৬] সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ)-কে পরহেযগারিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি বলেন,

إِنِّي وَجَدْتُ فَلاَ تَظُنُّوا غَيْرَهُ + هَذَا التَّوَرُّعَ عِنْدَ هَذَا الدِّرْهَمِ

فَإِذَا قَدِرْتِ عَلَيْهِ ثُمَّ تَرَكْتُهُ + فَاعْلَمْ بِأَنَّ هُنَاكَ تَقْوَى الْمُسْلِمِ

'মনে রেখো, আমি দিরহামের নিকট পরহেযগারিতাকে খুঁজে পেয়েছি। এর বাইরে তুমি অন্য কিছুকে ধারণা কর না'। 'যখন তুমি দিরহাম অর্জনে সক্ষম হলে অতঃপর তা পরিত্যাগ করলে। জেনে রেখো! এখানেই একজন মুসলমানের তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতা (লুকিয়ে) রয়েছে'।[১৭]

অন্য একজন কবি কবিতা আবৃতি করে বলেন,

---

৯. শু'আবুল ঈমান হা/১১৪৯।
১০. শু'আবুল ঈমান হা/১৭৩২।
১১. আবজাদুল উলূম ১/২৪৮ পৃঃ।
১২. হিলয়াতুল আউলিয়া ৭/১৯ পৃঃ।
১৩. শু'আবুল ঈমান হা/৮৪৮৯।
১৪. হিলইয়াতুল আউলিয়া ১০/১১৬ পৃঃ।
১৫. শু'আবুল ঈমান হা/২০১, ইবনে জাওযী (রহঃ) একে ছহীহ বলেছেন।
১৬. বায়হাক্বী, সুনানে কুবরা হা/২০১৮৭, [মা.শা হা/২০৯০১], আলবানী (রহঃ) হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।
১৭. কাযবীনী, মুখতাছার শু'আবুল ঈমান ১/৮৬ পৃঃ।

لَا يَغُرَّنْكَ مِنَ الْمَرْءِ قَمِيْصُ رَقَعَهْ
أَوْ إِزَارًا فَوْقَ كَعْبِ السَّاقِ مِنْهُ رَفَعَهْ
أَوْ جَبِيْنٌ لَاح فِيْهِ أَثَرٌ قَدْ قَلَعَهْ
وَلَدَى الدِّرْهَمِ فَانْظُرْ غَيَّهُ أَوْ وَرَعَهْ

‘যখন কোন মানুষকে তুমি ছেড়া কাপড় পরিধান করতে দেখবে, তাকে তুমি পরহেযগার মনে করে ধোঁকায় যেন না পড়। অনুরূপভাবে যখন তুমি কোন মানুষকে দেখবে সে (পায়ের) গোড়ালির উপর কাপড় পরিধান করে, তখন তাকে তুমি পরগেযগার ধারণা করে, অথবা তার চেহারার মধ্যে এমন কোন আঘাত রয়েছে যা তার পরহেযগারিতা বা দ্বীনদারী বুঝায়, তা দেখে তুমি যেন ধোঁকায় না পড়। তোমাকে একজন মানুষের পরহেযগারিতা পরীক্ষা করতে হলে, তখন সে তাকে কিভাবে গ্রহণ করে। তখন তার পরহেযগারিতা বা দ্বীনদারী প্রাধান্য পায় নাকি তার গোমরাহি প্রাধান্য পায়’।[১৮]

গ. সর্বদা আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত থাকা :

আবুল আবখাস বিন আত্বা (রহঃ) বলেন, تُوْلَدُ وَرْعَ الْمُتَوَرَّعِيْنَ مِنْ ذِكْرِ الَّذَّرَةِ وَ الْخَرْدَلَةِ وَ أَنَّ رَبَّنَا الذِّيْ يُحَاسِبُ عَلَى الْلَحْظَةِ وَ الْهَمْزَةِ وَ اللِمْزَةَ لَمُسْتَقِصٌّ فِي الْمُحَاسِبَةِ وَ أَشَدُّ مِنْهُ أَنْ يُحَاسِبَهُ عَلَى مَقَادِيْرُ الَّذَّرَةِ وَ أَوْزَانُ الْخَرْدَلَةِ وَ مَنْ يَكُنْ هَكَذَا حِسَابَهُ لَحَرَّي أَنْ يَّتَقِّى ‘পরহেযগার ব্যক্তির পরহেযগারিতা সৃষ্টি বা তৈরি হয়, শস্য দানা বা অনুকণাকে স্মরণ করার মাধ্যমে। তাকে জানতে হবে, আমাদের রব যিনি আমাদের প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি ভালো ও মন্দ কর্ম বিষয়ে হিসাব নিবেন। তিনি আমাদের হিসাবের ক্ষেত্রে কোন প্রকার ছাড় দিবেন না এবং আমাদের হিসাবে কঠোরতা করবেন। তার চেয়ে আরো কঠিন ব্যাপার হ’ল, তিনি তাঁর বান্দাদের থেকে অনুকণা পরিমাণ বা শস্য দানার ওজনের সমপরিমাণ বিষয়েও হিসাব নিবেন। সুতরাং যে বান্দার হিসাবের এ অবস্থা হবে তাকে অবশ্যই হিসাব দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং তাকে অবশ্যই আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় করতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা যেদিন আমাদের যাবতীয় কর্মের হিসাব নিবেন সেদিনের জন্য প্রস্তুত হ’তে হ’লে আমাদের অবশ্যই দুনিয়াতে পরহেযগার হ’তে হবে। হালাল হারাম বেঁচে চলতে হবে। আল্লাহ তা‘আলার আদেশ নিষেধের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে’।[১৯]

আবু আব্দুল্লাহ আল-ইনত্বাকী (রহঃ) বলেন, ‘ اَلْخَوْفُ يَكْسِبُ الْوَرْعَ’ ‘আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় করার মাধ্যমে তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতা অর্জিত হয়।[২০] ইয়াহইয়া ইবনে মা‘আয (রহঃ) বলেন, اَلْوَرْعُ مِنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ مِنْ عِزِّ النَّفْسِ وَصِحَّةِ الْيَقِيْنِ وَتَوَقُّعُ الْمَوْتِ ‘তিনটি অভ্যাসের চর্চা দ্বারা পরহেযগারিতা অর্জিত হয়। (১) আত্মমর্যাদা, (২) সঠিক বিশ্বাস ও (৩) মৃত্য সংঘটিত হওয়ার অনুভূতি’।[২১]

ঘ. সুন্নাতের অনুসরণ এবং বিদ‘আত বর্জন

আল্লামা আওযা‘ঈ (রহঃ) বলেন, لَقَدْ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ مَا اِبْتَدَعَ رَجُلٌ بِدْعَةً إِلَّا سُلِبَ وَرْعُهُ ‘আমরা আমাদের যুগে এ আলোচনা করতাম যে, যখন কোন ব্যক্তি বিদ‘আতে লিপ্ত হয়, তখন তার তাক্বওয়া-পরহেযগারিতাকে ছিনিয়ে নেয়া হয়’।[২২]

আবু মুযাফফার আস-সাম‘আনী (রহঃ) আহলে কালামীদের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন, وَهَلْ رَأَى أَحَدٌ مُتَكَلِّمًا أَدَاهُ نَظْرَهُ وَكَلَامُهُ إِلَى تَقْوَى فِي الدِّيْنِ أَوْ وَرْعٌ فِي الْمُعَامَلَاتِ أَوْ سِدَادُ فِي الطَّرِيْقَةِ أَوْ زُهْدٌ فِي الدُّنْيَا أَوْ إِمْسَاكَ عَنْ حَرَامٍ أَوْ شُبْهَةٍ أَوْ خُشَوْعٍ فِي عِبَادَةٍ أَوْ اِزْدَيَادُ فِي طَاعَةٍ أَوْ تَوَرَّعُ مِنْ مَعْصِيَةِ إِلَّا الشَّاذَ النَّادِرَ ‘কোন কালামীকে আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি, তার কালাম (কথা) ও চিন্তা-চেতনা তাকে দ্বীনের ব্যাপারে পরহেযগারিতার দিকে নিয়ে গেছে অথবা তারা পারস্পারিক আদান-প্রদানে আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় করছে। অথবা চলার পথে তারা ভুল পথ ছেড়ে দিয়ে সঠিক পথ অবলম্বন করছে এবং দুনিয়ার মায়া ছেড়ে দিয়ে পরকালমুখী হয়েছে; বা কোন হারাম ও সন্দেহযুক্ত বস্তু হ’তে বিরত থাকছে। তারা তাদের ইবাদত বন্দেগীতে ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা অবলম্বন করার কোন দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্ত দেখাতে পারেনি। আর তাদের কালাম বা কথা আল্লাহ তা‘আলা প্রতি আনুগত্যটাকে বাড়িয়ে দিয়েছে অথবা তার কালাম তাকে কোন নাফরমানী বা অপরাধ থেকে ফিরিয়ে রাখছে এরকম কোন নযীর তারা প্রমাণ করতে পারেনি’।[২৩]

ঙ. ইলম অনুযায়ী আমল করা :

সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ (রহঃ) বলেন, إِذَا عَمِلَ الْمُؤْمِنُ دَلَّهُ عَلَى الْوَرْعِ فَإِذَا تَوَرَّعَ صَارَ قَلْبُهُ مَعَ اللهِ ‘যখন কোন মুমিন ব্যক্তি তার ইলম অনুযায়ী আমল করবে, তখন তার ইলম তাকে পরহেযগারিতার পথ দেখাবে। আর যখন সে পরহেযগারিতা অবলম্বন করবে, তখন তার অন্তর আল্লাহ তা‘আলার সাথে সম্পৃক্ত হবে’।[২৪]

১৮. ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন ২/৮২ পৃঃ।
১৯. শু‘আবুল ঈমান হা/২৭০[২৮৭]।
২০. হিলয়াতুল আউলিয়া ৯/২৯০ পৃঃ।
২১. হিলয়াতুল আউলিয়া ১০/৬৮ পৃঃ।
২২. আব্দুর রহমান ‘আজলী, আহাদীছ ফী যাম্মিল কালাম ৫/১২৭ পৃঃ।
২৩. আল-ইন্তিছার লি-আছহাবিল হাদীছ ১/৬৫ পৃঃ।
২৪. হিলয়াতুল আউলিয়া ১০/২০৫)। উল্লেখ্য যে, হিলয়াতুল আউলিয়া (১০/২০৫) গ্রন্থে আমি ‘আল-মুমিন’ শব্দটি পাইনি সেখানে রয়েছে ‘বিল-ইলম’ যার অর্থ হবে, ‘যে ব্যক্তি ইলম অনুযায়ী আমল করবে’- অনুবাদক।

চ. দুনিয়া বিমুখ হওয়া :

আবু জা'ফর আস-ছাফফার (রহঃ) বলেন, مِنَ الْبَصْرَةِ حَرَامٌ عَلَى قَلْبٍ يَدْخُلُهُ حُبُّ الدُّنْيَا أَنْ يَدْخُلَهُ الْوَرَعُ الْخَفِيُّ 'যার অন্তরে দুনিয়ার ভালবাসা প্রবেশ করেছে, তার অন্তরে তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতা প্রবেশ করা হারাম'।[২৫] আবু জাফর আল-মিখওয়ালী (রহঃ) বলেন, حَرَامٌ عَلَى قَلْبٍ صَحِبَ الدُّنْيَا أَنْ يَسْكُنَهُ الْوَرَعُ الْخَفِيُّ 'যে অন্তর দুনিয়াকে তার সাথী বানিয়েছে সে অন্তরে তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতা বসবাস করা হারাম'।[২৬]

অধিকাংশ মুত্তাকী বা পরহেযগার ব্যক্তিকে দেখা যায়, তারা অভাবী বা ফকীর-মিসকীন। যারা পরহেযগারিতা অবলম্বন করে না তারা সুদখোর, তারা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করে এবং হালাল-হারাম বেঁছে চলে না। এ ধরনের লোকদের মধ্যে কাউকে তাক্বওয়া অর্জন করতে দেখা যায় না। তারা সাধারণত দুনিয়াদারী নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, مَا رَأَيْتُ وَرَعًا قَطُّ إِلَّا مُحْتَاجًا 'আমি যত পরহেযগার লোককে দেখেছি, তাদের সবাইকে অভাবী দেখেছি'।[২৭] যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় না, সে পরহেযগারিতা বা দ্বীনদারী অবলম্বন করতে পারবে না।

ছ. রাগ থেকে দূরে থাকা :

আবু আব্দুল্লাহ আস-সাজী (রহঃ) বলেন, إِذَا دَخَلَ الْغَضَبُ عَلَى الْعَقْلِ ارْتَحَلَ الْوَرَعُ 'যখন কোন অন্তরে রাগ প্রবেশ করে, তখন তার অন্তর থেকে তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতা দূর হয়ে যায়। অর্থাৎ রাগী মানুষ যখন রাগ করে তখন সে যা ইচ্ছা তাই করে ফেলে। ফলে তার মধ্যে তাক্বওয়া অবশিষ্ট থাকে না'।[২৮]

জ. কম খাওয়া এবং প্রবৃত্তিকে দমিয়ে রাখা :

ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেন, مِفْتَاحُ الزُّهْدِ وَالْعَفَةِ وَالْوَرَعِ قِلَّةُ الْأَكْلِ وَقَمْعِ الشَّهْوَةِ 'দ্বীনদারী ও তাক্বওয়ার চাবিকাঠি হ'ল, কম খাওয়া এবং প্রবৃত্তিকে দমিয়ে রাখা'।[২৯]

ঝ. আশা-আকাংখাকে সীমিত রাখা :

ইবরাহীম বিন আদহাম (রহঃ) বলেন, قِلَّةُ الْحِرْصِ وَالطَّمْعِ تُوْرِثُ الصِّدْقَ وَالْوَرَعَ 'স্বল্প লোভ ও আশা-আকাংখা মানুষের মধ্যে সততা এবং দ্বীনদারী সৃষ্টি করে'।[৩০]

ঞ. কম কথা বলা

আব্দুল্লাহ ইবনু আবী যাকারীয়াহ (রহঃ) বলেন, مَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ سَقْطُهُ وَمَنْ كَثُرَ سَقْطُهُ قَلَّ وَرَعُهُ وَمَنْ قَلَّ وَرَعُهُ أَمَاتَ اللهُ قَلْبَهُ 'যার কথা বেশী হবে, তার ভুল-ভ্রান্তি বেশী হবে, তার তাক্বওয়া কমে যাবে। আর যার তাক্বওয়া কমে যাবে, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরকে নিষ্প্রাণ বানিয়ে দিবেন'।[৩১]

ট. ঝগড়া পরিহার করা

আওযা'ঈ (রহঃ) হাকাম ইবনু গায়লান আল-কাইসীর নিকট লিখিত চিঠিতে বলেন, دَعْ مِنَ الْجِدَالِ مَا يُفْتِنُ الْقَلْبَ وَيَنْبُتُ الضَّغِيْنَةَ وَيَخْفِي الْقَلْبُ وَيَرِقُّ الْوَرَعُ فِي الْمَنْطِقِ وَالْفِعْلِ 'তুমি ঝগড়া-বিবাদ ছেড়ে দাও, যা তোমার অন্তরকে কলুষিত করে, দুর্বলতা তৈরী করে, হৃদয়জগতকে শুকিয়ে দেয় এবং কথা ও কাজের মধ্যে তাক্বওয়া অবশিষ্ট রাখে না'।[৩২]

ঠ. অন্যের চর্চা ছেড়ে দিয়ে নিজের দোষ-ত্রুটির মনোযোগী হওয়া :

ইবরাহীম বিন আদহাম (রহঃ)-কে কিভাবে তাক্বওয়া পূর্ণতা লাভ করবে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'তুমি তোমার গুনাহের বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে চিন্তা কর এবং তোমার প্রভুর নিকট তওবা কর, তাতে তোমার অন্তরে তাক্বওয়া বা দ্বীনদারী প্রতিষ্ঠিত হবে'।[৩৩]

দ. অনর্থক কাজে সময় নষ্ট করা হতে বিরত থাকা :

সাহল ইবনু আব্দুল্লাহ (রহঃ) বলেন, مَنْ شَغَلَ جَوَارِحَهُ بِغَيْرِ مَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ حَرَّمَ الْوَرَعُ 'যে ব্যক্তি অনর্থক কাজে লিপ্ত হয়, সে পরহেযগারিতা অর্জন থেকে বঞ্চিত হয়'।[৩৪] তিনি আরো বলেন, مَنِ اشْتَغَلَ بِالْفُضُوْلِ حُرِمَ الْوَرَعَ 'যে ব্যক্তি অনর্থক কাজে লিপ্ত হয়, সে তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতা হতে বঞ্চিত হয়'।[৩৫]

ধ. লজ্জাশীল হওয়া :

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, مَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ وَمَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ 'যার লজ্জা কম হয়, তার তাক্বওয়া কম হয়। আর যার তাক্বওয়া কম হয়, তার অন্তর মারা যায়'।[৩৬]

(ক্রমশ)

[লেখক : শিক্ষক, ইক্বরা ইসলামিয়া মডেল মাদরাসা, বি-বাড়িয়া]

---

২৫. ইবনু আবীদ্দুনিয়া, আল-ওয়ার'উ হা/২৯।
২৬. তারীখে বাগদাদ ১৪/৪১০ পৃঃ, হা/৭৭৪৩।
২৭. তাহযীবুল কামাল ২৮/৩৪০ পৃঃ; হা/৬১১৬।
২৮. হিলয়াতুল আউলিয়া ৯/৩১৭ পৃঃ।
২৯. মা'আরিজুল কুদস ৮১ পৃঃ।
৩০. হিলয়াতুল আউলিয়া ৮/৩৫ পৃঃ।
৩১. হিলয়াতুল আউলিয়া ৫/১৪৯ পৃঃ।
৩২. হিলয়াতুল আউলিয়া ৬/১৪১ পৃঃ।
৩৩. হিলয়াতুল আউলিয়া ৮/১৬ পৃঃ), কিঞ্চিত পরিবর্তিত।
৩৪. শু'আবুল ঈমান হা/৫০৫৬।
৩৫. হিলয়াতুল আউলিয়া ১০/১৯৬ পৃঃ।
৩৬. ত্বাবারাণী, আল-মু'জামুল আওসাত্ব ২/৩৭০, হা/২২৫৯।

জীবনে সফলতা অর্জনে ইহসানের গুরুত্ব

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

জীবনে সৌভাগ্য ও সফলতা কে না পেতে চায়? কিন্তু সেই সৌভাগ্য ও সফলতা তো আর এমনিতেই পাওয়া সম্ভব নয়। এ পথ কন্টকাকীর্ণ, কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এর জন্য করতে হবে নিরন্তর কোশেশ, অবিশ্রান্ত সংগ্রাম। আর এই সংগ্রামই হ'ল জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে 'ইহসান' করা। ইহসান অর্থ দয়া, অনুগ্রহ, দান, পরোপকার, সদ্ব্যবহার ইত্যাদি। তবে ব্যাপক অর্থে সুন্দর আমল করা। কেননা ইহসান আল্লাহ্র ভালোবাসা, তাঁর দান ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের কারণ। আর এটিই অন্তরে পরিতৃপ্তি, আত্মার প্রশান্তি, হৃদয়ের আনন্দ এবং সৃষ্টি জগতের ভালোবাসা লাভের মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ-الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ- 'আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত। যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য। যারা সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা সর্বাবস্থায় (আল্লাহ্র রাস্তায়) ব্যয় করে, যারা ক্রোধ দমন করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন' *(ইমরান ৩/১৩৩-১৩৪)*।

যখন বান্দা ইহসান করে এবং নিয়ত, আমল ও কথা-বার্তায় বিশুদ্ধতা অবলম্বন করে তখন আল্লাহ তাকে ভালোবাসে। আর আল্লাহ যখন কাউকে ভালোবাসেন তখন তার চাওয়াকে পূরণ করেন। কারণ এই দুনিয়ায় আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হ'ল ইহসান তথা সুন্দর কর্ম করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ-الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ 'বরকতময় তিনি, যাঁর হাতে সকল রাজত্ব এবং তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর আমল করে। আর তিনি মহা পরাক্রান্ত ও ক্ষমাশীল' *(মুলক ৬৭/১-২)*।

সুতরাং ইহসান হ'ল প্রতিটি কর্ম সুন্দর হওয়া, ভালো হওয়া পরোপকারী হওয়া। সেটি কথা-বার্তায়, আমলে ও নিয়তে হতে হবে এবং ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শন হবে আল্লাহ ও পরকালের জন্য। ইবাদতের ক্ষেত্রে ইহসান হবে এমন যে, তার কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য হবে। অনুরূপ চরিত্রে, আদব-কায়দায়, মানুষের সাথে লেনদেনে, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীদের প্রতি ইহসান করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে নিজ কর্মকে সুন্দর করতে হবে যাতে লোকেরা উপকৃত হয়। সমাজের অসহায় মানুষের প্রতি দান করার মাধ্যমে ইহসান করতে হবে। অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করা বা তাদের দেখতে যাওয়ার মাধ্যমে ইহসান করতে হবে। এমনকি কবরবাসীদের কবর যিয়ারত ও তাদের জন্য দো'আ করার মাধ্যমে ইহসান করতে হবে। নিজের প্রতি ইহসান করার মাধ্যমে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে হবে ও পাপাচার থেকে বিরত থাকতে হবে। যদি কেউ এমন আমল করে তাহলে সার্বিক পরিস্থিতিতে ও সর্ব দিক থেকে আল্লাহ্র ইহসান লাভ করা যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ 'উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত হতে পারে কি?' *(রহমান ৫৫/৬০)*।

অতএব যে ব্যক্তি ইহসান করবে আল্লাহ তার প্রতি ইহসান করবেন ও তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। সুতরাং বান্দার পক্ষ থেকে ইসানের বিনিময় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ইহসান লাভ করা। এই ইহসান অল্প হলেও আল্লাহ এর প্রতিদান দিবেন। আল্লাহ বলেন, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ- وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ 'অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে দেখতে পাবে। আর কেউ অণু পরিমাণ মন্দকর্ম করলে তাও সে দেখতে পাবে' *(যিলযাল ৯৯/৭-৮)*। আর রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ 'কোন কিছু দান করাকে তুচ্ছ জ্ঞান করো না, এমনকি (অপারগতায়) তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাকেও'।[১]

অন্যত্র এসেছে, لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئاً وَلَوْ أَنْ تُعْطِيَ صِلَةَ الْحَبْلِ وَلَوْ أَنْ تُعْطِيَ شِسْعَ النَّعْلِ وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِى إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِى وَلَوْ أَنْ تُنَحِّىَ الشَّىْءَ مِنْ طَرِيقِ النَّاسِ يُؤْذِيهِمْ وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْطَلِقٌ وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِ 'কোন ভালো কাজ করাকে তুচ্ছ জ্ঞান করো না, যদিও তা দড়ির বন্ধন দিয়ে হয়, যদিও তা জুতার ফিতা দান করা হয়, যদি তা পানি পার্থীর পাত্রে নিজ বালতি থেকে পানি ঢেলে দেওয়া হয়, যদিও তা মানুষের জন্য কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলে হয়, যদিও মুসলিম ভাইয়ের সাথে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাৎ করা হয় বা যদিও মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতকালে সালাম প্রদানের মাধ্যমে হয়'।[২]

---

১. *মুসলিম হা/২৬২৬; মিশকাত হা/১৮৯৪।*
২. *আহমাদ হা/১৫৯৯৭; ছহীহাহ হা/১৩৫২, সনদ ছহীহ।*

মুসলিম প্রতিটি ক্ষেত্রে ইহসান করার ব্যাপারে আদিষ্ট। এমনকি একটি পশু যবেহ করার সময়েও। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ 'আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ে তোমাদের উপর ইহসান অত্যাবশ্যক করেছেন। অতএব তোমরা যখন হত্যা করবে, দয়ার্দ্রতার সঙ্গে হত্যা করবে; আর যখন যবেহ করবে তখন দয়ার সঙ্গে যবেহ করবে। তোমাদের সবাই যেন ছুরি ধারালো করে নেয় এবং তার যাবাহকৃত জন্তুকে কষ্টে না ফেলে'।[৩]

কারো প্রতি ইহসান করলে আল্লাহ বিনিময়ে উত্তম কিছু দান করেন। যেমন মূসা (আঃ) শু'আয়েব (আঃ)-এর মেয়েদ্বয়ের প্রতি ইহসান করলেন এবং তাদের দুম্বাগুলোকে পানি পান করালেন। অতঃপর আল্লাহ্র নিকট এর প্রতিদান প্রার্থনা করলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি ইহসান করলেন। আল্লাহ তাকে স্ত্রী, পরিবার-পরিজন, কর্মক্ষেত্র বাড়ি ও নিরাপত্তা দানের মাধ্যমে ইহসান করেছিলেন। কারণ তিনি সৎকর্মশীল বা ইহসানকারীদের পসন্দ করেন *(ইমরান ২/১৩৪)*।

ইহসানের গুরত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হ'ল নিজের প্রতি ইহসান করা। আর সেটি হ'ল পাপাচারে লিপ্ত হয়ে নিজের প্রতি যুলুম করা। কারণ কোন ব্যক্তি পাপাচার থেকে বাঁচতে কোন কিছু পরিহার করলে আল্লাহ তা'আলা তার বিনিময়ে উত্তম কিছু প্রদান করেন। যেমন হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا لِلَّهِ إِلَّا بَدَّلَكَ اللهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ 'নিশ্চয় তুমি যা কিছুই আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বনের কারণে পরিত্যাগ করবে, তার চেয়েও উত্তম বস্তু তিনি তোমাকে প্রদান করবেন'।[৪]

এই হাদীছের বাস্তবতার পক্ষে বহু উদাহরণ রয়েছে। যেমন সোলায়মান (আঃ) ঘোড়া লালন-পালন করা খুব পসন্দ করতেন। তিনি একদিন ঘোড়ার সেবা করতে গিয়ে আছরের ছালাত পরিত্যাগ করে ফেলেন। সূর্য ডুবে যায়। এতে অনুতপ্ত হয়ে তিনি ঘোড়ার পায়ে ও গর্দানে ওয়াকফের আলামত লাগিয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে দেন *(তাফসীরে ইবনু কাছীর ৭/৬৪)*। এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য বাতাসকে অনুগত করে দেন। যার উপর আরোহন করে তিনি সকালে এক মাসের ও বিকালে আরেক মাসের পথ অতিক্রম করতেন। তিনি ঘোড়ার প্রতি ইহসান না করলে তিনি হয়ত এই নে'মত লাভ করতে পারতেন না' *(সাবা ৩৪/১২; ছোয়াদ ৩৮/৩৬)*।

ইউসুফ (আঃ) যখন মিসরে আযীয কিতফীরের বাসায় দাস হিসাবে অবস্থান করছিলেন। আযীযের স্ত্রী তাকে কুপ্রস্তাব দিয়েছিল। তিনি সরাসরি প্রত্যাখান করেছিলেন আল্লাহ্র ভয়ে। তিনি সেদিন আল্লাহ্র ভয়ে কুপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান না করলে তিনি পরবর্তীতে মিসরের আযীয বা বাদশা হতে পারতেন না *(সূরা ইউসুফের তাফসীর দ্রষ্টব্য)*।

মক্কার মুহাজির ছাহাবীগণ যখন নিজ বাড়ি-ঘর, সম্পদ ও আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে রিক্ত হস্তে মদীনায় চলে গেলেন। তারা সাময়িক ভাবে খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন। কিন্তু এর বিনিময়ে আল্লাহ যেমন মদীনাবাসীর হৃদয়ে তাদের স্থান করে দিয়েছিলেন তেমনি তারা মদীনাসহ অর্ধ পৃথিবীকে শাসন করার সুয়োগ পেয়েছিলেন। সাথে সাথে পুরোপুরি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করেছিলেন *(বাইয়েনাহ ৯৮/০৮)*।

আব্দুল্লাহ বিন মুবারক, যিনি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। তার মাধ্যমে হাদীছ শাস্ত্রের ব্যাপক প্রচার-প্রসার হয়। কিন্তু তার এতো বড় আলেম হওয়ার পিছনের কাহিনী আমরা অনেকে জানিনা। এটা ছিল তার পিতার পাপ কাজ বর্জনের ফল। আল্লাহ্র ভয়ে যিনি বাগানের কর্মচারী হয়েও কোন দিনে মালিকের অনুমোদন না থাকায় একটি বেদানাও ছিঁড়ে খাননি। মুবারক একটি বেদানা বাগানে কাজ করতেন। একদিন বাগানের মালিক এসে বললেন, মুবারক একটি মিষ্টি বেদানা ছিঁড়ে নিয়ে এসো। তিনি কোন একটি গাছ থেকে বেদানা ছিঁড়ে এনে দিলেন। মালিক বেদানা ভেঙ্গে দেখলেন তা অত্যন্ত টক। মালিক রেগে গেলেন। ধমক দিয়ে বললেন, আমি তোমাকে মিষ্টি বেদানা নিয়ে আসতে বললাম। আর তুমি টক নিয়ে আসলে? যাও মিষ্টি বেদানা নিয়ে এসো। তিনি অন্য একটি গাছ থেকে আরেকটি বেদানা কেটে নিয়ে মালিকের হাতে তুলে দিলেন। মালিক কেটে দেখলেন এটি টক। তিনি আবারো ধমক দিয়ে মিষ্টি বেদানা আনার নির্দেশ দিলেন। মুবারক আরেকটি গাছ থেকে বেদানা ছিঁড়ে এনে দিলেন। মালিক চেঁখে দেখলেন এটিও টক। তিনি ধমক দিয়ে বললেন, তুমি টক ও মিষ্টি বেদানা চিননা? মুবারক বললেন,

৩. *মুসলিম হা/১৯৫৫; মিশকাত হা/৪০৭৩।*
৪. *আহমাদ হা/২৩১২৪; যইফাহ হা/০৫-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য, সনদ ছহীহ।*

না। তিনি বললেন, তুমি এতো এতো বছর থেকে বাগানে কাছ কর আর তুমি কোনটি মিষ্টি ও কোনটি টক আলাদা করতে পারো না? মুবারক উত্তরে বললেন, আমি কোনো দিন একটি দানাও খাইনি যে, বুঝতে পারব কোনটি টক ও কোনটি মিষ্টি। তিনি বললেন, কেন খাওনি? মুবারক বললেন, কারণ আপনি আমার জন্য খাওয়ার অনুমতি রাখেননি। বাগানের মালিক বিস্মিত হলেন। তিনি তদন্ত করে তার সত্যতা পেলেন। তার নিকটে মুবারকের মর্যাদা বেড়ে গেল। তিনি তার প্রতি খুশি হলেন। তার পরমা সুন্দরী একজন

মেয়ে ছিল। যার বহু জায়গা থেকে বিবাহের প্রস্তাব আসছিল। তিনি বললেন, হে মুবারক! এই মেয়ের সাথে বিবাহের জন্য কাকে তুমি যোগ্য মনে কর। তিনি বললেন, তিনি বললেন, জাহেলী যুগের লোকেরা বংশ মর্যাদা দেখে বিবাহ দিত, ইহুদীরা সম্পদ দেখে, খৃষ্টানেরা সৌন্দর্য দেখে এবং এই উম্মত দ্বীন বা ধর্ম দেখে। তার বুদ্ধিমত্তায় বাগানের মালিক খুব খুশি হলেন। এরপরেই তিনি তার মেয়ের বিবাহ মুবারকের সাথে দিয়ে দিলেন। তারই ওরশে জন্ম গ্রহণ করেন বিশ্বখ্যাত মুহাদ্দিছ আব্দুল্লাহ বিন মুবারক। তিনি বিশ্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ছিলেন। তিনি নিজের ব্যাপারে বলেন, আমি চার হাজার শায়খ থেকে ইলম অর্জন করেছি। এটা ছিল আল্লাহ ভয়ের বিনিময়। এটি ছিল পাপ বর্জনের পুরুষ্কার। এটি ছিল ইহ্সানের প্রতিদান'।[৫]

তিন ব্যক্তির ঘটনা, যারা প্রচণ্ড ঝড়ের সময় নিজেদের রক্ষার জন্য পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল। তারা প্রত্যেকে এক সময় অন্যায় পরিত্যাগ করেছিল এবং অন্যের প্রতি ইহসান করেছিল। একজন আল্লাহ্র ভয়ে যেনা বা ব্যভিচার পরিত্যাগ করেছিল। আরেকজন আল্লাহ্র ভয়ে বহু বছর পরেও শ্রমিকের মজুরী অনেক গুণ বেশী প্রদান করেছিল। আর অন্য জন যে আল্লাহ্র ভয়ে নিজ সন্তানের উপর মায়ের ক্ষুধার্ত দূর করাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এরা তিনজনই যখন এমন এক বিপদে পড়েছিল যেখান থেকে নাজাত পাওয়া অসম্ভব। সেখানে তারা নিজেদের পাপ পরিত্যাগ ও মানুষের প্রতি ইহসান করার বিনিময়ে নাজাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন'।[৬]

রাসূল (ছাঃ)-এর ছেলে সন্তানেরা ছোটকালে মারা যায়। রাসূল (ছাঃ)-এর বিনিময় আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তার বিনিময়ে তাকে হাউযে কাওছার দান করেন। তিনি কিয়ামতের দিন তার কোটি কোটি সন্তানতুল্য উম্মতকে সেই হাউয থেকে পানি পান করাবেন *(সূরা কাউছারের তাফসীর দ্রষ্টব্য)*।

ইহসান করার বিনিময় কখনো অন্তরের প্রশান্তির মাধ্যমে হয়। জনৈক দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, আপনি দুনিয়া পরিত্যাগের বিনিময়ে আল্লাহ আপনাকে কী প্রদান করেছেন? তিনি বললেন, আমি যে অবস্থার উপর আছি তাতে সন্তুষ্টি থাকা। আর অল্পে তুষ্ট থাকা এমন একটি নে'মত যা তুলনাহীন'।[৭] কেননা এটি প্রতিটি মূহুর্তে সৌভাগ্যবান রাখে। এটি ধন-সম্পদ দ্বারা কেনা যায় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى 'নিশ্চয়ই পরকাল তোমার জন্য ইহকালের চাইতে শ্রেয়। তোমার পালনকর্তা সত্বর তোমাকে দান করবেন। অতঃপর তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে' *(যোহা ৯৩-৪-৫)*। বান্দা যতদিন আল্লাহ নিষিদ্ধ কাজ আল্লাহকে খুশি করার জন্য পরিত্যাগ করবে আল্লাহ তারা এর যথেষ্ট বিনিময় দান করবেন। এটি আল্লাহর ওয়া'দা। আর আল্লাহ তার ওয়া'দা ভঙ্গ করেন না।

উপসংহার : প্রতিটি ক্ষেত্রে ইহসানের পন্থা আবলম্বন করা মুমিনের অন্যতম কর্তব্য। কারণ ইহসানের বিনিময় সর্বদা কলাণময় হয়। আমাদের সালাফগণ ইহসানের পন্থা অবলম্বন করতেন। বিনিময়ে তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তম ইহসান লাভ করেছেন। আমরা যদি প্রতিটি ক্ষেত্রে ও সর্বদা ইহসানের নীতি অবলম্বন করি আল্লাহ আমাদেরও উত্তম প্রতিদান দিবেন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন।

[লেখক : গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ]

৫. ইবনু খাল্লিকান, ওয়াফিয়াতুল আইয়ান ৩/৩২; আয়দারূস, আন-নূরুস সাফের আন আখবারিল কারনিল আশের ১/২২৯৮; হিলইয়াতুল আওলিয়া ৮/১৬২।

৬. মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত হা/৪৯৩৮।

৭. ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া ৩/১৮৫।

কোন কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়তর

-মিনারুল ইসলাম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৩) আল্লাহ্র উপর ভরসাকারী

তাওয়াক্কুল শব্দের আভিধানিক অর্থ হ'ল ভরসা করা, নির্ভরশীল হওয়া। পারিভাষিক অর্থ হ'ল যারা অক্ষমতার সময় আল্লাহ্র উপর ভরসা করে ও তার উপর নির্ভরশীল হয় এবং তাদের সমস্ত বিষয় তাঁর দিকেই সঁপে দেয়।

মহান আল্লাহ্ বলেন, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তার উপর ভরসাকারীদের ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*। আল্লাহ্র উপর ভরসা করা মুমিনের একটি বিশেষ গুণ। কর্মের সাথে তার উপরই ভরসা রাখতে হবে, কারণ আল্লাহ বলেন,وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ 'যে আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট' *(তালাক্ব ৬৫/৩)*।

আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখলে চলে আসে সুবর্ণ সফলতা। তবে আল্লাহ্র উপর ভরসা বলতে আমরা কী বুঝি? শুধু শুধুই ঘরে বসে থেকে দো'আ করাকেই কি ভরসা বুঝায়? পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করাকেই কি ভরসা বলে; গভীর রাতে আল্লাহ্র যিকির, তাসবীহ-তাহলীল ও তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করাকেই কী ভরসা বুঝায়? না তা নয়, ভরসা হ'ল কাংখিত লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য তাওয়াক্কুলের সাথে সাথে কর্মের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا. 'যদি তোমরা আল্লাহ্র উপর যথাযথভাবে তাওয়াক্কুল কর, অবশ্যই তোমাদেরকে রিযিক দান করা হবে, যেভাবে পাখিদেরকে রিযিক দান করা হয়। তারা প্রত্যুষে খালি পেটে নীড় থেকে বের হয় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে নীড়ে ফিরে আসে'।[১]

এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্র উপর যথাযথভাবে ভরসা করতে হবে, যার মধ্যে কোন প্রকারের সন্দেহ ও দুর্বলতার প্রকাশ না পায়। আর অত্র হাদীছে রাসূল (ছাঃ) নীড়ে বসে থাকা পাখির উপমা দেননি, বরং তিনি উপমা দিয়েছেন ঐ পাখির যে পাখি আহার অন্বেষণের জন্য নীড় থেকে বেরিয়ে গেছে। অতএব অযথা বসে না থেকে কাংখিত লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

স্মরণ করিয়ে দিতে চাই ইবরাহীম (আঃ)-কে আগুনে নিক্ষেপের ইতিহাস, যখন তাঁকে মূর্তি ভাঙ্গার অপরাধে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হয়, ঠিক এই কঠিন মুহূর্তে তিনি বলেছিলেন, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি সর্বোত্তম কর্ম বিধায়ক। তখন আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন, يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ 'হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের উপর ঠন্ডা ও শান্তিময় হয়ে যাও' *(আম্বিয়া ২১/৬৯)*। যে আগুন সব কিছুকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় সেই আগুন ইবরাহীমের উপর ঠান্ডা ও শান্তিময় হয়ে যায়।

স্মরণ করুন মূসা (আঃ)-এর সেই ঘটনাকে, যখন ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী মূসা (আঃ) ও তাঁর অনুসারীদেরকে ধাওয়া করে। মূসা (আঃ) ও তার অনুসারীরা সামনে দৌড়াতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা সাগরের সম্মুখীন হয়ে যায়, সামনে সাগর পিছনে শত্রু পালানোর কোন উপায় নেই। এই কঠিন সময় তাঁর অনুসারীরা দিশেহারা হয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, আমরা তো আজ যালেমদের হাতে বন্দি হয়ে গেলাম। মূসা বলল কখনোই নয়, আল্লাহ আমার সাথে রয়েছে এবং আমাকে পথ দেখাবেন। তখন আল্লাহ মূসার প্রতি অহি করলেন, فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ 'অতঃপর যখন দু'দল পরস্পরকে দেখলো তখন মূসা (আঃ)-এর সঙ্গীরা বললো, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। মূসা (আঃ) বললেন কিছুতেই নয়! আমার সাথে আমার প্রতিপালক আছেন, সত্বর তিনি আমাকে পথ-নির্দেশ করবেন। অতঃপর আমি মূসা (আঃ)-এর প্রতি অহী করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর, ফলে তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বত সদৃশ হয়ে গেল' *(শুআ'রা ৬১-৬৩)*।

অত্র আয়াত ও হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ সব কিছুর ক্ষমতার অধিকারী, তাই সর্বাবস্থায় ও সকল বিষয়ে তাঁর উপর ভরসা রাখতে হবে। যার ফলে চলে আসবে তাঁর পক্ষ হ'তে অকল্পনীয় সাহায্য ও সফলতা।

আল্লাহ্র উপর ভরসাকারীর বৈশিষ্ট্য

এই মর্মে আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ 'নিশ্চয়ই মু'মিনরা এরূপই হয় যে, যখন (তাদের সামনে) আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে, আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন সেই আয়াতসমূহ

১. *তিরমিযী হা/২৩৪৪।*

তাদের ঈমানকে আরও বৃদ্ধি করে দেয়, আর তারা নিজেদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে' *(আনফাল ৮/২)*।

আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা মু'মিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তারা তিনি ছাড়া আর কারো কাছে কোনকিছু আশাই করে না। আশ্রয়দাতা তাঁকেই মনে করে থাকে। কিছু চাইলে তাঁর কাছেই চেয়ে থাকে। প্রতিটি কাজে তাঁর দিকেই ঝুঁকে পড়ে। তারা জানে যে, তিনি (আল্লাহ) যা ইচ্ছা করবেন তাই হবে এবং যা ইচ্ছা করবেন না তা হবে না। তিনি একক। তাঁর কোন অংশীদার নেই। সব কিছুরই মালিক একমাত্র তিনিই। তাঁর সিদ্ধান্তের পর আর কারও সিদ্ধান্ত চলতে পারে না। তিনি সত্বর হিসাব গ্রহণকারী। প্রকৃতার্থে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা হচ্ছে ঈমানের বন্ধন।

(৪) ধৈর্যশীল ব্যক্তি

মহান আল্লাহ বলে, وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ 'আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/১৪৬)*। আল্লাহ তা'আলা তাঁর স্বীয় বান্দাগণকে অবশ্যই পরীক্ষা করে থাকেন কখনও পরীক্ষা করেন উন্নতি ও মঙ্গলের দ্বারা, আবার কখনও পরীক্ষা করেন অবনতি ও অমঙ্গল দ্বারা। তিনি বলেন, فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ 'তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে ক্ষুধা ও ভয়ের স্বাদ গ্রহণ করিয়েছেন' *(নাহল ১৬/১১২)*। আল্লাহ আরো বলেন, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ 'নিশ্চই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষাকরতঃ কারা আল্লাহর পথে সংগ্রামকারী এবং কারা ধৈর্যশীলগণ তা জেনে নেব' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩১)*।

এই ছবরের মূলভাব এই যে, সামান্য ভয়-ভীতি, কিছু ক্ষুধা, কিছু ধন-মালের ঘাটতি, কিছু প্রাণের হ্রাস অর্থাৎ নিজের ও অপরের, আত্মীয়-স্বজনের এবং বন্ধু-বান্ধবের মৃত্যু, কখনও ফল এবং উৎপাদিত শস্যের ক্ষতি ইত্যাদি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাগণকে পরীক্ষা করে থাকেন। এতে ধৈর্যধারণকারীদের তিনি উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا 'আর তাদের ছবরের পুরস্কার স্বরূপ তিনি তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোষাক দান করবেন'। 'তারা সেখানে সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে' *(দাহর ৭৬/১২,১৩)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ 'মু'মিনের ব্যাপারটি বড়ই বিস্ময়কর। তার সমস্ত বিষয়টিই কল্যাণময়। মু'মিন ব্যতীত আর কারুর জন্য এরূপ নেই। যখন তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে শুকরিয়া আদায় করে। আর এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যখন তাকে অকল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে ছবর করে। আর এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়'।[২]

অতএব আমাদেরকে যে কোন বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং সেই বিপদ থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ চাইতে হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ছবর ও ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন' *(বাক্বারাহ ২/১৫৩)*।

ছবর তিন প্রকার : (১) নিষিদ্ধ ও পাপের কাজ থেকে ছবর করা (২) আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও নেক আমলের উপর ছবর করা (৩) বিপদ ও দুঃখের সময় ছবর করা।

তাফসীর ইবনে কাছীরের একটি বর্ণনাতে পাওয়া যায় যে, ক্বিয়ামতের দিন একজন আহ্বানকারী আহ্বান করে বলবে, হে ধৈর্যশীলগণ তোমরা কোথায়? তোমরা উঠ ও বিনা হিসাবে জান্নাত প্রবেশ কর'। একথা শুনে কিছু লোক দাঁড়িয়ে যাবে এবং জান্নাতের দিকে অগ্রসর হবে। ফেরেশতাগণ তাদেরকে দেখে জিজ্ঞেস করবে, 'তোমরা কোথায় যাচ্ছ? তারা বলবে জান্নাতে'। ফেরেশতাগণ বলবে, এখনও তো হিসাব দেয়া হয়নি। তারা বলবে হ্যাঁ, হিসাব দেয়ার পূর্বেই। ফেরেশতাগণ তখন জিজ্ঞেস করবে, 'তাহলে তোমরা কি প্রকৃতির লোক? উত্তরে তারা বলবে, আমরা ধৈর্যশীল লোক। আমরা সদা আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে লেগে ছিলাম, তার অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণ হ'তে বেঁচে থাকতাম। মৃত্যু পর্যন্ত আমরা এর উপর ধৈর্যধারণ করেছি এবং অটল থেকেছি। তখন ফেরেশতাগণ বলবে, ঠিক আছে। অবশ্যই এটা তোমাদের

২. *মুসলিম হা/২৯৯৯।*

প্রতিদান এবং তোমরা এরই যোগ্য। জান্নাতে গিয়ে আনন্দ উপভোগ কর। কুরআন মাজীদে একথাই ঘোষিত হচ্ছে, يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ 'ধৈর্যশীলদেরকে তাদের পূর্ণ প্রতিদান বেহিসাবে দেয়া হবে। আল্লাহ আমাদেরকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং জান্নাতের সর্বোচ্চ কক্ষ অর্জনের তাওফীক দান করুন- আমীন।

হাদীছে এসেছে, عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِى سِنَانٍ قَالَ دَفَنْتُ ابْنِى سِنَانًا وَأَبُو طَلْحَةَ الْخَوْلاَنِىُّ جَالِسٌ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ فَلَمَّا أَرَدْتُ الْخُرُوجَ أَخَذَ بِيَدِى فَقَالَ أَلاَ أُبَشِّرُكَ يَا أَبَا سِنَانٍ. قُلْتُ بَلَى. فَقَالَ حَدَّثَنِى الضَّحَّاكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرْزَبٍ عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ لِمَلاَئِكَتِهِ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِى. فَيَقُولُونَ نَعَمْ. فَيَقُولُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ. فَيَقُولُونَ نَعَمْ. فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ عَبْدِى فَيَقُولُونَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ. فَيَقُولُ اللَّهُ ابْنُوا لِعَبْدِى بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ. হযরত আবু সিনান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আমার একটি শিশুকে সমাধিস্থ করি। আমি তার কবরেই ছিলাম এমন সময় হযরত আবু তালহা খাওলানী (রাঃ) আমাকে হাত ধরে উঠিয়ে নেন এবং বলেন, আমি কি আপনাকে একটি সুসংবাদ দেবো না? আমি বললাম হ্যাঁ, বলেন, তিনি বলেন হযরত আবু মূসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে মালাকুল মাউত! তুমি আমার বান্দার ছেলে, তার চক্ষুর জ্যোতি এবং কলিজার টুকরোকে ছিনিয়ে নিয়েছো? ফেরেশতা বলেন, হ্যাঁ। 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তখন আমার বান্দা কি বলেছে? ফেরেশতা বলেন, 'সে আপনার প্রশংসা করেছে এবং ইন্নালিল্লাহ পাঠ করেছে। তখন 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর তৈরি কর এবং তার নামে 'বায়তুল হামদ' বা প্রশংসার ঘর রেখে দাও।[৩]

সম্মানিত পাঠক! বান্দা যখন বিপদে পড়ে আল্লাহ্র প্রশংসা ও ইন্নালিল্লাহ পাঠ করে, আল্লাহ খুশি হয়ে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করেন। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন, أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا– 'তাদেরকে প্রতিদানস্বরূপ দেওয়া হবে জান্নাতের সর্বোচ্চ কক্ষ এজন্য যে, তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা দেওয়া হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আশ্রয়স্থল ও আবাসস্থল হিসাবে কতইনা উৎকৃষ্ট! *(ফুরকান ২৫/৭৫-৭৬)*। আল্লাহ আমাদেরকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং জান্নাতের সর্বোচ্চ কক্ষ গ্রহণের তাওফীক দান করুন- আমীন।

ধৈর্যশীল ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য :

'ছবর' শব্দের আভিধানিক অর্থ হ'ল ধৈর্যধারণ করা। পারিভাষিক অর্থে ধৈর্যশীল হ'ল যারা তাদের দ্বীনের উপর অটুট থাকে, যাতে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। আর তা হ'ল ইসলাম। সুতরাং তারা সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে সর্বাবস্থায় আল্লাহ ছাড়া কাউকে ডাকে না, এমনকি তারা মুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

'ছবর'-এর অর্থ হচ্ছে যে, আল্লাহ্র দানকে স্বীকার করা, বিপদের প্রতিদান আল্লাহ তা'আলার নিকট পাওয়ার বিশ্বাস রেখে তার জন্যে পুণ্যের প্রার্থনা করা; প্রত্যেক ভয়, উদ্বেগ এবং কাঠিন্যের স্থলে ধৈর্য ধারণ করা এবং পুণ্যের আশায় তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।

আরো সহজ ভাবে বলা যায়, যে কাজে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি এবং যা করা উচিৎ নয়, এমন কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা। 'ছবর' মানুষের মহৎ একটি গুণ যা যে কোন ধর্মের মানুষের মধ্যে তা থাকতে পারে, তবে মু'মিনের গুণসমূহের অন্যতম গুণ হ'ল 'ছবর'। যে গুণ মু'মিন বান্দার জান্নাতের সর্বোচ্চ কক্ষ লাভের কারণ হয়। কিন্তু কিছু লোক নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে বিচলিত ও ধৈর্যহারা হয়ে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আছরে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্য চারটি গুণ বর্ণনা করেছেন, যা ইহকালে ও পরকালে কল্যাণের জন্য অর্জন করা প্রত্যেকের অপরিহার্য। চারটি গুণ হ'ল, (১) যারা (জেনে বুঝে) ঈমান এনেছে (২) সৎকর্ম সম্পাদন করেছে (৩) পরস্পরকে 'হক'-এর উপদেশ দিয়েছে ও (৪) পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে। যার কোন একটি গুণের কমতি থাকলে কেউ পূণাঙ্গ মুমিন হ'তে পারবে না এবং ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতেও পারবে না।

একটি যরূরী বিষয় এই যে, এখানে আল্লাহ 'হক' ও 'ছবর' দু'টিকে পাশাপাশি ব্যবহার করেছেন। এর হিকমত এই যে, 'হক্ব'-এর দাওয়াত দেওয়ার সাথে সাথে ধৈর্যেরও উপদেশ দিতে হবে। কারণ 'হক্ব'-এর উপর অটল থাকতে গেলে, আমরা চার জায়গা থেকে বাধাপ্রাপ্ত হতে পারি, (১) পরিবার (২) সমাজ (৩) ধর্মীয় নেতা ও (৪) রাষ্ট্রযন্ত্র। এমনকি দেশ থেকে বিতাড়িত ও ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলতে হতে পারে। এই সময় বিপদ থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা ও ধৈর্যধারণ করতে হবে। হাদীছে এসেছে, 'রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা হ'ল, 'সর্বোত্তম ঈমান কী? তিনি বললেন, উত্তম চরিত্র, ছবর ও উদারতা'।[৪] (ক্রমশ)

[লেখক : সহকারী শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী]

৩. *তিরমিযী হা/১০২১; ছহীহাহ হা/১৪০৮।*

৪. *ছহীহুল জামে' হা/২৭৯৫।*

ইসমাঈলী শী'আদের ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস

- ড. মুখতারুল ইসলাম

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

(গ) অছি ও অছাইয়াহ :

ইসমাঈলীরা অছি ও অছাইয়াহকে নবী-রাসূলের রেসালতের মত মনে করে। তারা এও মনে করে যে, এ দু'টির তেমন কোন তফাৎ নেই। ইসমাঈলী দলের বিখ্যাত মিছরী আলেম ও লেখক পূর্বসূরীদের মতামত উল্লেখ করে বলেন, অছি নবীর চেয়ে সম্মানিত। কেউ কেউ বলেন, নবী-অছি উভয়টি সমান মর্যাদার। তবে তাদের মূল বিশ্বাস হ'ল, অছি সাধারণ ইমামের উপর মর্যাদাবান। অছাইয়াহ ও ইমামতের মধ্যে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। প্রত্যক নবীর অছি রয়েছে। হযরত আলী (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর অছি। তাদের মধ্যে মান-মর্যাদার কোন তফাৎ নেই।[১]

তাদের ঈমান বিধ্বংসী আক্বীদাসমূহ নিম্নরূপ :

১. কিরমানী বলেন, তাওহীদের দাওয়াত ও হুদুদ কায়েমের জন্য প্রথমেই অছির প্রয়োজন, যা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। নবী ও অছির মাঝে পরিপূর্ণতায় কোন পার্থক্য নেই।[২]

২. তারা আলী (রাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপ করে বলে, আলী (রাঃ) বলেন, আমি ও মুহাম্মাদ আল্লাহ্র একই নূরের সৃষ্টি। আল্লাহ তা'আলা নূরকে দু'ভাগে ভাগ হতে বললেন। নূর দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল। আল্লাহ প্রথম ভাগকে বললেন, তুমি মুহাম্মাদ হয়ে যাও। আর দ্বিতীয় ভাগকে বললেন, তুমি আলী হয়ে যাও।[৩]

৩. নু'মান রাসূল (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপ করে বলেন, আল্লাহ প্রত্যেক নবীকে আমার ও আমার অছি আলীর খবর দিয়েছেন এবং আমার ও তার বংশধর, ইমামের বংশধরের সকলের ব্যাপারে পূর্ববতী সকল নবীর নিকট থেকে বায়'আত নিয়েছেন এবং আমাদের ব্যাপারে তাদের সুসংবাদও দিয়েছেন।[৪]

৪. জা'ফর ইবন মানছুর ইয়ামন বলেন, আল্লাহ্র পথে বাধা সৃষ্টি করো না, অর্থাৎ আলী (রাঃ)-এর পথ পরিস্কার কর। কেননা সেটিই আল্লাহ্র পথ এবং তার অনুসরণ ব্যতীত কারো কোন ইবাদত কবুল হবে না।[৫]

৫. হেবাতুল্লাহ সিরাজী বলেন, অছি (আঃ) না থাকলে, আল্লাহ্র অস্তিত্বই অসার হয়ে পড়বে।[৬]

পর্যালোচনা ও জবাব :

অছি ও অছাইয়াহ সংক্রান্ত সমস্ত বর্ণনা রাসূল (ছাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)-এর নামে জালিয়াতি ও মিথ্যাচারে পরিপূর্ণ। তাদের এ সমস্ত বল্গাহীন কথাবার্তা ও মিথ্যাচারের সাথে ইসলামের কোনই সম্পর্ক নেই।[৭]

(ঘ) ইমামত ও ইমামগণ :

ইমামত ও ইমামগণ সংক্রান্ত আক্বীদা ইসমাঈলী দ্বীনের মূল ভিত। ইমামত ও ইমামগণই ইসমাঈলী মতাদর্শের মূল কেন্দ্রবিন্দু, যার উপর ভিত্তি করেই ইসমাঈলী আক্বীদা টিকে আছে।[৮]

তাদের ঈমান বিধ্বংসী আক্বীদাসমূহ নিম্নরূপ :

১. ইমামত হ'ল আল্লাহ্র ফরযকৃত বিধান ও দ্বীনের পরিপূর্ণতা। এটা ব্যতীত দ্বীন পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। দ্বীনের হুজ্জাত ইমামতে ঈমান না আনলে আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান দুরস্ত হয় না। ইমামতের কারণে দ্বীন ও শরী'আত টিকে আছে। আল্লাহ বান্দাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দিবেন না। দ্বীনের ফরয ইমামতের হিসাব নিবেন এবং বান্দাদেরকে তার মাধ্যমে হেদায়াতের পথে অটুট রাখবেন। রাসূলই এ বিষয়ে তাকীদ দিয়েছেন এবং সকলে এ ব্যাপারে একমত।[৯]

২. শারফ আলী ইসমাঈলী বলেন, বেলায়েত হ'ল ইসলামের চূড়ান্ত ভিত্তি।[১০]

৩. তারা বলে, আল্লাহর সম্মানিত বান্দাদের জন্য এটি দ্বীনের পূর্ণাঙ্গতা।[১১]

৪. জা'ফর ইবন মানছুর ইয়ামন বলেন, আলী ও আলীর বেলায়েতের উপর আনুগত্য ব্যতীত দ্বীন নেই। তার ভালবাসা ও আন্তরিকতায় নে'মতের পরিপূর্ণতা ও বান্দার ফরয, সুন্নাতের কবুলিয়াত রয়েছে। তার পরবর্তীতে তার ছেলে-সন্তান, ইমামরা সে সম্মানের ভাগীদার হবে।[১২]

৫. হাসান ইবন নূহ হিন্দী বলেন, পৃথিবী কখনো আল্লাহ্র দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে থাকে না এবং তিনি বান্দাদের হেদায়াতে নিমগ্ন থাকেন। সেটি হয় প্রকাশ্যে সুবিদিতভাবে অথবা অপ্রকাশ্যে প্রচ্ছন্নভাবে।[১৩]

---

১. *আল-ইসমাঈলিয়াহ : তারীখ ওয়া আক্বাইদ, পৃ. ৩৫০।*
২. *তদেব, পৃ. ৩৫০।*
৩. *তদেব, পৃ. ৩৫০-৩৫১।*
৪. *তদেব, পৃ. ৩৫৭।*
৫. *তদেব।*
৬. *তদেব, পৃ. ৩৬৫।*
৭. *তদেব, পৃ. ৩৪৯।*
৮. *তদেব, পৃ. ৩৬৭।*
৯. *তদেব, পৃ. ৩৬৭।*
১০. *তদেব, পৃ. ৩৬৮।*
১১. *তদেব, পৃ. ৩৭০।*
১২. *তদেব, পৃ. ৩৭০-৩৭১।*
১৩. *তদেব, পৃ. ৩৭৪।*

৬. কারমানী আল্লাহ্র আদেশের ব্যাপারে বলেন, আল্লাহ্র আদেশ হ'ল ইমামের মু'জিযা।[১৪]

৭. হিবাতুল্লাহ সিরাজী বলেন, ইমামের সাহায্যে আকাশের সমস্ত ফেরেশতা এগিয়ে আসে।[১৫]

পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন

তারা বলে, যে ব্যক্তি ইমামকে না চিনেই মারা গেল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল, নিষ্পাপ ইমাম শুরু এবং শেষ সমস্ত গায়েবের খবর রাখেন, তাদের কর্মকাণ্ড অস্বীকার করা যাবে না, ইমামের পরবর্তীজন ইমাম জীবিত থাকতে ইমাম হবে না, পিতা বেঁচে থাকতে পুত্র ইমাম হবে না, শুধুমাত্র ইমামের বড় ছেলে ইমাম হতে পারবে; অন্য কোন ব্যক্তি ইমাম হিসাবে সম্বোধিত হতে পারবে না, ইমামের উচিৎ তার দাফনের পূর্বেই ইমামতের মহান দায়িত্ব অন্যের নিকট অর্পণ করা। ইমামকে সিজদা করা জায়েয। কেননা ইমামের বিশেষ ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তি রয়েছে।[১৬]

কুরআনের জাহেরী তাফসীরের সাথে সাথে তারা বাতেনী তাফসীসের বিশ্বাস করে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ 'প্রত্যেক বস্তুই ধ্বংস হবে তাঁর চেহারা ব্যতীত'।[১৭] তারা বলে, এখানে ইমামের চেহারাকে বুঝানো হয়েছে।[১৮]

তারা ক্বাদারিয়া, জাবারিয়া, মু'তাযিলা ও মু'আত্তিলা বা নির্গুণবাদীদের মত আক্বীদা পোষণ করে। কুরআন-সুন্নাহকে তারা দেয়ালে ছুঁড়ে মেরেছে এবং নতুন বাতেনী চিন্তা তথা এরিষ্টটল, প্লেটো, পীথাগোরাসের কুফুরী দর্শনের সাথে মাজূসী বা অগ্নি উপাসক, মূর্তিপূজক, ইহুদী দর্শনের মিশ্রণ তৈরী করে নতুন ধর্ম আবিষ্কার করেছে, যার সাথে ইসলামের মূল বিষয়বস্তু, ভাষা, বর্ণনার পদ্ধতি, বর্ণনার পরম্পরা কোন মিল নেই। এর উদ্দেশ্য একটাই তা হ'ল মানুষদেরকে সহজ-সরল কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া ও মুহাম্মাদ (ছাঃ) আনীত আল্লাহ্র অবিমিশ্র শ্বেত-শুভ্র দ্বীনকে কালিমালিপ্ত করা ও এর আলোকোজ্জ্বল বাতিকে চিরতরে নিভিয়ে দেয়া। মহান আল্লাহ বলেন, يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ 'তারা চায় মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্র জ্যোতিকে নিভিয়ে দিতে। অথচ আল্লাহ স্বীয় জ্যোতিকে পূর্ণতায় পৌঁছানো ব্যতীত ক্ষান্ত হবেন না। যদিও অবিশ্বাসীরা তা অপসন্দ করে।[১৯]

পর্যালোচনা ও জবাব :

ইমাম ও ইমামত সংক্রান্ত ভ্রান্তি নিরসনে কয়েকটি বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল-

ক. বংশীয় বিধিবিধান বিলুপ্তিকরণ :

তাদের নীতি হ'ল ইমামের পর ইমাম হওয়া। কিন্তু জা'ফর ইবন মুহাম্মাদ বাক্বের মারা গেল। তার পরবর্তীতে তার বড় ছেলে ইসমাঈল ইমাম হবে। কিন্তু তার জীবদ্দশাতেই ইসমাঈল মারা যায়। তাদের দলীল হ'ল- মহান আল্লাহর বাণী- وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 'আর এ কথাটিকে সে অক্ষয় বাণীরুপে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে স্থায়ীভাবে রেখে গেছে, যাতে তারা আল্লাহ্র দিকেই ফিরে আসে'।[২০] অথচ উপরোক্ত দলীলটি মোটেই ভাই থেকে ভাই ইমামতের পরিবর্তন তথা হাসানের পরে হুসাইনের ইমাম হওয়ার প্রমাণ বহন করেনা। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হ'ল তারা নিজেরাই এ বিষয়ে সাথে নিজেদের সাথে ইখতিলাফে মত্ত। অনুরূপভাবে আব্দুল্লাহ মারা গেলে তার ভাই আযীয ইমাম হন। এখানে তো সন্তান ইমাম হয়নি। এভাবে ইসমাঈলীরা মূলত নিজেরাই তাদের মাযহাবের ভিত্তি নষ্ট করে দিয়েছে। অন্যান্য দল বিশেষ করে শী'আ ইছনা আশারিয়া, যায়াদিয়াহরা হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-কে মেনে নিয়েছে। কিন্তু তারা পিতার পর সন্তান ইমাম হবে বলে ভিত্তিহীন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। তবে কিভাবে জা'ফর ইবন মুহাম্মাদ বাক্বেরের পর ইসমাঈলের নেতৃত্বের সমন্বয় হবে? এগুলোই প্রমাণ করে যে, ইসমাঈলী ধর্মের ভিত সম্পূর্ণ বাতিলের উপর দণ্ডায়মান।[২১]

খ. বড় সন্তানের ইমামত রহিতকরণ :

তাদের আরেকটি বিতর্কিত বিষয় হ'ল পিতার বড় সন্তান ইমাম হবে। কিন্তু দেখা গেছে যে, ভাইয়ের পরে ভাই ওয়ারিছসূত্রে দায়িত্বে এসেছে। এ ধরণের প্রচুর বর্ণনা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থে পাওয়া যাবে। অথচ আব্দুল্লাহ্র পরে তার দ্বিতীয় পুত্র ইমাম হয়েছেন।[২২]

গ. পর্যায়ক্রমে ইমামতের ধারাবাহিকতা :

পিতার পরপরই পুত্র ইমাম হওয়ার ইসমাঈলীদের চিরন্তন নীতিমালায় বিপরীত আচরণই লক্ষ্যণীয়। কেননা তাদের হাকেম বি আমরিল্লাহ নামে খ্যাত তিনি তার কথা রাখেননি। তিনি সাধারণের মানুষের সন্তান আব্দুর রহীম ইবনে ইলইয়াস ইবন আহমাদ ইবন মাহদীকে ইমাম নির্বাচন করে যান।

উল্লেখ থাকে যে, আলী হ'ল ইবন হাকেম বি আমরিল্লাহ-এর সন্তান, যাকে যাহেরও বলা হয়। ৩৯৪ হিজরীতে জন্ম গ্রহণকারী তাদের তথাকথিত ইসমাঈলী ইবন হাকেম বিআমরিল্লাহ তার কথা রেখে যাননি। তিনি অন্য একজন

---

১৪. *তদেব, পৃ. ৩৭৬।*
১৫. *তদেব, পৃ. ৩৭৭; গৃহীত : শীরাজী, দিওয়ানুল মুওয়াইইদ ফি দ্বীনিল্লাহ, পৃ. ২৪৪।*
১৬. *তদেব, পৃ. ৩৮৪।*
১৭. *আল-কুরআন, সূরা ক্বাছাছ, আয়াত-২৮/৮৮।*
১৮. *আল-ইসমাঈলিয়াহ : তারীখ ওয়া আক্বাইদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯২।*
১৯. *আল-কুরআন, সূরা তাওবাহ, আয়াত-৯/৩২; আল-ইসমাঈলিয়াহ : তারীখ ওয়া আক্বাইদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮।*
২০. *আল-কুরআন, সূরা যুখরুফ, আয়াত-৪৩/২৮।*
২১. *আল-ইসমাঈলিয়াহ : তারীখ ওয়া আক্বাইদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮।*
২২. *তদেব, পৃ. ২৬৪।*

ব্যক্তিকে তার ইমামতের স্থলভিষিক্ত করে যান। এভাবে তারা প্রকাশ্যে তাদের নীতিমালা লংঘন করেছেন।[২৩]

ঘ. ইমাম নির্বাচন :

ইসমাঈলীরা বিশ্বাস করে যে, একজন ইমাম জীবিত থাকতে অপরজন ইমাম হতে পারবে না এবং একই সময়ে দুই জন ইমামের ব্যাপারে ভাবাটাও অন্যায়। একজন ইমাম মারা গেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার বংশধরদের থেকে বড় সন্তান ইমাম হবে। কিন্তু তাদের এ নীতির ক্ষেত্রে বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। কেননা পিতা জা'ফরের রুযী থাকতেই ইসমাঈলের নাম ঘোষণা করায় দু'জন ইমামের ইমামতের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল, যা তাদেরই নীতি বর্হিভূত।[২৪]

ঙ. মৃত ইমামের দাফনের পূর্বেই নতুন ইমামের হুজ্জত কায়েম হবে :

পূর্ববর্তী ইমামের দাফন সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে নতুন ইমামের হুজ্জত কায়েম হতে হবে। কেননা তারা বলে, ইমামের পর হুজ্জত বৈধ নয়, যতক্ষণ না ইমামের দাফনের পর সে নিজে হুজ্জত কায়েম করেন।[২৫]

খুবই আশ্চর্যের বিষয় হ'ল- তাদের কোন ইমাম এই আক্বীদা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করে গেছেন বলে মনে হয় না। যেমন তাদের ইমাম মুঈযুদ্দীন আব্দুল্লাহ তার হুজ্জত কায়েম করেননি তার পিতা মানছূরের দাফনের পূর্বে।[২৬]

চ. ইমামের বয়স :

ইসমাঈলীদের বিশ্বাস অনুযায়ী ইমাম বালক বা কিশোর হ'লে গ্রহণীয় নয়। অবশ্যই ইমামকে সাবালক বয়সের হতে হবে। অথচ তাদের ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল ইবন জা'ফর মাত্র তিন বছর বয়সে ইমামতের আসন অলংকৃত করেন।[২৭]

এভাবে ইসমাঈলীরা নিজেরাই নিজেদের আক্বীদা ও বিশ্বাসকে ভণ্ডুর ও অবাস্তব প্রমাণ করেছে।

(ঙ) মাবদা বা সৃষ্টির শুরু :

ইসমাঈলীরা মনে করে যে, মহান আল্লাহ জ্ঞান দ্বারা সৃষ্টির সূচনা করেছেন।[২৮] ইখওয়ানুছ ছাফারা মনে করে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির সূচনা হয়েছিল জ্ঞান দ্বারা, যা প্রাচুর্যের পথ থেকে উঠে এসেছে। কিন্তু কারমানী, শীরাজী, হারেছী, ছুরী, শিহাবুদ্দীন প্রমুখ আধুনিক দার্শনিকগণ মনে করেন, জ্ঞান আবিস্কার দ্বারা যাত্রা শুরু করেছিল, প্রাচুর্যের পথে নয়।[২৯]

তাদের ঈমান বিধ্বংসী আক্বীদাসমূহ নিম্নরূপ :

১. সিজিস্তানী বলেন, আল্লাহ তা'আলা প্রথম সৃষ্টির মাধ্যমে তার আদেশমালা শুরু করেছেন। তার নাম দিয়েছেন জ্ঞান। সৃষ্টিকর্তা যখন রুবূবিয়্যাত থেকে খালি হয়ে সৃষ্টিজীবের মধ্যে নিজের গুণাগুণ ঢেলে দিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা জ্ঞান ব্যতীত আর কিছু সৃষ্টি করলেন না।[৩০]

আল্লাহ জ্ঞান সৃষ্টি করলেন একবারে, নাকি বারেবারে- এ প্রশ্নের জবাবে তাদের অধিকাংশ বিদ্বান একবারেই সব সৃষ্টিজীব সৃজন করার পক্ষে মত দিয়েছেন। অপরদিকে শীরাজী, কিরমানী, সিজিস্তানীসহ অন্যান্যরা বারে বারে প্রয়োজনানুসারে আল্লাহ সৃষ্টিজীব সৃজন করেছেন বলে মত প্রকাশ করেছেন।

২. হামেদী বলেন, দুনিয়া সৃষ্টি এবং এর পূর্ণাঙ্গতা পেয়েছে একবারে, বারেবারে নয়। দুনিয়ার প্রথম ও শেষ, আবার শেষ ও প্রথম বলে কিছু নেই।[৩১]

৩. বারে বারে সৃষ্টির পক্ষে সিজিস্তানী বলেন, আল্লাহ্র আদেশের প্রথম সৃষ্টি- জ্ঞান। অতঃপর তিনি কলম, আরশ, ভাগ্য, আত্মা ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন।[৩২]

পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন :

ইসমাঈলীদের বিশ্বাস আল্লাহ সর্বপ্রথম জ্ঞান সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তার জ্ঞানের আলোয় অনেক কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং আকৃতি বা চেহারা দান করেছেন ও অদৃশ্য লোকে আরো অনেক কিছু সৃজিত হয়েছে।[৩৩]

ইসমাঈলীরা মূলতঃ এবিষয়ে নিজেরা বিভ্রান্ত হয়েছে এবং অন্যদের বিভ্রান্ত করেছে। কেননা এই আক্বীদা পোষণের ক্ষেত্রে মূলত আধুনিক যুগের দার্শনিকদের পথ অনুসরণ করেছে, যারা বলে, আল্লাহ বলে কিছু ছিলনা। অথচ তাদের কাছ থেকে দ্বীন কেন্দ্রিক কোন কিছুই গ্রহণীয় নয়।[৩৪] মহান আল্লাহ বলেন, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا 'তারা কেন কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? যদি এটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারু নিকট থেকে আসত, তাহলে তারা এর মধ্যে বহু গরমিল দেখতে পেত।[৩৫]

উল্লেখ্য যে, মানুষ ও সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টির ব্যাপারে এ ধরণের চিন্ত াচেতনা আল্লাহ্র কালাম ও তদীয় রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক প্রমাণিত যাবতীয় বর্ণনা পরিপন্থী। কেননা এটি সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ সর্বপ্রথম পানি সৃষ্টি করেছেন। আর এটি এমন একটি সুপ্রসিদ্ধ বিষয় যা শিক্ষিত, অশিক্ষিত ছোট, বড় সকলে ভাল করেই জানে।[৩৬] *(চলবে)*

---

২৩. *তদেব, পৃ. ৬৬৯।*
২৪. *তদেব, পৃ. ৬৬৯।*
২৫. *তদেব, পৃ. ৬৭৪।*
২৬. *তদেব, পৃ. ৬৭৪।*
২৭. *তদেব, পৃ. ৬৭৯।*
২৮. *তদেব, পৃ. ৩৯৮।*
২৯. *তদেব, পৃ. ৩৯৮।*
৩০. *তদেব, পৃ. ৩৯৯।*
৩১. *তদেব, পৃ. ৪০৪।*
৩২. *তদেব, পৃ. ৪০৭।*
৩৩. *তদেব, পৃ. ৪০৯।*
৩৪. *তদেব, পৃ. ৩৯৬-৩৯৭।*
৩৫. *আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত-৪/৮২।*
৩৬. *আল-ইসমাঈলিয়াহ : তারীখ ওয়া আক্বাইদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৮।*

The journey of a Quran memorizer

- Norhafidah R. Moh'd Khalid

Memorizing the Qur-an was a dream come true for me. I've dreamed of memorizing the Qur-an ever since I was a kid. I'm always inspired by those who have memorized the Qur-an by heart, the benefits/rewards I hear from our Islamic scholars, and from what I read on different articles as well, but finding a Halaqah class that doesnt conflict with my class schedule was not easy. I kept on asking other people about a Halaqah class that offers Satuday-Sunday schedule, for thats the only schedule that was convenient for me then. One day, I saw the FB post of Al-Jaariyah Organization Incorporated, offering Halaqah class, and students just have to choose time thats convenient for them. Ahamdulillah. I was so excited upon knowing it. Al-Jaariyah was having an orientation conducted at Mamitua Saber, and that was the time I decided to enroll. I asked for the Sat-Sun class schedule but they had no offered schedule for it. I went home with a heavy heart. I felt like I had no chance of pursuing my dream of becoming a Hafidhah. I kept making Dua that Al-Jaariyah would offer a Sat-Sun class schedule. I messaged the FB account of Halaqah Al-Jaariyah, asking for the Sat-Sun schedule if they could possibly offer it, and Alhamdulillah, Allah granted my prayer. Indeed, never underestimate the power of Dua. I started studying in Al-Jaariyah when I was Grade 10 during our second semester in school. I was taught about Tajweed lessons first, and afterwards, I started memorizing the Qur-an. I really had a hectic schedule when I was a junior high school student, and that's when I realized that every second counts, but in my case, I dealt the challenges I faced through assiduity, patience, determination, and earnest prayers.

My journey in Qur-ān memorization has never been easy. Just like any student or moret memorizing the Qur-an, I also experienced numerous challenges and struggles, for we all have our own battles to deal with, but one thing we shouldn't forget is we should always remember Allāh at all times in all our affairs. Allāh hears our cries. He knows our pains. He sees our struggles. I always adhere to the idea that "If you want to achieve something, work on it. Give your best effort. Hard work surely pays off." Allah knows the efforts exerted by his servants. The efforts one does in doing good deeds are never wasted. I have gone through many challenges in memorizing the Qur-an-there were encounters that let me feel demotivated, while there were challenges that lifted my motivation. Every time I hear of the immense rewards that one gets in reading and memorizing the Qur-an, it awakens my motivation. Some of the things I do when I feel that my motivation weakens are: I seek advice from people who have already memorized the Qur-an; sometimes, I watch Qur-an competitions, and I always read articles tackling about the benefits of reading and memorizing the Qur-an. I would say those are very effective. The most important thing that one should keep in mind is making dua and asking tawfeeq from Allah. How many are those who are blessed with good memory, but they havent dreamed of memorizing the Qur-an. That's one of the reasons why asking tawfeeq from Allah is a need. Along with making Dua, one must take an action as well. If you want to see how willing you are in attaining your goals, look at your efforts. Determination has whispered to me that a willing heart will always find ways amidst the myriad of challenges. Despite the challenges and hardships that I encountered along the way, I chose to continue reaching my goal, for it is one of my greatest dreams in life.

Life has taught us that it is full of struggles-struggles that would make us a loser or a winner. We lose when we give up on them, while we win, when we face them with confidence and belief that we could overcome those struggles. We should just remember that whatever situation we are in, or no matter how tough the situation is for us, we should just rely on Allāh and always seek His assistance. Life is a wave. We'll experience ups and downs, but the real challenge is how we'll face and handle a certain situation. Be wise in handling any kind of situation by following what Allah says in the Qur-ān from Sūrah Al-Baqarah, Al-Āyah 153, in which part of its translation says: "Oh you who

[বাকী অংশ ৫৬ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

বিশ্ব নেতৃত্ব ও মুসলিম সমাজ

- ড. মুখতারুল ইসলাম

বর্তমান পৃথিবীতে অনেক মুসলিম দেশ। সংখ্যার বিবেচনায় মুসলমানরা দ্বিতীয় বৃহত্তর জনগোষ্ঠী। ২০৫০ সালে সর্ববৃহৎ জনগোষ্ঠী হিসাবে মুসলমানদের উত্থান হতে যাচ্ছে। বিভিন্ন রিসার্চ সেন্টারের তথ্যমতে হু হু করে মুসলিম সংখ্যা বেড়েই চলেছে। পাশ্চাত্যে মুসলিম সংখ্যা ঈর্ষণীয় গতিতে বাড়ছে। সংখ্যা, রাষ্ট্র, অর্থ ও সামর্থের বিচারে মুসলমানগণ দুর্বল জাতি এ কথা বলার জো নেই। মুসলমানদের সব থাকলেও, যে জিনিসটি নেই তা হলো বিশ্ব নেতৃত্ব ও উম্মাহকেন্দ্রিক বিশ্বভ্রাতৃত্ব। আজ কোটি কোটি মুসলমান আছে যাদের অন্তরে উম্মাহকেন্দ্রিক ভালবাসা নেই; দরদ নেই। তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতভিত্তিক ঈমানের ভিত্তিতে যে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর পরিচয়, পরিচিতি; সেই মুসলমানদের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক আজ বড় দুর্বল। বিশেষতঃ মুসলিম শাসকবৃন্দ সবাই আপন স্বার্থের জালে প্রগাঢ়ভাবে বন্দী। তারা আজকের দুনিয়ায় ক্ষমতা, দুর্বৃত্তায়ন আর লুটপাটের রাজনীতিতে মাতোয়ারা। একদিন ইসলাম ও মুসলমানের চিরন্তর আদর্শের কাছে পুরো পৃথিবী শির লুটিয়েছিল। এই কালজয়ী আদর্শ সারা দুনিয়া শাসন করেছিল। পৃথিবীর অর্থনীতি, রাজনীতি, ক্ষমতা সবকিছুই একদিন মুসলিম বিশ্ব কেন্দ্রিক আবর্তিত হত। এ যুগের মুসলিম জনসংখ্যা ও সম্পদের তুলনায় তখন কিন্তু তারা উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই ছিল না। শুধু আদর্শিক দৃঢ়তা ও উম্মাহকেন্দ্রিক বিশ্বভ্রাতৃত্বই তাদেরকে এতদূর এগিয়ে দিয়েছিল।

বর্তমানে বিশ্বপরিচালনার মঞ্চে মুসলমানদের উপস্থিতি নেই। আজকে মুসলিম নেতারা অনৈতিকতা, গুন্ডামীপনা, চৌর্যবৃত্তি, দুর্বৃত্তায়নের ধ্বজাধারী বিশ্ব নেতাদের তোষামোদী ও পা চাটায় ব্যস্ত। বর্তমান বিশ্ব নেতারা মিথ্যা বলার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। সদ্য বিদায়ী আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ব্যাপারে 'দ্য হিল'-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'ট্রাম্প তিন বছরে প্রকাশ্যে যেসব কথা বলেছেন তার মধ্যে ১৬ হাজার ২৪১টি কথা মিথ্যাচার, অবাস্তবতা ও বিভ্রান্তিতে ভরপুর'। অথচ মুসলমান নেতারা এ সমস্ত মিথ্যুক নেতাদের কাছ থেকে জ্ঞান নেয়। তাদের নেতৃত্বের কাছে সবকিছু জলাঞ্জলি দিতে কছুর করে না। এসব মিথ্যুকদের তারা সবকিছুতেই সেরা মনে করে। ফলে পৃথিবীর অনেক দুর্বল শক্তিও মুসলমানদের নছীহত করে, জ্ঞান দেয়, মুসলমানদের মানবাধিকার শিক্ষা দেয়।

আজ যখন আমরা মুসলিম পূর্বপুরুষদের অনেক রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন দেশের স্বাধীনতা ভূলুণ্ঠিত হতে দেখি। মধ্যপ্রাচ্যের ফিলিস্তীন, সিরিয়া, ইয়ামনের মত জনপদের মুসলিম ভাইদের দুঃখগাথা দেখি। সর্বত্র মুসলিমদের রক্তের হোলিখেলা দেখি, তখন হৃদয়টা দুমড়ে-মুচড়ে যায়।

প্রাচীন সভ্যতার পাদপীঠ ও নবী-রাসূলের স্মৃতিবিজড়িত পুণ্যভূমি শাম তথা সিরিয়া ও ইয়ামন আজ মৃত্যুপুরী। এই শাম বা সিরিয়া সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, طُوبَى لِلشَّامِ. قُلْنَا: لِأَيٍّ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِأَنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَنِ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا 'শামের (সিরিয়া) জন্য কতই না কল্যাণ! আমরা (ছাহাবাগণ) বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! তা কেন? তিনি বললেন, যেহেতু দয়াময় আল্লাহ্র ফিরিশতা তার উপরে ডানা বিছিয়ে আছেন'।[১]

রাসূল (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى شَامِنَا وَفِى يَمَنِنَا قَالَ قَالُوا وَفِى نَجْدِنَا قَالَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى شَامِنَا وَفِى يَمَنِنَا. 'হে আল্লাহ! আমাদের শামে (সিরিয়া) ও ইয়ামনে বরকত দান করুন। লোকেরা বলল, আমাদের নজদেও। তিনি পুনরায় বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের শাম দেশে ও ইয়ামনে বরকত দান করুন'।[২]

রাসূল (ছাঃ)-এর দো'আপ্রাপ্ত বরকতময় দেশ সিরিয়ায় আমেরিকান, ইস্রাইলী, ব্রিটিশ, ফরাসী, জার্মান এমনকি সুইডিশ যুদ্ধবিমানগুলো পাল্লা দিয়ে নির্বিচারে বোমাবর্ষণ করেছে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য। নীচে হিযবুল্লাহ আর শী'আ মিলিশিয়ারা হন্যে হয়ে ছুটেছে সুন্নী মিলিশিয়াদের হত্যা করতে। এই যুদ্ধ সিরিয়ার সার্বভৌমত্ব রক্ষার যুদ্ধ বলে মনে করা হলেও মূলত এটি বিদেশীদের স্বপ্নের বৃহত্তর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ। মার্কিন-ইঙ্গ-ফরাসীদের কাছে এটি ইসরাঈলের অস্তিত্ব চিরকালের জন্য নিষ্কণ্টক করার যুদ্ধ।

অন্যদিকে ইরান রাজনৈতিক কূটচালের মাধ্যমে পাশের দেশ ইরাককে নিজেদের কব্জায় নেওয়ার পর তার শ্যেন দৃষ্টি এখন ইয়ামেনের দিকে। সেখানে তারা শী'আ হুতী মিলিশিয়াদের দিয়ে ইয়ামনের পবিত্র অঙ্গনকে অপবিত্র করতে সাধারণ জণগনের উপর যুলুমের স্টিম রোলার চালাচ্ছে।

এসবই মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্রে আরেকবার ছুরি চালানোর জন্য বিদেশী বেনিয়াদের লড়াই। দ্বিতীয় ফিলিস্তীন বানানোর

১. *আহমাদ হা/২১৬০৬; তিরমিযী হা/৩৯৫৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫০৩; মিশকাত হা/৬২৬৪।*
২. *বুখারী হা/১০৩৭; তিরমিযী হা/৩৯৫৩; মিশকাত হা/৬২৬২।*

চক্রান্ত। এভাবে সিরিয়া যুদ্ধের প্রভাব পড়ছে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে। প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বার্থে খেলছে। যেভানে প্রতিনিয়ত শত্রু-মিত্রের সংজ্ঞা পরিবর্তিত হচ্ছে। মাঝখানে বলির পাঁঠা হচ্ছে সিরিয়ার নিরীহ জনগণ। কেন তিন ভাগের এক ভাগ সিরিয়াবাসীকে দেশ ছেড়ে পালাতে হ'ল? ছয় লাখ সিরিয়াবাসী কাদের হাতে বলি হ'ল?

পশ্চিমা ও মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক থিংকট্যাংকগুলোর তথ্য মতে, সিরিয়া সঙ্কটের জন্য মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা বিশ্ব সবচেয়ে বেশী দায়ী। আমেরিকার ক্ষমতার পালাবদলে বিশ্ববাসী শান্তির নিঃশ্বাস ফেলতে চাইছে। ভেবেছে মিথ্যুক শাসকদের অধ্যায় শেষ। কিন্তু বাস্তবে তা নয়, বর্তমান বিশ্বমোড়ল আমেরিকার মসনদের আশেপাশে যুদ্ধবাজ নেতাদের

আনাগোনা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বর্তমান আমেরিকার প্রশাসন দেখলে যে কারো যুদ্ধবাজ নেতা জর্জ ডব্লিউ বুশ, বারাক ওবামার মত কোটি কোটি মুসলিম হত্যাকারীদের প্রতিচ্ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠবে। ২০১১ সালে আরব বসন্তের শুরু থেকেই তারা গণবিপ্লবের পক্ষে ছিল না। যখন দেখল মিসরের হোসনি মোবারক আর তিউনিসিয়ার বেন আলীর টিকে থাকা সম্ভব নয়, তখন বিপ্লবের পক্ষে মেকি সমর্থন ব্যক্ত করে। পশ্চিমাদের দ্বৈত রাজনীতির ভয়ঙ্কর দিক হচ্ছে। তারা দুর্বল আর অকেজো মিত্রকে যে কোন সময় বলি দিতে কার্পণ্য করে না এবং সঙ্কটের সময় সব পক্ষের ওপর প্রভাব ধরে রাখে, যাতে ঘটনা যে দিকেই মোড় নিক তাদের স্বার্থ যেন অক্ষুণ্ন থাকে।

ইসরাইলের সুরক্ষা নিশ্চিত করা তো আছেই, তার ওপর পশ্চিমা জোটের পরিকল্পনা ছিল আরো গভীর ও সুদূরপ্রসারী। মূলতঃ দু'টি লক্ষ্য নিয়ে তারা অগ্রসর হয়। প্রথমতঃ তুরস্ক-সঊদী প্রভাবাধীন সুন্নী রাষ্ট্রগুলোকে ধ্বংস করা। অথবা যতটুকু পারা যায় দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় করা। এর বিপরীতে ইরানের নেতৃত্বাধীন শী'আ জোটকে শক্তিশালী করা এবং মধ্যপ্রাচ্যে শী'আ জোট আর সুন্নী জোটের মধ্যে শক্তির ব্যবধান কমানো, যাতে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা যায়। দ্বিতীয়তঃ মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্রে আরেকবার ছুরি চালানো। তাই তুরস্ক ভেঙ্গে কুর্দিস্তান, ইরাককে তিন টুকরা, সিরিয়াকে ভেঙে নতুন নতুন রাষ্ট্রের জন্ম, লিবিয়াকে সুদানের মত ভেঙ্গে খান খান করা, সঊদী আরবকে টুকরা টুকরা করা, বাহরাইন, কাতার, দুবাই এবং ইয়েমেনে বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয়া- এ সবই তাদের সুদূরপ্রসারী চক্রান্তের অংশ মাত্র। এভাবেই ইসরাইল আর পশ্চিমারা ভাঙাগড়ার এক ভয়ঙ্কর খেলায় মেতেছে।

এরই ধারাবাহিকতায় অনেক রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশও আন্তর্জাতিক চক্রান্তের শিকার। 'জীব হত্যা মহা পাপ'-এর ধ্বজাধারী বিশ্ব নেতারা রোহিঙ্গা শরণার্থীর ঢল নামিয়ে গরীব একটি রাষ্ট্রকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়ে, সবকিছু স্তব্ধ করে দেওয়ার নীলনকশা বাস্তবায়নে কছুর করেনি। মোদ্দাকথা হলো প্রতিটি মুসলিম ও ইসলাম তাদের মূল টার্গেট। এজন্য তাদের যা যা দরকার, তা-ই করে চলেছে।

বস্তুত কাফির-মুশরিক সকলে তাদের স্ব স্ব স্বার্থে এক ও ঐক্যবদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ 'আর যারা অবিশ্বাসী তারা পরস্পরের বন্ধু। এক্ষণে তোমরা যদি (মুমিনদের মধ্যে বন্ধুত্বের) বিধান কার্যকর না কর, তাহলে যমীনে ব্যাপকভাবে বিশৃংখলা ও বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়বে' *(আনফাল ৮/৭৩)*। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, الْكُفْرُ كُلُّهُمْ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ 'অবিশ্বাসীরা জাতিগোষ্ঠীই এক'।[৩]

এখন মুসলমানদের বড় প্রয়োজন বিশ্বভ্রাতৃত্ব। মুসলমানদের বিশ্বভ্রাতৃত্ব আল্লাহ্‌র দেয়া অনেক বড় নে'মত। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা সেই নে'মত থেকে আজ বঞ্চিত। পৃথিবীর সমস্ত কিছু দিয়েও এই ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলা সম্ভব না, যদি না তিনি মেহেরবাণী করে মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক এই সুসম্পর্ক তৈরী করে দেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 'তিনি তাদের অন্তরসমূহে পরস্পরে প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন। যদি তুমি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ ব্যয় করতে, তবুও তাদের অন্তর সমূহে ভালোবাসা সৃষ্টি করতে পারতে না। কিন্তু

৩. *আল-আছারু লি আবী ইউসুফ ১/১৭১ পৃ.।*

আল্লাহ তাদের মধ্যে পরস্পরে মহব্বত পয়দা করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়' *(আনফাল ৮/৬৩)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ والحُمَّى. 'মুমিনদের একে অপরের প্রতি সম্প্রীতি, দয়া ও মায়া-মমতার উদাহরণ (একটি) দেহের মত। যখন দেহের কোন অঙ্গ পীড়িত হয়, তখন তার জন্য সারা দেহ অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়'।[৪]

রাসূল (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا 'একজন মু'মিন আরেকজন মু'মিনের জন্য ইমারততুল্য, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে থাকে। এই বলে তিনি এক হাতের আঙুল অপর হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবেশ করালেন'।[৫]

প্রকৃতপক্ষে মুসলিম ভ্রাতৃত্ব একটি দেহ বা বিল্ডিংয়ের মত। সকল মুসলমান ভাই ভাই। যে ভ্রাতৃত্বকে কোন বর্ণ, জাতি, দেশ ও কাল পৃথক করতে পারে না। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 'তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে ধারণ কর এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্র সেই নে'মতের কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তর সমূহে মহব্বত পয়দা করে দিলেন। অতঃপর তোমরা তার অনুগ্রহে পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা অগ্নি গহ্বরের কিনারায় অবস্থান করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে সেখান থেকে উদ্ধার করলেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় আয়াতসমূহ ব্যাখ্যা করেন, যাতে তোমরা সুপথপ্রাপ্ত হও' *(আলে-ইমরান ৩/১০৩)*।

আজও আমরা মনের দিক দিয়ে হাযারো প্রকারে বিভক্ত। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই পারেন এই উম্মাহ্র মাঝে আবারো সেই ঈমানী ভ্রাতৃত্ব তৈরী করে দিতে। তিনিই পারেন অনৈক্যের সকল বীজ উপড়ে ফেলতে। যাদের মধ্যে সামান্য ঐক্যের চেতনা আছে তাদের উচিত মহান আল্লাহ্র কাছে উম্মতের ঐক্যের জন্য মনেপ্রাণে দো'আ করা। নিজেদের মধ্যকার সকল অনৈক্যের উৎসগুলো সরিয়ে ফেলা।

কাফির-মুশরিক ও অবিশ্বাসীদের ব্যাপারে মুসলমানদের সামনে দু'টি রাস্তাই খোলা রয়েছে, হয় মুসলমানরা তাদের মনিব হবে, নতুবা কুকুরের ন্যায় তাদের হাতে লাঞ্ছিত হবে। কাফির-মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের সমতাপূর্ণ বন্ধুত্বের সম্পর্ক কখনোই সম্ভব নয়।

আজ মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে ঈমানী ঐক্য গড়ে তোলা ও উম্মাহ চেতনাসম্পন্ন যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজন। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, আমরা পারছি না। দিন দিন আমরা দুর্বল হচ্ছি। আর শত্রুরা আমাদের এই অনৈক্যের সুযোগ নিচ্ছে। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার রহমত ও করুণার ছায়ায় আশ্রয় দাও। আমাদের মাঝে মযবুত দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে দাও এবং যোগ্য নেতৃত্বের অধীনে পুরো মুসলিম উম্মাহকে একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ কর-আমীন!

[[লেখক : সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

৪. বুখারী হা/৬০১১; মিশকাত হা/৪৯৫৩।
৫. বুখারী হা/৪৮১; মিশকাত হা/৪৯৫৫।

লেখা আহ্বান

ইসলামের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে চলেছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র **'তাওহীদের ডাক'**। সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক, ছাত্র ও লেখকদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

-সহকারী সম্পাদক

প্রচলিত বিদ'আতী যিকর : একটি পর্যালোচনা

- মূল (ফার্সী): মুফতী ফয়যুল্লাহ ফয়যী

*[মুফতী ফয়যুল্লাহ ফয়যী (৮৬) বাংলাদেশে হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ একজন আলেম। এদেশের হানাফীগণ তাকে তাদের আকাবীর হিসাবে সম্মান দিয়ে থাকেন। তিনি ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার অন্তর্গত মেখল গ্রামে পিতা মুন্সি হেদায়েত আলী চৌধুরী ও মাতা রহিমুন্নেসার কোল আলো করে জন্মগ্রহণ করেন। ফয়যুল্লাহ দারুল উলুম হাটহাজারী মাদরাসা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা এবং ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে উচ্চতর শিক্ষা সমাপন করেন। কর্মজীবনে তিনি দীর্ঘ ৩০ বছর হাটহাজারী মাদরাসায় অধ্যাপনা করেন। শেষ বয়সে নিজের প্রতিষ্ঠিত হাটহাজারীর মেখলস্থ 'হামিউস সুন্নাহ মাদরাসা'য় আমরণ পাঠদানে নিয়োজিত থাকেন। তিনি ছোট-বড় প্রায় ২০০টি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে ২১টি ফারসী ভাষায় এবং অবশিষ্টগুলো বাংলা, উর্দু ও আরবী ভাষায় রচিত। তাকে মুফতী-এ-আযম (শ্রেষ্ঠ মুফতী) উপাধীতে ভূষিত করা হয়। তিনি ১৯৭৬ সনের ৭ই অক্টোবর ৮৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। মুফতী ফয়যুল্লাহ হানাফী সমাজে প্রচলিত অনেক বিদ'আতের বিরুদ্ধে বক্তব্য ও লেখনীর মাধ্যমে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। শিরক ও বিদআ'তের বিরুদ্ধে তাঁর এই আপোষহীন অবস্থান বর্তমান সময়ের হানাফী আলেমদের মধ্যে দেখা যায় না বললেই চলে। তিনি প্রচলিত সূফীবাদী যিকিরের বিরুদ্ধে ফার্সী ভাষায় **'আল কুওলুস সাদীদ ফী হুকমিল আহ্ওয়ালি ওয়াল মাওয়াজিদ'** শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। যেটা তাঁর **'মাজমুয়ায়ে রাসায়েলে ফাইযিয়া'** নামক প্রবন্ধ সংগ্রহ বইয়ে সংকলিত হয়েছে। প্রবন্ধটির গুরুত্ব বিবেচনায় আমরা প্রবন্ধটির বাংলা অনুবাদ **'প্রচলিত বিদআতী যিকির : একটি পর্যালোচনা'** শিরোনামে পত্রস্থ করছি। ফার্সী থেকে বঙ্গানুবাদ করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সী বিভাগের শিক্ষার্থী **আব্দুর রঊফ**।- **নির্বাহী সম্পাদক**]*

হামদ ও ছানার পর জেনে রাখা উচিত যে, এই ফিতনার যুগে অধিকাংশ যিকিরকারী এবং সূফী সাধকদের মধ্যে একটি তরীক্বার প্রচলন ও প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। আর তা হ'ল- ওয়াযের মাহফিল এবং অন্যান্য মজলিসে যখন আবেগপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করা হয় অথবা ইশকের কবিতা পড়া হয়; তখন আবেগতাড়িত হয়ে অনেকেই চিৎকার করে, কেউ কেউ যমীনে আছড়ে পড়ে ঘুরতে থাকে, হাত-পা ছুড়াছুড়ি করে; এমনকি অনেকে বেহুশ হয়ে যায়। এগুলো নিঃসন্দেহে নিন্দনীয় ও সুন্নাত পরিপন্থী। ছাহাবী-তাবেয়ী, আইম্মায়ে মুজতাহেদীন এবং সালাফে সালেহীনদের রীতিবিরোধী। স্বেচ্ছায় নিজেকে কষ্ট দিয়ে এরকম ভান করা হারাম। এ ধরণের মন্দ কাজ যারা করে তারা নিঃসন্দেহে গুণাহ্গার। রাসূল (ছা:)- এর পাক পবিত্র মজলিসে এরূপ কিছুই ছিল না। শামায়েলে তিরমিযীর ২৪ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, و كان مجلسه مجلس علم و حياء و صبر و امانته لا ترفع فيها لاصوات 'রাসূল (ছা:)-এর বৈঠক ছিল ইলম (জ্ঞান), হায়া (লজ্জা), ছবর (ধৈর্য) ও আমানতের (বিশ্বস্ততার) বৈঠক। সেখানে কোন উচ্চবাচ্য বা আওয়াজ হ'ত না।' একই গ্রন্থের ২৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে- 'আর যখন তিনি বক্তব্য দিতেন তখন সকলেই তাঁর কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতেন। দেখে মনে হ'ত যেন তাঁদের মাথায় পাখি বসে আছে।' যেমনটি মিশকাতে বারা ইবনু আযেব (রা.) হ'তে বর্ণিত আছে, 'নবী (ছা:) বসলেন, আমরাও তাঁর চারপাশে বসলাম। মনে হ'ল আমাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে।'[১]

হ্যাঁ, অন্তর নরম করা বিষয়গুলো বর্ণনা করার সময় শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যাওয়া, কান্না করা এবং অন্তর থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া অবশ্যই প্রশংসনীয় ও নেকীর কাজ, যা সালাফে ছালেহীনদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। কুরআন ও সুন্নাহ তার দলীল বহন করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ 'আল্লাহ সর্বোত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব নাযিল করেছেন। যা পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পুন:পুন: পঠিত। এতে তাদের দেহ চর্ম ভয়ে কাটা দিয়ে ওঠে, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে। অতঃপর তাদের দেহ মন আল্লাহর স্মরণে বিনীত হয়।'[২]

ইরবাজ ইবনু সারিয়া (রা:) হ'তে বর্ণনায় এসেছে, 'তিনি (ছা.) আমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ ওয়ায করলেন। তাতে আমাদের চক্ষু হ'তে অশ্রু প্রবাহিত হ'ল এবং অন্তরসমূহ ভীত হ'ল।'[৩]

আয়াতে কারীমা থেকে দেহ ও মনে ভীতির সঞ্চার হওয়া প্রমাণিত হয়। কিন্তু ছুটাছুটি করা, চিৎকার করা, মাটিতে পড়ে আছড়ানো প্রমাণ হয় না। ইমাম শাত্বেবী (রহ.) আল ই'তিছাম গ্রন্থে লিখেছেন-

والذي يظهر في التواجد ما كان يبدو على جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو البكاء واقشعرار الجلد التابع للخوف الآخذ بجامع القلوب الىٰ ان

১. *আহমাদ, মিশকাত হা/ ১৬৩০*
২. *সূরা যুমার-২৩*
৩.আবু দাউদ হা/ ৪৬০৭, আহমাদ হা/ ১৭১৮৫

قال فليس في ذلك صعق ولا صياح ولا شطح ولا تغاش مستعمل ولا شيء من ذلك الىٰ ان قال مر ابن عمر برجل من أهل العراق ساقط والناس حوله، فقال: ما هذا؟ فقالوا: إذا قرئ عليه القرآن أو سمع اللّٰه يذكر؛ خر من خشية اللّٰه قال ابن عمر: واللّٰه إنا لنخشى اللّٰه ولا نسقط! وهذا إنكار-

অন্তরে বিমোহিত ভাব সৃষ্টির অর্থ যেটা কিছু ছাহাবীর আচরণ থেকে বোঝা যায় তা হ'ল, কান্না, অন্তঃপ্রাণজুড়ে আল্লাহভীতি জনিত কারণে শরীর প্রকম্পিত হওয়া। এতে বেহুশ হয়ে যাওয়া, চিৎকার করা, লাফালাফি করা বা তথাকথিত হাল হওয়া ইত্যাদি কিছুই ছিল না। তিনি আরো বলেন, একবার ইবনু উমার এক ইরাকী ব্যক্তিকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন যে মাটিতে পড়ে ছিল। লোকেরা তাকে ঘিরে ধরেছিল। ইবনু উমার জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি? লোকেরা বলল, যখন তার সামনে কুরআন পড়া হয় বা আল্লাহর যিকির করা হয়, তখন সে আল্লাহর ভয়ে পড়ে যায়। তখন ইবনু উমার বললেন, আল্লাহর কসম আমরা অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করতাম, কিন্তু এভাবে উল্টে পড়তাম না। এটা ছিল তাঁর পক্ষ থেকে এই কাজের ব্যাপারে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন।

তিনি আরো উল্লেখ করেন, আনাস ইবনু মালেক (রা.) হ'তে বর্ণিত- أنه سئل عن القوم يقرأ عليهم القرآن فيصعقون.فقال ذلك فعل الخوارج! 'তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল এমন এক জাতি সম্পর্কে যাদের সামনে কুরআন পাঠ করা হলে বেহুশ হয়ে যেত। তিনি বললেন এগুলো খারেজীদের কাজ।'[৪]

অতঃপর তিনি উল্লেখ করেন যে, 'যেমন ওয়ায-নছীহতের সময় অধিকাংশ অশিক্ষিত লোকেরা চিৎকার করে, হর্ষধ্বনি করে এবং বেহুশ হয়ে যায়। এগুলো শয়তানের পক্ষ থেকে হয় এবং শয়তান তাদের সাথে খেলা করে। এসব বিদ'আত ও পথভ্রষ্টতা।'[৫]

হালওয়ানী বলেন, 'আমাদের যুগের ছূফীদের কথা শোনা ও লাফালাফি করা হারাম। সেদিকে যাওয়ার ইচ্ছা করা যাবে না এবং সেখানে বসাও যাবে না। এগুলো গান-বাজনা এবং শয়তানের বাঁশী।'[৬]

'কুরআন তেলাওয়াতের সময় বেহুশ হয়ে যাওয়া মাকরূহ। কেননা এটি রিয়ার অন্তর্ভুক্ত এবং শয়তানের কাজ। এ ব্যাপারে ছাহাবী, তাবেয়ী ও সালাফে সালেহীনগণ কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।'[৭]

'আমাদের যামানার ছূফীরা যা করে তা হারাম। সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করা বা বসাও জায়েয নয়। এরূপ তাদের পূর্ববর্তীরাও করেননি।'[৮]

এই সমস্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, এ বিষয়গুলো বিদ'আত, বাতিল এবং ভ্রষ্টতা। হক্বপন্থী সালাফে ছালেহীন তাঁদের যামানায় এ ধরণের পাপ কাজে লিপ্ত হননি। বরং তা খারেজী এবং বিদ'আতীরা করতো। ঐ যে আসমা (রা.)-এর হাদীছ যেটা বুখারী ও মিশকাতে এসেছে যে, একবার রাসূল (ছা.) ফিতনা ও ক্বরের আযাব সম্পর্কে বর্ণনা করছিলেন; ঐ সময় ছাহাবায়ে কেরাম ভীত-সন্ত্রস্তের চূড়ান্ত অবস্থায় উচ্চস্বরে আওয়াজ (কান্না) করতে লাগলেন। সে হাদীছ এ যামানায় এসে এ ধরণের নোংরা আমল ও কদর্য কাজ জায়েয হওয়ার দলীল বহন করে না। কেননা এই বিষয়টি হঠাৎ ঘটেছিল এবং সেই যামানায় চালু থাকা কোন অভ্যাসগত আমল ছিল না। তারপরেও সেটি রাসূল (ছা.)-এর হাদীছ ও ক্বরের আযাবের কথা শুনে ঘটেছিল। কোন মধুর সুরে গাওয়া কবিতা শুনে নয়। সুতরাং ঐ আমলটির সাথে বর্তমান সময়ের কোন সম্পর্ক নেই। কবি বলেন,

بیں تفاوت رہ کز کجاست تا بہ کجا

چراغ مردہ کجا شمع آفتاب کجا

দেখ, পথের দূরত্ব কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যায়!

কোথায় মৃত প্রদীপ আর কোথায় উজ্জ্বল রবি!

যদি ছূফীদের মধ্য থেকে এ ধরণের বিষয় প্রকাশিত হয় অথবা তাদের কেউ মাহফিল ও মজলিসে এমন আমল নিয়ে আসে তবে সেটিও দলীল হয়ে যায় না। ছূফীদের আমল কোন কিছুকে জায়েয করার দলীল নয়। আমরা তাদের অনুসরণ করি না বরং নবী কারীম (ছা.), ছাহাবী ও তাবেয়ীদের অনুসরণ করি। কেননা হাদীছে এসেছে, 'তোমরা আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে।'

অন্য হাদীছে এসেছে, 'সর্বোত্তম যুগ হ'ল আমার যুগ, অতঃপর যারা তাঁদের নিকটবর্তী, অতঃপর যারা তাঁদের নিকটবর্তী, অতঃপর যারা তাঁদের নিকটবর্তী।'[৯]

এ হাদীছগুলো উপরোক্ত কথার দলীল বহন করে। হযরত মুজাদ্দেদ আলফে সানী (রহ.) তাঁর মাকতুবাত কিতাবের এক জায়গায় লিখেছেন, 'ছূফীদের আমল হালাল-হারামের সনদ নয়। এখানে আবু হানীফা (রহ.), আবু ইউসুফ (রহ.) এবং মুহাম্মাদ (রহ:)-এর কথা ও কর্ম নির্ভরযোগ্য। আবু বকর শিবলী ও আবুল হাসান নূরীর কথাও নয়।'[১০]

---

৪. ইবনু বাত্তাহ, আল-ইবানাহ, হা/১৫৩।
৪. আশ-শাত্বেবী, আল-ইতিছাম, ১/৩৫২।
৫. আলমগীরী, কিতাবুল কারাহাত, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১১০।
৬. আলমগীরী,পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৯১।

৭. শামী, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৩০৬।
৮. দিওয়ানে হাফিয, গজল-২।
৯. মুসলিম হা/২৫৩৩।

অন্য জায়গায় লিখেছেন, 'বর্তমান সময়ের ছূফীরা যদি সুবিচার করে ইসলামের দূর্বলতার দিকে লক্ষ্য রাখতো এবং মিথ্যা প্রসারিত হওয়ার দিকে লক্ষ্য করত তাহলে কখনো সুন্নাতের বিপরীতে তাদের পীরদের তাক্বলীদ করত না এবং শায়খদের আমলের বাহানায় নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ে অভ্যস্ত হত না। সুন্নাতের অনুসরণ অবশ্যই নাজাতের মাধ্যম, ফলপ্রসূ, কল্যাণকর এবং বরকতময়। অপরদিকে সুন্নাতের বিপরীতে তাক্বলীদ ভয়াবহ এবং ধ্বংসের কারণ।'[১১] 'সৌভাগ্যবান তো সেই ব্যক্তি যে, এই যামানায় পরিত্যক্ত সুন্নাতকে জীবিত করে এবং প্রচলিত বিদ'আতকে ধ্বংস করে।'

'মা লা বুদ্দামিনহু' কিতাবের ৯ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, 'কারও কথা ও কর্ম যদি রাসূল (ছাঃ)-এর কথা ও কর্মের চুল পরিমাণ বিরোধী হয়, তবে তা অবশ্যই বর্জন করা উচিত। যদিও এগুলো মানুষকে বিশেষত: অসচেতন মূর্খদের পথভ্রষ্টতার অতল তলে এবং হাবিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। কারণ তারা এই বিষয়কে মুখ্য উদ্দেশ্য এবং পূর্ণতা ও সম্মান লাভের বড় মাধ্যম হিসেবে ধারণা করে (অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য হাছিল হবে বলে মনে করে)। বরং সাধারণ মানুষ এর থেকে দূরে রয়েছে। অনেক বিশেষ ব্যক্তিরাও এগুলোকে (আল্লাহর কাছে) উচ্চ মর্যাদা লাভের মাধ্যম ধারণা করে। সুন্নাতের অনুকরণ ও শরীআ'তের অনুসরণ যে প্রকৃত উদ্দেশ্য পূরণ করে, আসলে সে বিষয়ে তাদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। মানুষের প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বিপরীত বিষয়কে কাঙ্খিত মাকছাদ অর্জনের মাধ্যম মনে করা এবং প্রকৃত মাকছাদ সম্পর্কে না জানা যে কত বড় পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহী তা ছোট-বড় কারও কাছেই গোপন নয়। তাদের বিশ্বাস রাখা উচিত যে, শরীআতের আনুগত্য ও সুন্নাতের অনুসরণই প্রকৃত মর্যাদা ও মানবসৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের মাধ্যম (আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম)। ইবাদতে ইখলাছ অর্জন করা, দুনিয়া ও তার মধ্যস্থ সবকিছু থেকে বিমুখ হওয়া এবং পরকালীন চিন্তায় বিভোর হওয়ার গুঢ় অর্থ যদি কেউ হাছিল করতে পারে, তবে সে-ই বড় কামেল, যদিও তার কাছ থেকে কোন প্রকার কাশফ-কারামত প্রকাশ না পায়। আর যদি কেউ এই গুঢ় অর্থ হাছিল করতে না পারে তবে সে কখনো কামেল ও বুযুর্গ নয়, যদিও তার থেকে হাযারটা কাশফ-কারামত প্রকাশ পায়। বরং মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রহ.) এটাকে কল্পনা ও খেয়াল খুশির অনুসরণ বলেছেন। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ জ্ঞান ও মারেফত ছূফীদেরকে কিছু সময়ের জন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথ দেখায় বটে; কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছে দেয় না। বরং এসব খেয়াল ও কল্পনা তরীকতের প্রাথমিক অবস্থার উপর প্রশিক্ষণ দেয় যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়।' এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, তারা তরীকতের প্রাথমিক অবস্থায় থাকে, পূর্ণতার স্তরে পৌঁছায় না। কিছু বুযুর্গানে দ্বীন ও তরীকতের আকাবির মনছূর হাল্লাজের ব্যাপারে বলেছেন যে, মনছূর তরিকতের এক ফোঁটা পানি খেয়েছে মাত্র; কিন্তু হজম করতে পারেনি। এখানে মারেফাত অর্জনে অনেক বড় ব্যক্তি রয়েছেন যারা পুরা দরিয়ার পানি পর্যন্ত পান করে ফেলেন, কিন্তু ঢেকুর তোলেন না।

যাদের দূরদর্শিতা কম তারা প্রাথমিক অবস্থাকেই প্রধান ও মোক্ষ বলে মনে করে এবং মারেফতের মুশাহাদা ও তাজাল্লিয়াতকেও আসল উদ্দেশ্য ভাবে। এই কারণে তারা কল্পনা ও খেয়ালের জেলখানায় বন্দি হয়ে যায় এবং শরীআতের পূর্ণতা লাভ থেকে বঞ্চিত থাকে। অন্য জায়গায় লিখেছেন যে, 'প্রাথমিক স্তরে ও মধ্যবর্তী স্তরে ইশক ও মোহাব্বতের অর্থ আল্লাহ পাকের সত্ত্বা ব্যতীত আর সবকিছুর সাথে যাবতীয় সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা। এখানে ইশক ও মোহাব্বতই মূল উদ্দেশ্য বা গন্তব্য নয়।

শত আফসোস এই যামানার মানুষদের অবস্থার উপর, যারা তাদের পীর ও শায়েখদের উদ্ভাবিত আমলের প্রতি আকৃষ্ট ও মোহিত হয়ে আছে এবং নবী (ছাঃ)-এর সুন্নাত ও শিক্ষা এবং হাদীছে বর্ণিত দোয়া থেকে বিমুখ। তারা যে পরিমাণ বিদআতী বা নব উদ্ভাবিত বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করে, তার দশ ভাগের এক ভাগও নাবী (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া সুন্নাতের প্রতি করে না। এসব কাজের যুক্তদের অধিকাংশ অনুসারীদের দেখা যায় যে, তারা শরীআ'তের অনুকরণ, সুন্নাতের অনুসরণ, হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেয় না। অথচ এই জিনিসগুলোই প্রকৃত উদ্দেশ্য ও কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের বড় মাধ্যম। কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন ও আত্মীক পরিশুদ্ধিতা যা দুনিয়া বিমুখতার দ্বারা আখিরাতের পথে ধাবিত করে, ইবাদতের স্বাদ আস্বাদন, আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের আনুগত্য, ইহসানের স্তরে পৌছানো ইত্যাতি বিষয় কখনো এই নতুন উদ্ভাবিত বিদআ'তী আমলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে অর্জন করা সম্ভব নয়; বরং সুন্নাতের আনুসরণ এবং হাদীছে বর্ণিত দো'আ ও অযীফার উপরে কায়েম থাকার মাধ্যমেই এইসব জিনিস অর্জিত হয়। কেননা সালাফে ছালেহীন এবং ফকীহ ও মুজতাহীদগণ এই পদ্ধতি অবলম্বন করেই সফলতা অর্জন করেছিলেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, হাদীছে বর্ণিত পথটি নির্ভেজাল এবং মযবুত, যে পথের অনুসারীদের বিদআ'ত ও গোমরাহীতে পতিত হওয়ার আশংকা থাকে না। পক্ষান্তরে নব আবিষ্কৃত বিদআ'তী পথগুলোতে ভয় ও বিপদে পড়ার আশংকা থাকে। কারণ এসব পথের অনুসরণ মানুষকে গোমরাহীর গর্তে নিক্ষেপ করে। বর্তমান যুগটি বিভিন্ন ধরণের বিদআ'ত ও ইসলাম বিরোধী আচার-আচরণ প্রকাশের যুগ। কেননা বিদআ'ত এবং গোমরাহী সারা বিশ্বকে বেষ্টন করে ফেলেছে। ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ সম্পাদনের সময় এই বিদআ'তী কাজগুলো সম্পাদন করায় বিদআ'তকে আরো সম্প্রসারণ করা হয় এবং বিদআতীদের সমর্থন যোগায়। তখন হক্বপন্থীগণ অবশ্যই দুর্বল হয়ে যায়। বরং হক্ব ও হক্বপন্থীদের মরে যাওয়া ও গোপন হয়ে যাওয়া প্রকাশ পায়। কিন্তু কাঙ্খিত মাকছাদে পৌঁছা এবং আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জন

১০. মাকতূবাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৫।

নিঃসন্দেহে নবী (ছা.) থেকে বর্ণিত বিষয়ের মাধ্যমেই সাধিত হয়। এজন্য সেগুলোর উপর গুরুত্বারোপ করা এবং তার উপরে সদাসর্বদা নিজেকে নিয়োজিত রাখা যরূরী। যেমন-

প্রথমত : মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ এবং মুরাকাবা।

দ্বিতীয়ত : সম্মানের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করা অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব এবং কুরআন মাজীদকে অন্তরস্থল থেকে তেলাওয়াত করা। কেননা হাদীছে এসেছে 'তোমরা বেশী বেশী আনন্দ ধ্বংসকারী জিনিসটাকে স্মরণ করো আর তা হ'ল মৃত্যু।'[১২]

হাদীছে এসেছে- 'নিশ্চয় এই অন্তর মরীচীকাযুক্ত হয় যেমন মরীচীকা লাগে লোহায় যখন তাকে পানি স্পর্শ করে। বলা হ'ল, কী দিয়ে সে মরীচীকা দূর হবে হে আল্লাহর রাসূল (ছা.)? তিনি বললেন, অধিক পরিমাণে মৃত্যুকে স্মরণ করা এবং কুরআন তেলাওয়াত করা।'[১৩] এই হাদীছটি উপরোক্ত কথার দলীল বহন করে। এছাড়াও কবর যিয়ারত করা এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা সম্পর্কে অপর একটি হাদীছে এসেছে- 'তোমরা কবর যিয়ারত কর, কেননা তা মানুষকে দুনিয়া বিমুখ করে এবং আখিরাতকে স্মরণ করায়।'[১৪]

তৃতীয়ত : আল্লাহর যিকির । যেমন হাদীছে এরশাদ হচ্ছে- لكل شئ صقالته وصقالة القلوب ذكر الله অর্থাৎ 'প্রত্যেক জিনিসকে পরিষ্কার করার বস্তু আছে এবং অন্তর পরিষ্কার করার বস্তু হ'ল আল্লাহর যিকির।'[১৫]

এখানে যিকির বলতে উদ্দেশ্য হ'ল কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত বিশুদ্ধ যিকিরসমূহ। প্রচলিত কোন বিদ'আতী যিকির নয়। যেমন বুখারীর হাশিয়ায় আল্লাহর যিকির অধ্যায়ে যিকিরের উদ্দেশ্য বলতে বোঝানো হয়েছে- 'ঐ সমস্ত শব্দ প্রয়োগ করা যেগুলোতে তার প্রতি উৎসাহ দান এবং বেশী বেশী বলা বোঝায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহর যিকির থেকে উদ্দেশ্য হয় সে সব আমলগুলো সর্বদা করা যেগুলো আল্লাহ ওয়াজিব করেছেন অথবা সেদিকে আহ্বান করেছেন। যেমন কুরআন তেলাওয়াত, হাদীছ পাঠ, ইলম চর্চা এবং নফল ছালাত আদায় করা।'[১৬]

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রহ.) তাঁর মাকতুবাত কিতাবে লিখেছেন, 'প্রত্যেক আমল শরীআ'তের বিধান অনুযায়ী করলে সেটিও যিকিরের অর্ন্তভুক্ত যদিও সেটা কেনা-বেচা সম্পর্কিত হয়। সুতরাং প্রতিটি বিষয়ে শরীআ'তের হুকুম-আহকামের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমল করা উচিত, তাহলেই সেটি যিকিরের অর্ন্তভুক্ত হবে। কেননা যিকিরের উদ্দেশ্য হ'ল উদাসীনতা পরিহার করা। আর যখন সকল আদেশ ও নিষেধের প্রতি লক্ষ্য রেখে সমস্ত কাজ করা হবে, তখন আদেশ ও নিষেধ মান্যকারী উদাসীনতা থেকে পরিত্রাণ পাবে এবং আল্লাহ তা'আলার যিকিরে লিপ্ত থাকবে।'[১৭] পীর-মাশায়েখদের সিলসিলায় চালু থাকা যিকিরগুলো সবই তাদের নিজস্ব উদ্ভাবিত। এগুলো সালাফে-ছালেহীন থেকে বর্ণিত নয়। এগুলো উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর বস্তু নয়। এগুলোকে মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করা বিদআ'ত ও গোমরাহী। এই সমস্ত বর্ণিত যিকিরের অধিকাংশই নিতান্ত দুর্বল। এই সমস্ত যিকির-আযকার শরীআ'তের সাথে মিল আছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখা এবং শরীআ'তের খেলাফ হ'লে তা থেকে দূরে থাকা যরূরী। নতুবা লাভের জায়গায় ক্ষতি হবে। যেমন মাকতুবাতে বর্ণিত আছে, মাছলাহাতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তা সম্পাদন করা এবং মাকরুহ থেকে বিরত থাকা। যদিও মাকরুহটি তানযীহী হয় তবুও তার থেকে বেঁচে থাকা ভাল। আর মাকরূহে তাহরীমী হ'লে ধারে কাছেও যাওয়া যাবে না। এগুলো পীরদের মুরাকাবা ও তাদের যিকির-ফিকিরের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার থেকে উত্তম। যে ব্যক্তি ভালোর প্রতি লক্ষ্য রাখে এবং মাকরূহ থেকে বিরত থাকতে সক্ষম, সে ব্যক্তি মহা সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। অন্যথায় সে বিপদের সম্মুখীন হবে।'[১৮]

হাযারো আফসোস এই যুগের সালেকীন ও যাকেরীনদের প্রতি যারা ঐ ধরণের যিকির অবলম্বনে শরীআ'তের প্রতি লক্ষ্য করে না এবং এই সমস্ত কাজে শরীআ'ত থেকে বেশী গুরুত্বারোপ করে। নিঃসন্দেহে এমনটি করা গোমরাহী এবং মূল উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে যাওয়ার নামান্তর।

চতুর্থত : কামেল এবং সম্মানীত ব্যক্তিগণের সাহচর্য লাভ করা। এই চারটি জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তার প্রতি সদা সর্বদা কায়েম থাকা নিঃসন্দেহে মানুষকে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছায় এবং এইসব কাজে বিদআ'ত ও গোমরাহীতে পতিত হওয়ার আশংকা থাকে না। ধর্মীয় কিতাবাদি অধ্যয়ন করা এবং তাতেই ব্যস্ত থাকা এবং খালেছ নিয়তে ইলমে দ্বীন চর্চা আত্মিক পরিশুদ্ধিতা অর্জনের মহাশক্তি দান করে এবং কল্যাণ সাধন করে, যা কল্যাণকামী এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে গোপন নয়। সারকথা এই যে, ফিৎনায় ভরপুর যামানায় বিদআ'তী কাজগুলো থেকে যতদূর সম্ভব দূরে থাকা যরূরী। এতেই দ্বীন ও ঈমানের নিরাপত্তা সাধিত হয় এবং বাড়াবাড়ি থেকে বেঁচে থাকা যরূরী। কেননা এগুলো ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। নাসাঈ শরীফে হাদীছ বর্ণিত আছে যে, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياكم والغلو فى الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فى الدين অর্থাৎ 'তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি থেকে বেঁচে থাক। কেননা আল্লাহ তোমাদের পূর্বপুরুষদের দ্বীনে বাড়াবাড়ি করার জন্য ধ্বংস করেছেন।'[১৯]

১১. ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৮।
১২. তিরমিযী হা/২৩২৭।
১৩.ইবনু *মাজাহ হা/১৫৭১।*
১৪.বায়হাকী, শুআবুল ঈমান হা/৫১৯।
১৫.২য় খণ্ড, পৃ: ৯৪৮।

১৬. ২য় খণ্ড, পৃ: ৪২।
১৭. ১ম খ- ৩৬ *পৃ:।*
১৮. সুনান নাসাঈ হা/ ৩০৭০।

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া

*[বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও জ্ঞানতাপস **প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া** (৬২), যিনি দেশে ও বিদেশে মোট এগারোটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩২ বছর শিক্ষকতার অনবদ্য অভিজ্ঞতায় ভাস্বর। শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে তাঁর রয়েছে গভীর মনীষা ও বিস্তর গবেষণা। সম্পতি আত-তাহরীক টিভির পক্ষ থেকে তাঁর একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন তাওহীদের ডাক সম্পাদক **ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব**। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বিবেচনায় এর ঈষৎ পরিবর্তিত অনুলিখিত রূপটি তাওহীদের ডাক পাঠকদের খেদমতে পেশ করা হ'ল।- নির্বাহী সম্পাদক]*

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : *স্যার, আপনার জন্ম ও শিক্ষা জীবন সম্পর্কে জানতে চাই।*

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : ১৯৫৯ সালে ময়মনসিংহ যেলা শহরে আমার জন্ম। আমরা তিন ভাই ও দুই বোন। এক ভাই ছোট বেলায় মারা গেছে। আমার বড় ভাই আমেরিকার আরিজোনা স্টেটের ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রান্সপোর্ট এ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-য়ে অফিসার হিসাবে কর্মরত আছেন। তারপর আমি আর আমার পরে আরো দুই বোন আছে। তাঁরা বিবাহিতা। আর আমার পিতা ও মাতা উভয়েই মারা গেছেন। আমার পিতা রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। আর মা ছিলেন একজন শিক্ষিকা। আমার তিন মেয়ে। তারা সকলেই পড়াশোনার মধ্যে আছে। আমার বড় মেয়ে আমেরিকায় পিএইচ.ডি করছে।

আর শিক্ষাজীবনের কথা বলতে গেলে প্রথম জীবনে আমি জীবনের লক্ষ্য নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। জানতাম না যে, আমার জীবনের মূল লক্ষ্য কী হওয়া উচিৎ। তাই ছাত্রজীবনও আমার বিক্ষিপ্ত অবস্থায় শুরু হয়েছিল। প্রথমে মিশনারী মরিয়াম স্কুল ও ময়মনসিংহ যেলা স্কুলে কিছুদিন পড়ি। সেখান থেকে ঢাকা মুহাম্মাদপুর রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল থেকে হাইস্কুল জীবন শেষ করি। তারপর ঢাকা কলেজ অতঃপর ময়মনসিংহ কলেজ। এরপর ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজেও একবছর পড়েছি। তারপর আবার ছয় মাসের মত মেরিনে ছিলাম। পরিশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইবিএ এবং এমবিএ শেষ করি। পরবর্তীতে আমেরিকায় বিজনেস রিলেটেড আরো উচ্চতর পড়াশোনা করার পর সর্বশেষ পিএইচ.ডি করেছি। এর মধ্যে ইসলামের প্রতি বিশেষ আগ্রহ তৈরী হলে ভার্জিয়ানার আমেরিকান ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে ইসলামিক স্টাডিজে ব্যাচেলর ডিগ্রি লাভ করি।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : *পেশাজীবন কখন শুরু করেন?*

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : ১৯৮৭-এর জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে আমেরিকায় এক্সপ্রেস ব্যাংকে দুই বছর চাকুরি করলাম। তারপরে দেশে ফিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইবিএতে লেকচারার পদে প্রায় বছরখানেক অধ্যাপনা করি। নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটিতেও কিছুদিন ছিলাম। পরে আবার আমেরিকা গেলাম। তারপর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করলাম। আলহামদুলিল্লাহ একাধারে নিজ দেশসহ ৭টি দেশের মোট ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার সুযোগ হয়েছে আমার। এর মধ্যে রয়েছে আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয়েস, টেক্সাস টেক ইউনিভার্সিটি (১ বছর), লুইজিয়ানা টেক ইউনিভার্সিটি (১০ বছর), নর্দার্ন স্টেট ইউনিভার্সিটি, ডাকোটা (৩ বছর), ইউনিভার্সিটি অব স্ক্রানটন (১ বছর), সঊদী আরবের রিয়াদের কিং ফাহাদ ইউনিভার্সিটি অফ পেট্রোলিয়াম এ্যাণ্ড মিনারেলস্ (৪ বছর), কাতারের কাতার বিশ্ববিদ্যালয় (৩ বছর), ওমানের সুলতান ক্বাবূস ইউনিভার্সিটি (৩ বছর), কায়রোর আমেরিকান ইউনিভার্সিটি (১ বছর)। এছাড়া বিশ্বের প্রায় ৩০টি দেশে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেছি।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : *শিক্ষকতার জন্য এত দেশে পদচারণা কিভাবে সম্ভব হয়েছিল?*

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : আমার চাকুরী জীবন শুরু হয়েছিল আমেরিকায়। বিদেশে চাকুরী পাওয়ার ক্ষেত্রে দু'টি বিষয় ভালো করে লক্ষ্য করতে হয়। একটি হ'ল একাডেমিক রিসার্চ তথা নিজের বিষয় বা ডিপার্টমেন্টাল বিষয়ে গবেষণার মানসিকতা এবং টিচিং পারফরমেন্স বা শিক্ষকতার দক্ষতা। এ দু'টি বিষয় ঠিক থাকলে বিদেশের মাটিতে চাকুরী পেতে বেগ পেতে হয় না।

আর এত জায়গায় চাকুরীর কারণ হ'ল, বিদেশে চাকুরী বাজারের দৃশ্যপট আমাদের দেশের মত নয়। আমাদের দেশের মানুষেরা একটা চাকুরী দিয়েই জীবন পার করে দেয়। কিন্তু বাইরে যে কোন সময় চাকুরীর ক্ষেত্র পরিবর্তন হ'তে পারে। যেমন আমি আমেরিকায় এক ইউনিভার্সিটিতে সেমিনার দিলাম। সেখানে ইংল্যাণ্ডের এক ইউনিভার্সিটির ডীন বসা ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, আমাদের ওখানে চলে আসো আর একটি সেমিনার দাও! পরে আমি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে সেমিনার দিলাম। জব অফারও হল। কিন্তু পরবর্তীতে আমার যাওয়া হয়নি। এগুলো বিদেশে খুব স্বাভাবিক বিষয়।

এছাড়াও আমার বিদেশে অনেক ইউনিভার্সিটিতে চাকুরীর অফার এসেছিল। যেমন জার্মানি, ইংল্যাণ্ড, লেবানন, সাউথ কোরিয়া প্রভৃতি দেশে। তবে শেষ পর্যন্ত এগুলোতে যাওয়ার সুযোগ হয়ে উঠেনি।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : *এ পর্যন্ত আপনার কতটি গবেষণাপত্র বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে?*

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : একশ'র মত হবে।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : *আপনি তো বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা কিভাবে দেখেন? এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা কতটুকু মানসম্পন্ন?*

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : এ বিষয়ে আমি একটু অন্যভাবে বলব। প্রথমতঃ উচ্চতর জ্ঞানার্জন দুইভাবে হয়ে থাকে। (১) ডিসিমিনেশন অফ নলেজ বা জ্ঞানের প্রচার-প্রসার, যা গবেষণা এবং প্রায়োগিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে। আর এর অন্যতম প্রক্রিয়া হ'ল টিচিং বা শিক্ষাদান। এর রূপরেখা হ'ল একজন শিক্ষকের নিজ বিষয়ে ব্যাপক পড়াশোনার মাধ্যমে বিশেষ জ্ঞানার্জন করা এবং পাশাপাশি ইউনিভার্সিটির অন্যান্য সকল বিষয়ে একটা দখল থাকা। জ্ঞানের প্রচার-প্রসারের এই প্রক্রিয়াটিকে দেখভাল করতে হয় ইউজিসি বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে। কেননা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হ'ল বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে শিক্ষার সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা এবং বিকাশ ঘটানো; সাথে সাথে উচ্চশিক্ষার নীতিমালা এবং আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছানোর লক্ষ্যে মান নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং তদনুযায়ী সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা। (২) ক্রিয়েটিং নিউ নলেজ বা নিত্য-নতুন জ্ঞানের পরিধিকে বাড়ানো এবং ডাইনামিক বা যুগের চাহিদানুযায়ী জ্ঞানকে শাণিত করা। এর রূপরেখা হ'ল প্রতিষ্ঠানে একজন শিক্ষকের ক্লাস কম থাকবে এবং ক্লাস বিষয়ক গবেষণার জায়গা থাকবে বিস্তৃত। যাতে করে শিক্ষক যথাযথ জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে পরিশীলিত শিক্ষিত ছাত্রসমাজ গড়তে পারে। যারা জাতির ভবিষ্যৎ কাণ্ডারীর ভূমিকা পালন করতে পারে।

শিক্ষার এ দু'টি দিকের সাথে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সামঞ্জস্য বিধান করলে দেখা যায়, প্রথম কাঠামোর সাথে আমাদের মিল থাকলেও ইউজিসির দুর্বলতা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের দুয়ারে নিক্ষেপ করেছে। আর দ্বিতীয়টির দিকে নযর দিলে দেখা যায় আমাদের দেশে শিক্ষকতার মান রক্ষার চেয়ে শিক্ষকদের ঘাড়ে ক্লাসের বোঝা বেশী চাপানো হয়। ফলে তারা ক্লাস কাতর শিক্ষকে পরিণত হয়ে যায়।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : *আমি ইসলামাবাদে দেখেছি সেখানে এইচইসি নামে একটা সরকারী উচ্চতর কমিশন আছে, যারা কঠোরভাবে উচ্চ শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই কমিশন প্রতিনিয়ত শিক্ষার মানোন্নয়নে দৃশ্যমান ভূমিকা রাখছে। আপনি কি ইউজিসির এমন কোন ভূমিকার কথা বলছেন?*

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : হ্যাঁ, আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষা কমিশনকে তেমন নতুন কোন পদক্ষেপ নিতে দেখা যায় না। আন্তর্জাতিক রেটিং-এ ভাল কোন অবস্থানে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নেই। এ ব্যাপারে ইউজিসির কোন তদারকি নেই। নতুন জ্ঞানের সৃষ্টিতে তাদের বিশেষ ভূমিকা নেই। আর বর্তমান পরিবেশে নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবনে কাজ করা শিক্ষকদের পক্ষে খুব সহজও নয়। যেমন আমি একটা উদাহরণ দেই। আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলোতে প্রতি সেমিস্টার হয় ১৪ সপ্তাহে। বছরে ৩টি সেমিস্টারে মোট ক্লাস হয় ৪২টি সপ্তাহ। লুইজিয়ানায় আমার ক্লাস ছিল মোট ৩০ সপ্তাহ। বাকি যে ২২টি সপ্তাহ বা বছরের প্রায় অর্ধেকটা সময় আমি গবেষণা তথা নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবনে কাটাতাম। আর আমাদের পাবলিকেশন্সের উপর আমাদের প্রমোশন বা বেতন বৃদ্ধি নির্ভর করত। এজন্য যথেষ্ট উৎসাহভাতা দেয়া হ'ত। আমার সারা বছরে মাত্র ৪টা কোর্স ছিল। আর আমাদের দেশের শিক্ষকদের প্রতি সেমিস্টারে ৪টা কোর্স বা বছরে প্রায় ১২টা কোর্স থাকে। ফলে আমাদের দেশের শিক্ষকরা টিচিং-য়েই আটকে থাকছে। তারা গবেষণায় তেমন সময় দিতে পারছে না। ফলে কোয়ালিটি পাবলিকেশন্স এখানে খুব একটা হয় না। এসব বিষয়ে উচ্চশিক্ষা কমিশন কতদূর ভাবে তা আমাদের জানা নেই।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : *দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিশ্ব র‍্যাংকিং-য়ে এত পিছিয়ে থাকার কারণ কী?*

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : মূল কারণ হ'ল, নতুন জ্ঞান সৃষ্টির কাজ তথা একাডেমিক গবেষণা আমাদের দেশে অনেক কম।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : *অর্থাৎ একাডেমিক রিসার্চ বাংলাদেশে সেভাবে হচ্ছে না?*

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : আমি বলব, তুলনামূলকভাবে অনেক কম হয়। আর যেগুলো হয়, সেগুলোও কোয়ালিটিতে অনেক পিছিয়ে।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : *বাংলাদেশের প্রাইমারী ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার মত কি? বাইরের দেশের তুলনায় আমাদের ছেলে-মেয়েরা তুলনামূলক পিছিয়ে কেন?*

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : এক্ষেত্রে আমি বলব, এমনিতে স্বাভাবিক নিয়ম-কানূনের জায়গায় এদেশের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা উন্নত দেশগুলোর মতই আছে। তবে এখানে শুধু সুন্দর পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের অভাব রয়েছে। পরিকল্পনা দুই প্রকার- দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী। প্রথমেই যে কাজটি করতে হবে তা হ'ল আমাদের পড়াশোনার দুর্বলতাগুলি খুঁজে বের করা এবং সে বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনা ও গবেষণা করে সুন্দর পরিকল্পনা উপস্থাপন করা। তারপরে তা বাস্তবায়নে নেমে পড়া। কিন্তু আমাদের প্রতিটি স্তরে গলদগুলো রয়ে গেছে। ফলে ভাল কোন ফলাফল আমরা পাচ্ছিনা। ভাল কিছু পেতে প্রচুর পড়াশোনা ও গবেষণা দরকার, যে কাজটি উন্নত বিশ্বে হয়ে থাকে। প্ল্যান

বেইজড এ্যাকশন তথা পরিকল্পনা মাফিক কাজের ক্ষেত্রে আমাদের যথেষ্ট দুর্বলতা আছে।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : *আমাদের দেশে একটা ছাত্র একেবারে প্রাথমিক ক্লাস থেকে ইংরেজী শিক্ষা শুরু করে। কিন্তু অনার্স শেষ করেও সে ভালো ইংরেজি বুঝেনা। এর কারণ কী?*

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : শিক্ষাটা আসলে ছাত্র-শিক্ষকের ব্যাপার। ছাত্রের ব্যাপারে বলব, তাকে সর্বপ্রথম লাইফ গোল সেটিং বা জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। আর শিক্ষকদের বলব পড়াশোনার পদ্ধতিগত উন্নতি করতে হবে। বিভিন্ন দেশে এসব বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। প্রত্যেক বছর একজন শিক্ষক তার পড়াশোনার কী কী ধাঁচ পরিবর্তন করেছে, নতুন বছর নতুনদের জন্য সে কী মেথড এ্যাপ্লাই করবে ইত্যাদি বিষয়ে রীতিমত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়। ইচ্ছামত পড়ানোর সুযোগ নেই। নইলে চাকুরী পর্যন্ত চলে যেতে পারে। অথচ আমাদের দেশের শিক্ষকরা যুগ যুগ ধরে একঘেঁয়েভাবে একই পদ্ধতিতে ছাত্রদের পড়িয়ে আসছেন। ছাত্রদেরকে পড়াশোনায় ইন্টারেস্টেড করানো হচ্ছে না। মোটিভেশন করা হচ্ছে না। প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক উন্নয়নের জন্য কোন এ্যাডভাইজারী বোর্ড নেই, যারা প্রতিনিয়ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষামান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। ফলে ছাত্রদের শিক্ষামান উন্নয়নে ভাল কোন কিছু জাতি পাচ্ছে না। ছাত্ররা অদক্ষ হয়ে গড়ে উঠছে। আর একারণেই বহুদিন ধরে কোন বিষয় পড়ার পরও ছাত্ররা তাতে ভাল কোন ফল করতে পারছে না।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : *স্যার, আপনি যে প্ল্যানিং-এর বিষয়ে বারবার বলছেন তা কেমন হওয়া উচিৎ? দেখা যায়, আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা যখন সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণীতে পড়ছে, তখনও বাংলা বা ইংলিশ ভাবসম্প্রসারণ করতে বললে তারা গাইড বই থেকে মুখস্থ করে পড়া দিচ্ছে। নিজে থেকে লিখতে পারছে না। এটা কি প্ল্যানিং-এর দুর্বলতা, নাকি এর জন্য শিক্ষক-ছাত্র উভয়ে দায়ী?*

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : মূল সমস্যা বোধ হয় কেবল প্ল্যানিং নয়; বরং প্ল্যানিং কতটুকু বাস্তবায়ন হচ্ছে তার কোন ফলোআপ না থাকা। প্ল্যানড এ্যাপ্রোচ হ'ল প্ল্যানিং-এর সাথে সাথে ফলোআপ থাকা। নইলে তাকে পূর্ণ প্ল্যানিং বলা যায় না। প্ল্যানিং-এর কথা আমরা বারবার বলছি এই কারণে যে, কোন কাজে আমাদের রিসার্চ বা যথেষ্ট প্ল্যান নেই বলেই আমাদের দেশের কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা নাই। আমাদের কারো চাকুরী যায় না। আবার যারা একটু-আধটু প্ল্যান করেন, তারা আবার প্ল্যান বাস্তবায়ন হয় না বলে বিভিন্ন অজুহাতে তা এড়িয়ে যান। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের স্ট্রং হওয়া দরকার।

আর পরের যে বিষয়টি বললেন, সেক্ষেত্রে আমি বলব, শিক্ষকরা চাইলেই বাচ্চাদের দিয়ে এটা করিয়ে নিতে পারেন। কেননা প্রতিটি নতুন আবিষ্কারই তৃপ্তিদায়ক। ছাত্ররা নিজেরা পড়বে এবং নিজের মেধা খাটিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিবে। উন্নত বিশ্বে এইটার খুব চর্চা হয়। তাদের সামনে বই খুলে দিলেও তাতে তারা কিছুই খুঁজে পাবেনা। বরং নিজের মত করে উত্তর দিতেই তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। সুতরাং এখানে শিক্ষকদেরই দায়িত্ব বেশী।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : *আমাদের দেশে একজন মেডিকেল ছাত্র, যে কিনা পরবর্তীতে ডাক্তার হবে, তাকে বিসিএস দিতে গেলে দেখা যাচ্ছে এমন অনেক কিছু পড়া লাগছে যা তার ফিল্ডে আদৌ কোন কাজে লাগবে না। যেমন বাংলা, গণিত, সাধারণ জ্ঞান ইত্যাদি তার কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজন পড়বে না। তবুও পড়তে হচ্ছে। এই বিষয়টি কিভাবে সমাধান করা যায়?*

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : বাহিরের দেশে এই ধরনের ফিল্ডে আলাদাভাবে পরীক্ষা হয়। মূল কথা হ'ল যে, যে বিষয় পরীক্ষা দিবে সে সেই বিষয়ে পড়বে। স্পেশাল বিষয়গুলোতে যেমন মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, স্থাপত্যবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে ভিন্নতর পরীক্ষা সিস্টেম রাখতে হবে। কমন লার্নিং গোল-এর উপরই পরীক্ষা হওয়া উচিৎ। সঠিক ও গোছালো পরিকল্পনা না থাকার কারণেই আমাদের দেশে এই সমস্যাগুলো পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : *স্যার, এবার আপনার কাছে জানতে চাইব যে, প্রাইমারী ও হাইস্কুল লেভেলে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানগুলোতে কিভাবে আমরা আরো উন্নতি করতে পারি? এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান পরিচালকদের দায়িত্ব কী হবে?*

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : একাধিক বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। **প্রথমতঃ** শিক্ষকদের উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কেউ বলতে পারবে না যে, আমার টিচিং মেথড শতভাগ উপযুক্ত। এটা যদি কেউ বলে তাহলে সে ঠিক পথে নেই। সুতরাং শিক্ষকরা নতুন নতুন কী মেথড টিচিংয়ে আনতে পারছেন, তাদের দক্ষতা, কার্যকারিতা, পাঠদান প্রস্তুতি, কনটেন্ট আপডেট করার দক্ষতা, উদ্ভাবনী চিন্তা ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রতিষ্ঠানকে খুব ভালভাবে খেয়াল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের একটা বাজেট থাকতে হবে এই কোয়ালিটি উন্নয়ন সেক্টরকে স্ট্রং করার জন্য। এই ক্ষেত্রে শিক্ষকদেরও শেখার আগ্রহ থাকতে হবে। বাহিরের দেশে একজন শিক্ষক লেকচার দেয়ার সময় তার কলিগরাও কখনো কখনো ক্লাসে এসে বসেন এবং তার টিচিং পারফরমেন্স পর্যবেক্ষণ করেন। শিক্ষকদের যাচাইয়ের জন্য তার আচার-আচরণ, শিক্ষাদান পদ্ধতি নিয়ে পূর্ব থেকেই ছাত্রদের কাছে অনেকগুলি প্রশ্ন দেয়া হয়। সেই মোতাবেক ছাত্ররাও কমেন্টস করে। পরে ছাত্রদের কমেন্টসগুলো আবার এ্যানালাইসিস করা হয়, শিক্ষকের সাথে শেয়ার করা হয়। ফলে একজন শিক্ষক জানতে পারছে যে তার দুর্বলতাটা কোথায়, উন্নতি কোথায় করতে হবে। এগুলো একজন শিক্ষককে খুব সহজভাবে নিতে হবে। ইগোকে দমন করতে হবে। কেননা যদি আমি ঠিকভাবে না পড়াই তবে আমার চাকরি চলে যেতে পারে। আমি একটা

জবাবদিহিতার মধ্যে রয়েছি, যা ইচ্ছা তাই আমি করতে পারি না- এই অনুভূতি শিক্ষকের মধ্যে থাকতে হবে। এই ধরনের চেক এ্যাণ্ড ব্যালান্সের পরিবেশ যেখানে থাকে, সেখানেই সহজে শিক্ষকদের কোয়ালিটি ডেভেলপ করে। শিক্ষার্থীরাও যা চায়, তাই পায়। তারাও দক্ষ হয়ে গড়ে ওঠে। **দ্বিতীয়তঃ** ছাত্রদেরকেও জবাবদিহিতার মধ্যে রাখতে হবে। তারা লার্নিং গোল অনুযায়ী কি শিখল, কতটুকু শিখল, তা নির্ণয় করার জন্য উন্নত বিশ্বে তাদের এক্সিট ইন্টারভিউ পর্যন্ত নেয়া হয়। মূল কথা হ'ল, শিক্ষক-ছাত্র সবাইকে জবাবদিহিতার মধ্যে রাখতে হবে। আর তাদের বুঝাতে হবে যে, আমরা যেটা করছি সেটা তোমার লাইফ স্টাইল ভালো করবে। আমি যেটা পড়াচ্ছি সেটা কাজে লাগবে। দুঃখের বিষয় যে, আমাদের ছাত্ররা জানে না যে, সে তার লেখাপড়া দিয়ে কি করবে? আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধু ভাল রেজাল্টের দিকে বেশী মনোনিবেশ করা হয়; কিন্তু কোয়ালিটির দিকে নযর থাকে না। ইনপুট এবং আউটপুটের দিকে প্রতিটি শিক্ষককে খেয়াল রাখতে হবে। তবেই কার্যকর ফল পাওয়া যাবে।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : *আমাদের দেশের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার কোন অভিজ্ঞতা হয়েছে কি?*

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : আমার অভিজ্ঞতা তেমন ছিল না। দেশে এসে কিছু কিছু মাদ্রাসা পরিদর্শনের সুযোগ হয়েছে। আমি একটি নৈশ মাদ্রাসায় ক্লাসও করছি। সেখানে মিশকাত পড়ানো হয়, এসো আরবি শিখি বই পড়ানো হয় ইত্যাদি। এ বিষয়ে আমি এতটুকুই বলব, আমাদের দেশ মুসলিম দেশ। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষা কারিকুলাম কিভাবে সাজানো? আমাদের অর্থনীতি, রাজনীতি, বিচারনীতি সবকিছুই পরিচালিত হচ্ছে পশ্চিমা নিয়মে। এখানে ইসলামের কোন উপস্থিতি নেই। কারণ যারা প্ল্যানিং-এর দায়িত্বে আছেন, তারা ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত নন, বরং সেক্যুলার শিক্ষায় শিক্ষিত। ফলে তারা তাদের মত করে রাষ্ট্রের মূল জায়গাগুলো পরিচালনা করছেন। অপরদিকে যারা মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত তাদের কোন অর্থনৈতিক দক্ষতা নেই, বিজনেস স্কিল নেই, ম্যানেজমেন্ট দক্ষতা নেই, কোন এ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালানোর দক্ষতা নেই। কালচারাল ফিল্ডে কিছু করার নেই। লিগ্যাল ফিল্ডে কোন ভূমিকা নেই। কিন্তু এসব ফিল্ডে ইসলাম বাস্তবায়ন করতে গেলে সেই ধরনের লোক লাগবে যারা দ্বীন সম্পর্কে জানেন এবং অন্যান্য দক্ষতাও যাদের আছে। কিন্তু যারা ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করছে, তারা ঐ সকল ফিল্ডে যেতে পারছে না। ফলে কোন ভূমিকাও তারা রাখতে পারছে না।

আমাদের মাদ্রাসার ছাত্ররা দাওরা শেষ করছে ১৮/২০ বছর বয়সে তথা মাত্র ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে। অথচ সেক্যুলার প্রতিষ্ঠানে এরপর আরো ৪/৫ বছর বিভিন্ন বিষয়ে আলাদাভাবে শিক্ষাদান করা হয়। মাদ্রাসার ছাত্ররাও অনুরূপ কোন একটি বিষয় নিয়ে পড়ুক। তাহলে সে দ্বীন নিয়ে ব্যবসা করতে পারবে, দ্বীনদার পুলিশ হতে পারবে, দ্বীনদার ডিসি হতে পারবে। এগুলো ছাড়া তো সমাজ চলবে না। অপরদিকে যারা বিভিন্ন সেক্টরে বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন, তাদেরকে দ্বীন শেখাবে কে? আমাদের মাদ্রাসাগুলোর ত্রুটি হ'ল, তারা এই সেক্টরগুলোর মানুষদের জন্য দ্বীন শিক্ষার কোন পরিকল্পিত কাঠামো গড়ে তুলতে পারেনি। বিদেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে **কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রাম** রয়েছে, যেখানে সমাজের মানুষের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী, ১/২/৩ মাসের প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। ফলে ছাত্ররাই কেবল নয়, বরং বাইরের সাধারণ মানুষের কাছেও তারা জ্ঞানকে পৌঁছে দিতে পারছে। ফলে তাদের ওয়ার্কফোর্স কোয়ালিটি ওভারঅল বাড়ছে। কিন্তু আমাদের দ্বীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই দিকটি অবহেলিত রয়েছে। আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়েছি, আমি দ্বীন শিখতে চাইলে প্রফেশনালী কন্ডাকটেড কোন প্রোগ্রাম আমার জন্য রয়েছে মাদ্রাসাগুলোতে? নেই। এই ধরনের প্রোগ্রাম যদি আমাদের প্রতিটি মাদ্রাসায় থাকতো, তাহলে সমাজের সাধারণ মানুষ তাদের সাধারণ ইসলামী জ্ঞানের চাহিদা মেটাতে পারত সহজেই। অন্যদিকে অর্থনৈতিকভাবেও মাদ্রাসাগুলো লাভবান হ'তে পারত! তাছাড়া দুঃখের বিষয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাদ্রাসার মধ্যে পারস্পরিক কোন আদান-প্রদান নেই। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাদ্রাসাগুলোর কি কোন কিছুই নেওয়ার নেই? আবার মাদ্রাসা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছুই নেওয়ার নেই? কেন এমনটা হ'ল? বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ট্রং রিসার্চ মেথোডলজী আছে। এটা কি মাদ্রাসাগুলো নিতে পারে না? আবার মাদ্রাসাতে সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ের জন্য যে একাডেমিক অবজেক্টিভিটি আছে সেটা কি বিশ্ববিদ্যালয় নিতে পারে না? এই আদান-প্রদানগুলো না থাকার কারণে একটা ডাইকোটোমাস বা পরস্পরবিরোধী সমাজ তৈরী হচ্ছে। যেখানে জেনারেল শিক্ষিতরা ধর্মের কিছুই জানছে না। আবার যারা ধর্ম শিখছে তারা দুনিয়ার কিছু জানছে না।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : *স্যার! বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় দুনিয়াবী জ্ঞান তো পরের কথা, দ্বীনী জ্ঞানই বা কতটুকু শিখতে পারছে শিক্ষার্থীরা সেটাও প্রশ্নসাপেক্ষ। কেননা কওমী মাদ্রাসার ছাত্ররা বছরের পর বছর ধরে একই সিলেবাসে পড়ছে। যেখানে আধুনিকায়ন খুব কমই হয়েছে। আবার আলিয়া মাদ্রাসার সিলেবাসে দ্বীন শিক্ষার সুযোগ দিন দিন সীমিত করা হচ্ছে। সেখান থেকে প্রকৃত আলেম তেমন কেউ বের হচ্ছে না। এই সমস্যা থেকে বের হয়ে আসার কোন উপায় আছে কী?*

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : মূলতঃ মাদ্রাসা শিক্ষা কারিকুলাম নিয়ে নতুনভাবে রিসার্চ করা দরকার। এখান থেকে আমরা ধর্মীয় জ্ঞান কতটুকু অর্জন করতে পারছি। যারা আলেম হতে চায় তারা কতটুকু জানবে এবং যারা নির্দিষ্ট লেভেলের পর অন্যান্য পেশায় যাবে তারা কতটুকু দ্বীন শিখবে, সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। মূলতঃ

কারিকুলামের উপর নিয়মিত কাজ করা যরূরী। বাইরের দেশে প্রতি বছর সামাজিক গবেষণা ও বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেক হোল্ডার্সদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে শিক্ষা কারিকুলাম পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা হয়। একদল গবেষক এটি নিয়ে সবসময় কাজ করে। সুতরাং সমকালীন চাহিদা ও প্রত্যাশিত জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় করে যুগোপযোগী কারিকুলাম তৈরী করা অতীব যরূরী।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : *একজন আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলী কেমন হওয়া উচিৎ বলে আপনি মনে করেন?*

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : আদর্শ শিক্ষকের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার। **প্রথমতঃ** যখন একজন শিক্ষক এই পেশায় আসেন তখন এটাকে ভালোবাসতে হবে। তার আরো অনেক অপশন ছিল যেখানে না গিয়ে তিনি এখানে এসেছেন। নিশ্চয়ই তিনি এটাকে ভালোবাসেন। তার একটা বিশেষ আগ্রহ আছে। বেসিক কোয়ালিফিকেশন আছে। তাঁর আচরণ এমন থাকা উচিৎ যে, আমাকে প্রতিনিয়ত উন্নতি করতে হবে। সেই সাথে প্রতিষ্ঠানের কিছু দায়িত্ব রয়েছে আদর্শ শিক্ষক তৈরীর জন্য। বাইরের দেশে নতুন কোন শিক্ষক নিয়োগ করা হ'লে তার জন্য একজন সিনিয়র শিক্ষককে মেন্টর বা পরামর্শক হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়, যিনি তাকে নিয়মিত গাইড করেন। **দ্বিতীয়তঃ** শিক্ষকদেরকে এমন হ'তে হবে যাতে ছাত্ররা তাদের সাথে সহজে মিশতে পারে। ছাত্ররা যেন তার ঐ ক্লাসে উপস্থিত থাকার জন্য উদগ্রীব থাকে। তারা যেন মনে করে যে, আমি এখান থেকে কিছু অর্জন করতে পারছি, শিখতে পারছি। **তৃতীয়তঃ** টিচারকে অনেক স্টাডি করতে হবে। তার কন্টেন্ট অর্থাৎ পড়ানোর বিষয়গুলো নিয়মিত আপডেট করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় কোন শিক্ষক একটা নোট দিয়ে অনেক বছর ধরে পড়িয়ে যাচ্ছেন। এভাবে পড়ালে দেখা যাবে যে, সে একসময় ছাত্র হারিয়ে ফেলবে। আমি একটা মাদ্রাসা দেখলাম, যেখানে শুরুতে ২৫ জন ছাত্র ছিল। পরে ছাত্ররা চলে যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল আর মাত্র একজন ছাত্র আছে। কিন্তু এ নিয়ে প্রতিষ্ঠানের কোন মাথা ব্যথা নেই। আমি বললাম যে, আপনাদের এটা কি ধরনের প্রতিষ্ঠান? তাদের কোন দায়িত্ববোধই নেই। যেন তাদের কোন দোষই না। সব দোষ ছাত্রদের। একজন বড় আলেমের ক্লাসের কথা শুনেছি যার ক্লাসে গড়ে ৮/৯শ ছাত্র বসে। কিন্তু ক্লাস শেষে দেখা যায় শ'খানেক ছাত্র অবশিষ্ট আছে, বাকীরা বরকতের জন্য এসে তারপর চলে গেছে। এটা কোন ক্লাস হ'ল? তিনি তাঁর বহু পুরোনো নোটগুলো ক্লাসে বের করে পড়ান। এটা তো শিক্ষকতা নয়। তার কোন আপডেট নেই, কোন উন্নতির চেষ্টা নেই। একজন আদর্শ শিক্ষককে অবশ্যই উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো ধারণ করতে হবে।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : *আপনি নিজে শিক্ষকতা করার সময় কিভাবে ক্লাসের প্রস্তুতি নিতেন এবং কি কি বিষয় অনুসরণ করতেন?*

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : আমি যে বিষয়ে লেকচার দেব, সে বিষয়ে প্রচুর সময় ব্যয় করতাম। সে বিষয়ে নতুন নতুন কী গবেষণা হচ্ছে সেগুলো সম্পর্কে ধারণা নিতাম। আর লেকচারের বিষয়টি সবসময় স্টুডেন্টদের জীবন অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতাম। আমার প্রচেষ্টা থাকত ছাত্রদেরকে এটা বোঝানো যে, আমি যেটা পড়াচ্ছি সেটা তাদের কাজে লাগবে। শিক্ষকতার জন্য প্রচুর পড়াশোনার মধ্যে থাকা দরকার। নিজেকে আপডেট রাখার জন্য চেষ্টার দরকার। একটা হ'ল বিষয়ের আপডেট, আরেকটা হ'ল কিভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করব তার আপডেট। আর আজকের যুগের ছাত্রদের সাথে মিশতে গেলে একটা নেতৃত্ব বা লিডারশীপের ব্যাপার আছে। গুড লিডার কোন নেগেটিভ বিষয় উপস্থাপনের সময়ও অপরের মর্যাদাকে খাটো করে না। কারণ একটা মানুষের সবচেয়ে বড় জিনিস হ'ল তার সম্মান। সে জিনিসটাকে আঘাত করা যাবে না। কোন ছাত্রকে বোকা বলা বা তাকে দিয়ে কিছু হবে না- ইত্যাদি বলে যদি হীন করা হয়, তবে সেটা কখনই শিক্ষকদের জন্য সঠিক এ্যাপ্রোচ নয়। একটা ছাত্র যদি কোন কারণে ভালো ফলাফল না করতে পারে, তবে তাকে নিরুৎসাহিত করা যাবে না। তার সম্মানহানি করা যাবে না। সবসময় মনে রাখতে হবে আমার নিজের যেমন আত্মমর্যাদাবোধ রয়েছে, তেমনি তারও রয়েছে। আমি যেমন অপমানিত হতে চাই না, সেও অপমানিত হতে চায় না। সুতরাং একজন আদর্শ শিক্ষক অবশ্যই ছাত্রদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করবেন, শত্রুসুলভ নয়। আমি শিক্ষকতাকালীন সময়ে এ বিষয়গুলোই বেশী বেশী অনুসরণ করতাম।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : *স্যার! আপনার জীবনের বিশেষ কোন স্মৃতি আছে কি না, যেটা এখানে উল্লেখ করার মত?*

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : নিজের জীবন তো অনেক এলোমেলো। কোনকিছুই প্ল্যানমাফিক হয়নি। যেমন আজ এই যে আমি রাজশাহীতে আসলাম। আমার অবাক লাগে। অনলাইনে দেখলাম যে, রাজশাহীতে একটা সম্মেলন হবে। ভাবলাম দেখে আসি। তারপর মাদ্রাসায় আসলাম। আমার যে আমীরে জামা'আতের সাথে সাক্ষাৎ হবে- এমন কোন পরিকল্পনা মাথায় ছিল না। এত বড় মাপের মানুষ তিনি। তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হতে পারে- এমন কোন চিন্তাই মাথায় আসেনি। কেমন করে যেন উনার সাথে দেখা হয়ে গেল। কেমন করে আবার এখানে আসলাম। উনার বই পেলাম। থিসিস অনুবাদ করলাম। এসব কিছুই পরিকল্পনামাফিক ছিল না। তাকদীরই যে আমাকে এখানে টেনে এনেছে, তা এখান থেকে সুস্পষ্ট। আমার কন্ট্রোলে যেন কিছুই নেই। স্টুডেন্ট লাইফেও আমি জানতাম না আমি কি পড়ব। প্রথমে মেডিকেলের ছাত্র ছিলাম। ভাল লাগল না। তারপর মেরিনে গেলাম। সেখানেও তৃপ্তি পেলাম না। তারপর

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইবিএ-তে ফাইন্যান্সে পড়লাম। সেখানে আমি একটা হোস্টেলে থাকতাম, যার আশেপাশে মার্কেটিং-য়ে পিএইচ.ডি রত ছাত্ররা থাকত। আমি তাদের সাথে গল্পগুজব করতাম। সেখানে রাশিয়ান ছিল, সাউথ কোরিয়ান ছিল, নানান দেশের ছাত্ররা ছিল। তাদের সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তাদের সাথে ঘুরাফেরা করতে করতে তাদের সাথে তাদের ক্লাসেও গিয়েছি। সেসময় মনে হ'ল মার্কেটিং-ই তো ভাল। পরে এই বিষয়েই এমবিএ, পিএইচ.ডি করলাম। এইভাবে জীবনটা আমার অজান্তেই নানা পথে বাঁক নিয়েছে, যার কোন কন্ট্রোল আমার হাতে ছিল না।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : *আপনি তো পূর্ব থেকে আহলেহাদীছ বা সালাফী মানহাজের ছিলেন না। কিভাবে পরিচয় হল এই মানহাজের সাথে?*

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আহলেহাদীছ কী, এদের আক্বীদা কী- এই আলোচনাটাই আমার কাছে অবাক লাগে। আমি বিভিন্ন দেশে মুসলিম ভাইদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে মেলামেশা করার সুযোগ পেয়েছি। একেবারে নর্থ আফ্রিকার মৌরিতানিয়া থেকে শুরু করে আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, মিসর, সুদান, কাতার, সঊদী আরব, কুয়েত, জর্ডান, সিরিয়া, লেবানন, তুরস্ক, আযারবাইজান, ইরাক, ইরান, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া; ওদিকে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের মানুষদের সাথে আমার হরহামেশা চলাফেরা ছিল। তাদের সাথে নিয়মিত ছালাত আদায় করেছি। বিভিন্ন ইসলামিক সেন্টারে গিয়েছি। সব জায়গাতে আমি দেখেছি ছালাতে জোরে আমীন, রাফউল ইয়াদায়েন হচ্ছে। আবার জামা'আতে ছালাতের পর মুনাজাত হচ্ছে না। জুমআ'র খুৎবা হচ্ছে ইংরেজী ভাষায়। এটাই তো আমি নরমাল জেনে এসেছি। যখন দেশে ছিলাম তখন হয়ত হানাফী তরীকায় ছালাত আদায় করতাম। কিন্তু বিদেশে যাওয়ার পর যখন দেখলাম এত দেশের মানুষ যখন এভাবে ছালাত আদায় করছে, তো আমিও এভাবে ছালাত করি। আমেরিকার অধিকাংশ স্টেটে আমি গিয়েছি, একই তরীকায় ছালাত সবজায়গায় দেখেছি। মেক্সিকোতে গেলাম, খুৎবা স্প্যানিশ ভাষায় হচ্ছে, সবই একই জিনিস। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো মোটামুটি সব ঘুরেছি। সেখানেও ছালাত একই পেয়েছি। চীনের সাংহাইতে গিয়েছি, সেখানেও চাইনিজ ভাষায় খুৎবা হয়, জোরে আমীন বলে। সুতরাং এটাই আমাদের কাছে কমন প্রাকটিস মনে হয়েছে। ২০১৮ সালে আমি দেশে ফিরলাম। তাবলীগের ভাইদের সাথে সময় লাগালাম, এক পীরের দরবারেও গেলাম। তারপর বুঝতে পারলাম ছালাতের পার্থক্যটা এদেশে কত বড় সমালোচনার বস্তু। এটা নিয়ে কত হুলুস্থুল কাণ্ড হয়। এই সমালোচনাগুলো আমার কাছে খুবই অপ্রিয় ও হতাশাজনক লাগল। এমনকি আমাদের বাড়ির পাশে একটা বড় মসজিদ আছে, আমি নাম বলছি না। সেখানে পাকিস্তান থেকে অনেক বড় বড় আলেম আসেন। সেখানে একজন বড় নাম করা আলেমের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, 'এটা জোরে আমীন বলা মসজিদ না। যে জোরে আমীন বলে তাকে বের করে দাও'। আমি মনে মনে বললাম, এটা কিভাবে সম্ভব যে, দুনিয়ার সব মুসলমানদের তুমি মসজিদ থেকে বের করে দেবে! তাছাড়া বিদেশে আমরা জুম'আর খুৎবা শোনার জন্য অপেক্ষা করতাম। নতুন কিছু শিখব এই আকাংখা নিয়ে যেতাম। কিন্তু দেশে এসে এসব কিছুই দেখি না। ফলে এটাই আমাদের কাছে অস্বাভাবিক মনে হ'ত। পরে তো আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সন্ধান পেয়ে গেলাম। তবে বিদেশে আহলেহাদীছ শব্দটা আমি শুনিনি। বরং তারা নিজেদের সালাফী বলে। এরপর যখন আমীরে জামা'আতের পিএইচ.ডি থিসিসটা পড়লাম, তখনই আমার আহলেহাদীছ সম্পর্কে ক্লিয়ার ধারণাটা আসল। তারপর এটার অনুবাদে হাত দিলাম। কেননা আহলেহাদীছ সম্পর্কে মানুষের বহু ভুল ধারণা আছে।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : *আমীরে জামা'আতের সাথে আপনার প্রথম সাক্ষাৎ কিভাবে হ'ল?*

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : সম্ভবতঃ ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ১২/১৩ তারিখে শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ছাহেবের উদ্যোগে আয়োজিত একটি সম্মেলনের পোস্টার আমি ইন্টারনেটে পেলাম। ভাবলাম ঘুরে আসি। তো রাজশাহীতে আসব বলে ইন্টারনেটে আহলেহাদীছ আন্দোলনের ওয়েবসাইটে গেলাম, মাদ্রাসার ছবি দেখলাম। তখন ভাবলাম মাদ্রাসাটা দেখে আসি। কারিকুলাম সম্পর্কে জেনে আসি। তো রাজশাহীতে এসে আমি নওদাপাড়া মাদ্রাসার গেটে আসলাম। গেটম্যান আমাকে মাদ্রাসা অফিসের দিকে দেখিয়ে দিলো। সেখানে শামসুল আলম ছাহেবের সাথে দেখা হল। তারপর মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলামের সাথে দেখা হল। আমাকে বললেন, চলেন আমীরে জামা'আতের সাথে দেখা করে আসি। উনার সাথে আমার কখনও দেখা না হ'লেও ইন্টারনেটে অনেক লেকচার শুনেছি। উনার লেকচার খুব ভাল লাগত। আসলে উনি তো একজন বড় স্কলার। আমি তাদেরকে বললাম এত বড় একজন স্কলারের সাথে দেখা করবো? তিনি গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত আছেন। তাঁর ডিস্টার্ব হয় কি-না। তারপর তাঁর সাথে দেখা করলাম। তিনি তখন খুব ব্যস্ত ছিলেন লেখালেখিতে। এর মধ্যেও তিনি আমাদের লাঞ্চ করালেন। খুব মহব্বতের একটা আতিথেয়তা পেলাম। আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম এ কারণে যে, উনি আমাদের চেনেন না। একদম নতুন আগন্তুক আমরা। তিনি আমাকে অনেকগুলো বই গিফট করলেন। প্রায় ৩০টির মত। আমি তো অবাক হলাম। এতগুলো বই তিনি আমাকে দিলেন! এরপর সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে ঢাকা ফিরলাম। পরে তাবলীগী ইজতেমাতে এসে আরো মোটিভেটেড হলাম। তাঁর লেখা বইগুলো পড়তে থাকলাম। তাঁর থিসিসের উপর একটা বুক রিভিউ আমি লিখে

ফেললাম। তাঁর নিকট পাঠালাম। তিনি পড়ার পর আমাকে ফোন করে ধন্যবাদ জানালেন। পরে তাঁর সাথে আমার মাঝে মধ্যে ফোনে কথা হ'তে লাগল। এক পর্যায়ে তিনি আমাকে বললেন, আপনি আমার থিসিস ইংরেজীতে অনুবাদ করে দেন। আমি বললাম, ঠিক আছে আমি চেষ্টা করব। আমি ইতিপূর্বে কখনও অনুবাদের কাজ করিনি। পরে শুরু করলাম। আলহামদুলিল্লাহ এখন কাজ প্রায় শেষের দিকে। আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি যে, এই মাপের মানুষের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে, একটা মহব্বতের সম্পর্ক তৈরী হয়েছে। আমি এজন্য আল্লাহর একান্ত শুকরিয়া আদায় করি। কেননা এটা আমার প্রত্যাশার বাইরে ছিল। এটা যেন এক আকস্মিক স্বপ্নবৎ বিষয়।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : *থিসিসের ইংরেজী অনুবাদ করতে গিয়ে আপনার অনুভূতি কেমন হয়েছে?*

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : হ্যাঁ, আহলেহাদীছদের ইতিহাস, আক্বীদা ও আমল সম্পর্কে এত সুস্পষ্ট আলোচনা এখানে করা হয়েছে যে এখানে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকছে না। যেসব দলীল-প্রমাণাদি, সুবিস্তৃত তথ্যাদি সেখানে উপস্থাপন করা হয়েছে, সেগুলো পড়ার পর আমাদের সঠিক আক্বীদা কী হওয়া উচিৎ তা যেমন স্পষ্ট হয়েছে, তেমনি আমাদের পথভ্রষ্টতার কারণগুলো নির্ণয় করে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করা সম্ভব হয়েছে। আহলেহাদীছদের যারা উপমহাদেশীয় পথপ্রদর্শক তাদের কথা আমার জানা ছিল না। থিসিস আমার সামনে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছে। এগুলো আমার কাছে খুবই ইন্টারেস্টিং লাগছে। নতুন কিছু জানার সুযোগ হচ্ছে। বিশেষ করে উনার উপস্থাপনা এত ক্লিয়ার এবং দলীলসমৃদ্ধ যে, কোন ব্যক্তি তা পাঠ করলে স্যাটিস্ফায়েড হয়ে যাবে। সুতরাং যদি এই গবেষণাটিকে আমরা আরো বৃহত্তর পরিসরে পৌঁছে দিতে পারি, তাহলে আরো বেশী মানুষ এখান থেকে উপকৃত হতে পারে। আর আমরা যদি এটা বিদেশী ব্যক্তির কাছে পৌঁছিয়ে দিতে পারি তাহলে এটা অনেক ভালো কাজ হবে ইনশাআল্লাহ।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : *আমরাও ধন্য বোধ করছি যে আপনি থিসিসের ইংরেজী অনুবাদের কাজটা হাতে নিয়েছেন। আমরা ইতিপূর্বে অনুবাদের জন্য চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আপনি যে উচ্চমানসম্পন্ন অনুবাদ করেছেন, তা আমাদের প্রত্যাশার বাইরে ছিল, আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর আপনার উপর রহম করুন। আমীন! স্যার! আপনি তো বাংলাদেশে একেবারে চলে এসেছেন, তো আপনার ভবিষ্যৎ প্ল্যান কী? আপনি কি কোথাও আর শিক্ষকতা করবেন?*

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : না। আমি আর সেক্যুলার ফিল্ডে মেহনত করতে চাচ্ছি না। যদি দ্বীনী ফিল্ডে সুযোগ থাকে, তাহলে আমি করব ইনশাআল্লাহ।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : *এখন আপনি কী নিয়ে ব্যস্ত আছেন?*

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : আমি দ্বীনী শিক্ষা নিয়ে ব্যস্ত আছি। একটি নৈশ মাদ্রাসায় মিশকাত পড়ছি। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়টি ছিল কিতাবুল ইমারত বা প্রশাসন বিষয়ক। সেখানে ১২৬টি হাদীছ ছিল। এগুলো পড়ার পর মনে হ'ল আমাদের শিক্ষিত মহল তো এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো জানে না। তখন আমরা মনে হ'ল এই হাদীছগুলো বিষয়ভিত্তিকভাবে একত্রিত করে একটা সুন্দর ভূমিকা লিখে যদি শিক্ষিত মহলে উপস্থাপন করা যায়, তাহলে তাদের জন্য অনেক উপকার হবে। এই লক্ষ্যে আমি ১২৬টি হাদীছ থেকে কেবল ছহীহ আর হাসান হাদীছ বের করলাম। এতে মোট ৮৮টি হাদীছ পাওয়া গেল। এই হাদীছগুলোকে আমি ১০টা ভাগে ভাগ করলাম এবং প্রতিটি অধ্যায়ের একটা সারসংক্ষেপ তৈরী করে সমসাময়িক পরিস্থিতির সাথে এর একটা মেলবন্ধন ঘটানোর চেষ্টা করেছি। আমি মনে করি এগুলো সবার জানা দরকার। বিশেষ করে প্রশাসক, বিচারক এবং সাধারণ মানুষ সকলের জন্য হাদীছগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এরপর মিশকাতের কিতাবুল আদাব বা শিষ্টাচারের হাদীছগুলো নিয়েও আমার একই ধরনের কাজ করার আগ্রহ আছে।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : জাযাকাল্লাহ খাইরান। আল্লাহ আপনার মেহনত কবুল করুন। আমীন! আমাদের যারা দর্শক বা শ্রোতা আছে, তাদের উদ্দেশ্যে আপনার কিছু বলার আছে কী?

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : বক্তব্য এতটুকুই যে, আমাদেরকে সবসময় ভাবতে হবে যে, দুনিয়াতে আমরা এমনভাবে জীবন-যাপন করব, যাতে আমাদের আখেরাতটা সুন্দর হয়। আখেরাতটাই আমাদের মূল গন্তব্য। সেটাই আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দুনিয়া যে কোন মুহূর্তে আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। দুঃখজনক বিষয় হ'ল, পশ্চিমা দর্শন আমাদেরকে এমন বস্তুবাদী বানিয়ে দিয়েছে যে, দুনিয়ার বাইরে ভিন্ন কিছু করার চিন্তা আমাদের মাথায় আসে না। আমি কেন দুনিয়াতে এসেছি, আমি কি দুনিয়ায় শুধু আনন্দ-ফূর্তি, আরাম-আয়েশ করতে এসেছি? তবে কি দুনিয়াতে বাড়ি, গাড়ি, টাকা-পয়সা এগুলোই আমাদের সব? এতেই কি সব সমস্যার সমাধান? না, দুনিয়া হ'ল পরীক্ষার স্থান। ফলাফল আখেরাতে। দুনিয়া এখন সর্বোচ্চ ভোগের দিকে ছুটছে। কিন্তু এর তো কোন সীমানা নেই। এর কোন নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ নেই। অর্জন করাও অসম্ভব। ফলে মানুষ হতাশায় নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। নিজেদের ব্যর্থ মনে করছে। সুতরাং কুরআন ও হাদীছের দিকে ফিরে আসা, আল্লাহর দিকে ফিরে আসা-এটাই একমাত্র সমাধান। এর বাইরে মুক্তি নেই।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : স্যার, আপনার এই সমৃদ্ধ টিচিং ক্যারিয়ার তো বহু মানুষের কাছে ঈর্ষণীয় এবং সোনার হরিণের মত। আমাদের শিক্ষিত সমাজে অনেকেই তো এমন ক্যারিয়ারেরই স্বপ্ন দেখেন। আপনি কেন এই ক্যারিয়ার থেকে ফিরে আসতে চাচ্ছেন? আর জীবনের এই পর্যায়ে এসে

আপনি আমাদের ক্যারিয়ারের পেছনে ছোটা তরুণদের উদ্দেশ্যে কী বলবেন?

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : আমি তো বলছি না যে দুনিয়াকে পরিত্যাগ কর। বরং হালাল পন্থায় উপভোগ কর। নিজের প্রাপ্যটুকু বুঝে নাও। কিন্তু নিজেকে হারাম, অন্যায়, অপকর্ম ও দুর্নীতির মধ্যে ডুবিয়ে নয়। এখন আমি জীবন নিয়ে খুব ভাবি। প্রথম দিকে দুনিয়াবী নানা লক্ষ্য অর্জনই ছিল আমার প্রধান চিন্তা। এখন মনে হয়, যদি আমার প্রাথমিক জীবনে দ্বীনী জ্ঞানা অর্জন করতে পারতাম, তাহলে আমার জীবনটা কতইনা ভাল হত! অনেক পরে এসে আমি এটা বুঝেছি।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : কিন্তু আপনার আগের জীবনটা তো খারাপ ছিল না? বহু মানুষকে আপনি আপনার জ্ঞান দিয়ে উপকৃত করেছেন!

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : সেটা ঠিক আছে। কিন্তু ইসলামের সঠিক জ্ঞান না থাকায় শরী'আতে সিদ্ধ নয়, এমন অনেক কাজ আমি করেছি প্রফেশনাল লাইফে। আমার টাকা-পয়সাগুলো অনর্থক খরচ করেছি। ভ্যাকেশনে সুইজারল্যাণ্ড, ইতালি, প্যারিস, লণ্ডন ইত্যাদি জায়গায় গিয়ে অনেক খরচ হয়েছে। এগুলো এখন আমার কাছে একদম অনর্থক মনে হচ্ছে।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : স্যার! আপনার কথা শুনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নাস্তিক শিক্ষকের কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বলেছিলেন, আমাদের জীবনের সব চাওয়া যখন পাওয়া হয়ে যাবে তখন কী হবে? কেননা সব চাওয়া পূরণ হয়ে গেলে, তারপরে মানুষের আর কোন কিছু চাওয়ার থাকবে না। তাহলে সবশেষে আর কী বাকী থাকবে? নাস্তিক হওয়া সত্ত্বেও তার এই প্রশ্ন সম্পর্কে আপনি কী বলবেন?

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : আসলে সমস্ত চাওয়াকে পাওয়া হতে হবে- এটাই তো ইলুশন, ধোঁকা। কেননা কমার্শিয়াল দুনিয়ায় মানুষের চাওয়ার কোন শেষ নাই। কেননা কোন একটা চাওয়া যখন পূরণ হওয়ার পথে, তখন তার মনে নতুন নতুন চাওয়া তৈরী হচ্ছে। বর্তমানে মার্কেটিং-এর পলিসিই এমন যে, প্রতি মুহূর্তে তারা বেটার মডেলের জিনিস কাস্টমারের সামনে তুলে ধরছে, যেন সে কখনও পূর্ণ স্যাটিস্ফায়েড থাকতে না পারে। সবসময় তার মধ্যে একটা ডিম্যান্ড ক্রিয়েট করে রাখবে। ধরুন, আমি বাজারের সবচেয়ে আধুনিক একটা নতুন গাড়ি কিনে আনলাম। তারপরে কোম্পানী আমার গাড়ীর চেয়ে আরো অত্যাধুনিক গাড়ী বাজারজাত করল। ফলে অবেচতনভাবে কোম্পানী আমার মাথায় বেটার মডেলের গাড়ি কেনার কথা ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এভাবে বস্তুবাদী দুনিয়া আমাদেরকে প্রতিনিয়ত ধোঁকায় ফেলে দিচ্ছে। কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি করে আমাদের মনের প্রশান্তি নষ্ট করে দিচ্ছে। সুতরাং এটাই চিরন্তন সত্য যে, দুনিয়ার চাহিদার পিছনে পড়ে থাকা অর্থহীন। এটা কখনও আমাদের জীবনের লক্ষ্য হতে পারে না। বরং আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিৎ আমাদের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে যাওয়া এবং আখেরাতের কামিয়াবী হাছিল করা।

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব : আমাদেরকে এতক্ষণ সময় দেয়ার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। জাযাকাল্লাহ খাইরান।

প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া : আপনাদেরকেও ধন্যবাদ।

আল-মারকাযুল ইসলামী
আস-সালাফী (বালিকা শাখা)
নওদাপাড়া, রাজশাহী

রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় তিন হাযার শিক্ষার্থীর আবাসন ও পাঠদান সুবিধা সম্বলিত আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (বালিকা শাখা)-এর বৃহদায়তন ক্যাম্পাসের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পে ৫টি আবাসিক, ২টি একাডেমিক ও ১টি প্রশাসনিক ভবনসহ ১টি স্টাফ কোয়ার্টার এবং ১টি মসজিদ থাকবে ইনশাআল্লাহ। ইতিমধ্যে ১টি ৮তলা আবাসিক ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে এবং দোতলার ছাদ ঢালাই হয়ে গেছে। নেকী উপার্জনের অনন্য মাস পবিত্র রমাযানে দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে সহযোগিতার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের জন্য কবুল করুন-আমীন!

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৩৬৬, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।
বিকাশ : ০১৭৯৬-৩৮১৫৪২, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭, রকেট : ০১৭১১-৫৭৮০৫৭২। সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭১৫-০০২৩৮০

নারীর তিনটি ভূমিকা

-লিলবর আল-বারাদী

(৪র্থ কিস্তি)

আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, যুবায়র (রাঃ) আমাকে বিবাহ করলেন, সে সময় একটি ঘোড়া ব্যতীত কোন যোগ্য সম্পদ, গোলাম বা অন্য কিছু দুনিয়াতে তার ছিল না। তিনি বলেন, আমি তার ঘোড়াটাকে ঘাস খাওয়াতাম, তার পারিবারিক কাজকর্মেও সঙ্গ দিতাম। আমি তার যত্ন নিতাম, তার পানিবাহী উটের জন্যে খেজুর বীচি কুড়াতাম, তাকে ঘাস খাওয়াতাম, পানি নিয়ে আসতাম, তার ঢোল ইত্যাদি মেরামত করতাম এবং (রুটির জন্য) আটা মাখতাম। তবে আমি ভাল রুটি বানাতে পারতাম না। তাই আমার কতিপয় আনসারী সাথী মহিলারা আমাকে রুটি পাকিয়ে দিত। তারা ছিল স্বার্থহীন মহিলা। আমি যুবায়র-এর জমি থেকে, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জায়গীর রূপে দিয়েছিলেন, (সেখান থেকে) খেজুর বীচি (কুড়িয়ে) আমার মাথায় করে বয়ে আনতাম। সেই (জমি) ছিল এক ক্রোশের দু-তৃতীয়াংশ (প্রায় দু'মাইল) দূরে অবস্থিত।

তিনি বলেন, আমি একদিন আসছিলাম আর বীচির বোঝা আমার মাথায় ছিল। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেখা পেলাম, সে সময় তার সাথে সাহাবীগণের একটি ক্ষুদ্র দল ছিল। তিনি আমাকে ডাকলেন এবং তার বাহনটি বসাবার আওয়াজ করলেন। যেন তিনি আমাকে বাহনের পেছনে উঠিয়ে নিতে পারেন। যুবায়র (রাঃ)-এর আত্মমর্যাদার কথা ভেবে আমি লজ্জাবোধ করলাম। যুবায়র (রাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ! তাঁর সাথে তোমার আরোহণের চাইতে তোমার মাথায় করে বীচি বয়ে আনা অনেক কঠিন ও কষ্টকর ছিল। অতঃপর আমার পিতা আবু বকর (রাঃ) আমার নিকট একজন খাদেম প্রেরণ করলেন। ঘোড়াটি দেখা-শুনার কাজে সে আমার পক্ষে যথেষ্ট হয়ে গেল। সে যেন আমাকে এ দায়িত্ব হ'তে মুক্ত করেছিল।[১]

৭. স্বামীর হক্ব আদায়কারীনী

স্বামীর হক্ব আদায় করা জন্য অতিব গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মুমিন মুসলমান স্বামীর আনুগত্য ও হক্ব আদায় করা মুমিনা নারীর জন্য আবশ্যক হয়ে যায়। স্ত্রী তার স্বামীর হক্ব আদায়ের ফলে স্বামীর অর্ধেক দ্বীনও পূর্ণ করে থাকে। আল্লাহর পরে সিজদা করার অনুমতি থাকলে স্বামীকে সিজদা করার অনুমতি দেয়া হতো। আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যদি আমি কাউকে নির্দেশ দিতাম আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সিজদা করার, তাহ'লে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করার জন্য। ঐ সত্তার শপথ করে বলছি যার হাতে আমার জীবন, মহিলারা ঐ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র হক্ব আদায় করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে স্বামীর হক্ব আদায় না করে। এমনকি স্বামী যদি যাত্রাপথে ঘোড়ার পৃষ্ঠেও তাকে আহ্বান করে তখনও তাকে বাধা না দেয়'।[২]

শারঈ ওযর ব্যতীত স্বামীর হক্ব আদায়ে স্ত্রী সর্বদা সাড়া দিতে প্রস্তুত থাকবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا ، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ. 'কোন পুরুষ যখন তার স্ত্রীকে নিজের বিছানায় ডাকে, আর স্ত্রী তার ডাকে সাড়া না দেয়, এভাবেই স্বামী রাত যাপন করে, সে স্ত্রীর ওপর ফিরিশতারা সকাল পর্যন্ত অভিশম্পাত করে'।[৩]

বিয়ের পরে নফল ইবাদতের জন্য স্বামীর অনুমতি নেওয়ার বিষয়টি কেবল তখন প্রযোজ্য, যখন স্বামী গৃহে অবস্থান করেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَلاَ تَأْذَنَ فِى بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ 'কোন নারীর উচিত নয় স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া নফল ছিয়াম পালন করা। ঠিক তেমনই কোন নারীর জন্য স্বামীর অনুমতি ছাড়া কাউকে ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়াও অনুচিত'।[৪] অন্যত্র এসেছে, وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ. 'যদি কোন স্ত্রী স্বামীর নির্দেশ ব্যতীত তার সম্পদ থেকে খরচ করে, তাহলে স্বামী তার অর্ধেক ছওয়াব পাবে'।[৫]

স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ছিয়াম না রাখা যায় না। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন নারী স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত (নফল) ছিয়াম পালন করবে না'।[৬]

আবু সাঈদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, هَذِهِ ابْنَتِي أَبَتْ أَنْ تَزَوَّجَ، فَقَالَ: أَطِيعِي أَبَاكِ كُلُّ ذَلِكَ تُرَدِّدُ عَلَيْهِ مَقَالَتَهَا، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ، فَقَالَ: حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ

১. *মুসলিম হা/২১৮২।*

২. *ইবনে মাজাহ হা/১৮৫৩; ছহীহাহ হা/১২০৩।*
৩. *বুখারী হা/৩২৩৭; ছহীহুল জামে' হা/৫৩২।*
৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩১; সনদ ছহীহ।*
৫. *বুখারী হা/৫১৯৫।*
৬. *বুখারী হা/৫১৯২।*

www.tawheederdak.com

لَوْ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ، فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَقَالَ: لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ ‘হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার এই মেয়েটি বিয়ে করতে অস্বীকার করছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মেয়েটিকে বললেন, ‘তুমি তোমার আব্বার কথা মেনে নাও। মেয়েটি বলল, আপনি বলুন, স্ত্রীর উপর তার স্বামীর হক্ব কী? তিনি বললেন, স্বামীর এত বড় হক্ব আছে যে, যদি তার নাকের দুই ছিদ্র থেকে রক্ত-পুঁজ বের হয় এবং স্ত্রী তা নিজের জিভ দ্বারা চেঁটে (পরিষ্কার করে), তবুও সে তার যথার্থ হক্ব আদায় করতে পারবে না! যদি মানুষের জন্য মানুষকে সিজদা করা সঙ্গত হত, তাহলে আমি স্ত্রীকে আদেশ করতাম, সে যেন তার স্বামী কাছে এলে তাকে সিজদা করে। যেহেতু আল্লাহ স্বামীকে স্ত্রীর উপর এত বড় মর্যাদা দান করেছেন। মেয়েটি বলল, সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে আমি বিয়েই করব না। নবী (ছাঃ) বললেন, তোমরা ওদের অনুমতি ছাড়া ওদের বিবাহ দিয়ো না।[৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لو تعلم المرأة حق الزوج لم تقعد ما حضر غداؤه و عشاؤه حتى يفرغ منه ‘যদি নারীরা পুরুষের অধিকার সম্পর্কে জানত, দুপুর কিংবা রাতের খাবারের সময় হ’লে, তাদের খানা না দেওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নিত না’।[৮]

৮. স্বামীর সন্তুষ্টির প্রতি যত্নশীল

বিবাহের পর স্বামীই তার স্ত্রীর মূল অভিভাবক। অতএব স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করা জায়েয হবে না। তবে স্বামী অন্যায়ভাবে এরূপ কিছু করলে স্ত্রী স্বামীকে নিজে বা অন্য কারু মাধ্যমে তাকে বুঝানোর চেষ্টা করবে। কিন্তু কোনক্রমেই তার অবাধ্য হওয়া যাবে না। হুছাইন ইবনে মিহছান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) জনৈকা মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ. قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ كَيْفَ أَنْتِ لَهُ. قَالَتْ مَا آلُوهُ إِلاَّ مَا عَجَزْتُ عَنْهُ. قَالَ فَانْظُرِى أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ. ‘তোমার কী স্বামী আছে? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তার কাছে কেমন? মহিলাটি বলল, আমি তার সন্তুষ্টি অর্জনে কোন ত্রুটি করি না। তবে আমার সাধ্যের বাইরে হ’লে ভিন্ন কথা। রাসূল (ছাঃ) মহিলাকে বলেন, লক্ষ্য রেখো, তোমার স্বামীই তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম’।[৯]

আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে দীর্ঘ রুকূ‘, ক্বিয়াম ও সিজদাসহ সূর্য গ্রহণের ছালাত আদায় করি এবং ছালাত শেষে লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা দেখলাম, আপনি নিজের জায়গা হ’তে কি যেন ধরছেন, আবার দেখলাম, আপনি যেন পিছনে সরে এলেন। জওয়াবে তিনি বলেন, إِنِّى رَأَيْتُ الْجَنَّةَ، فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُودًا، وَلَوْ أَصَبْتُهُ لأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَأُرِيتُ النَّارَ ، فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ. ‘আমি জান্নাত দেখেছিলাম এবং এক গুচ্ছ আঙ্গুরের প্রতি হাত বাড়িয়েছিলাম। আমি তা পেয়ে গেলে দুনিয়াতে থাকা পর্যন্ত অবশ্যই তোমরা তা খেতে পারতে। অতঃপর আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়, আমি আজকের মত ভয়াবহ দৃশ্য কখনো দেখিনি। সেখানে দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ বাসিন্দা নারী’। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কী কারণে অধিকাংশ নারী? তিনি বলেন, بِكُفْرِهِنَّ. ‘তাদের কুফরীর কারণে’। জিজ্ঞেস করা হ’ল, তারা কি আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে?

৭. *মুস্তাদারিক হাকেম হা/২৭৬৭; ছহীহুল জামে‘ হা/৩১৪৮।*
৮. *ত্ববরানী, ছহীহুল জামে‘ হা/৫২৫৯।*
৯. *আহমাদ হা/১৯০২৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬১২।*

তিনি বলেন, يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ. 'তারা স্বামীর অবাধ্য থাকে এবং তাদের ইহসানকে অস্বীকার করে। তুমি যদি তাদের কারো প্রতি সারা জীবন সদাচরণ কর, অতঃপর সে তোমার হ'তে সামান্য ত্রুটি পায়, তাহ'লে বলে ফেলে, তোমার কাছ থেকে কখনো ভাল ব্যবহার পেলাম না'।[১০]

হযরত উমামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ آذَانَهُمْ الْعَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ. 'তিন ব্যক্তির ছালাত তাদের মাথার উপরে উঠে না (কবূল হয় না)। এক. পলাতক গোলামের ছালাত, যতক্ষণ না সে মনিবের নিকট ফিরে আসে। দুই. সে নারীর ছালাত, যে নিজ স্বামীকে রাগান্বিত রেখে রাত যাপন করে। তিন. সে আমীরের ছালাত, যার ওপর তার অধীনস্তরা অসন্তুষ্ট'।[১১]

স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হ'লে জাহান্নামে যাবে, এ কথা সম্পূর্ণ সঠিক নয়। কেননা স্বামী শরী'আত বিরোধী কোন নির্দেশ দিলে স্ত্রী তা মানতে বাধ্য নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِى مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ 'সৃষ্টিকর্তার নাফরমানী করে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না'।[১২]

৯. স্বামীকে কষ্ট দেয় না

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য স্ত্রীর মধ্যে প্রধানতঃ যে গুণাবলী থাকা আবশ্যক তা হ'ল- (১) স্বামীর সাথে সর্বদা হাসি মুখে কথা বলা (২) স্বামীর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা, যদি তা শরী'আতের পরিপন্থী না হয় (৩) নিজের ইজ্জত রক্ষা করা (৪) স্বামীর ধন-সম্পদ হিফাযত করা (৫) অল্পে তুষ্ট থাকা।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, নারীদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কে? তখন রাসূল (ছাঃ) সর্বোত্তম আদর্শবতী স্ত্রী সম্পর্কে বলেন, الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلاَ تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ– 'উত্তম স্ত্রী সেই, যার দিকে তাকিয়ে স্বামী আনন্দিত হয়। স্বামী কোন আদেশ করলে তা পালন করে এবং নিজের ব্যাপারে ও স্বামীর সম্পদের ব্যাপারে স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছুই করে না।[১৩]

স্বামীকে কষ্ট দিলে জান্নাতের হুররা স্ত্রীর প্রতি ভর্ৎসনা করে থাকে। মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تُؤْذِى امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِى الدُّنْيَا إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ لاَ تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا. 'পৃথিবীতে কোন স্ত্রীলোক যখনই তার স্বামীকে কষ্ট দেয় তখনই (জান্নাতের) বিস্তৃত চক্ষুবিশিষ্ট হুরদের মধ্যে তার (ভাবী) স্ত্রী বলে, হে অভাগিনী! তাকে কষ্ট দিও না। তোমাকে আল্লাহ তা'আলা যেন ধ্বংস করে দেন! তোমার নিকট তো তিনি কিছু সময়ের মেহমান মাত্র। শীঘ্রই তোমার হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি আমাদের নিকট চলে আসবেন'।[১৪]

উত্তম নারী সেই, যার দিকে তাকিয়ে স্বামী খুশী হয়। রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِى 'কোন নারী উত্তম? জওয়াবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, যখন স্বামী তার দিকে তাকায়, তখন সে স্বামীকে আনন্দিত করে'।[১৫] ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ النبي فِي الْجَنَّةِ والصديقُ فِي الْجَنَّةِ وَالشَّهِيْدُ فِي الْجَنَّةِ وَالمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ والرَّجُلُ يَزُوْرُ أَخَاهُ فِيْ نَاحِيَةِ المِصْرِ لاَ يَزُورُهُ إِلاَّ للهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنسائكُمْ مِن أهلِ الجَنَّةِ الوَدُودُ الْمَولُودُ العَؤُودُ عَلَى زَوْجَهَا الَّتِيْ إِذَا غَضَبَ جَاءَتْ حَتَّى تَضَعَ يَدَهَا فِي يَدِ زَوْجَهَا وَتَقُوْلُ لاَ اذوْقُ غَمَضًا حتَّى تَرْضَى 'আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতের অধিবাসী পুরুষদের সংবাদ দিব না? নবী জান্নাতী, সত্যবাদী জান্নাতী, শহীদ জান্নাতী, নবজাতক শিশু জান্নাতী, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দ্বীনী ভাইয়ের সাক্ষাৎকারী জান্নাতী। আর ঐসব স্ত্রীগণ হচ্ছে জান্নাতের অধিবাসী যারা বন্ধুভাবাপন্ন, স্নেহশীল, বেশী বেশী সন্তান প্রসবকারিণী, স্বামীর প্রতি বারংবার গভীর প্রেম বিনিময়কারিণী। কোন সময় স্বামী রাগান্বিত হ'লে, স্বামীর হাতে হাত রেখে বলে, আমি আপনার সন্তুষ্টি অর্জন না করা পর্যন্ত কোন খাবার খাব না'।[১৬] (চলবে)

[লেখক : যশপুর, তানোর, রাজশাহী]

১০. আহমাদ হা/১৭১১, ৩৩৭৪; বুখারী হা/১০৫২; মুসলিম হা/৯০৭; নাসাঈ হা/১৪৯৩; ইবনে হিব্বান হা/১৩৭৭; মিশকাত হা/১৪৮২।
১১. তিরমিযী হা/৩৬০; মিশকাত হা/১১২২; সনদ হাসান।
১২. শারহুস সুন্নাহ, আহমাদ, তিরমিযী হা/৪৯৮; ছহীহুল জামে' হা/৭৫২০; মিশকাত হা/৩৬৯৬।
১৩. নাসাঈ, মিশকাত হা/৩২৭২; 'বিবাহ' অধ্যায়, 'স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ' অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ আলবানী ।
১৪. আহমাদ হা/২২১৫৪; তিরমিযী হা/১১৭৪;; ছহীহুল জামে' হা/৭১৯২; মিশকাত হা/৩২৫৮।
১৫. নাসাঈ হা/৩২৩১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮৩৮; মিশকাত হা/৩২২৭।
১৬. সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮৭; শু'আবুল ঈমান হা/৮৩৫৮।

অশ্লীলতার নানামুখ : প্রতিরোধ কীভাবে?

-মুহাম্মাদ আবু হুরায়রা ছিফাত

কিছুদিন আগে ফেসবুকে একটা পোস্ট নযরে আসল। সেখানে বিয়ের একটি ছবিতে লেখা যে, 'পরিচয়টা থাকুক আগে থেকে আর বিয়েটা হোক পারিবারিকভাবে'। এই কথাটা আগে কখনো শুনিনি, ইদানীং চালু হয়েছে। ব্যাপারটা নতুন বোতলে পুরোনো মদের মতো। সুদকে যেমন ইন্টারেস্ট বা প্রফিট নাম দিয়ে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, তেমনি 'পূর্ব পরিচিতি' শব্দটা ব্যবহার করা বিবাহ বর্হিভূত প্রেম-ভালোবাসার উপর বৈধতার নতুন ফ্লেভার বা প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা। আমরা ইতিপূর্বে প্রেম-ভালোবাসার কথা শুনেছি, শুনেছি মুক্তমনাদের কাছে 'লিভ টুগেদার', বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড কালচার ইত্যাদি যে ব্যাপারে আমাদের যুবসমাজের একটা বড় অংশ অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, আগের এই টার্মগুলো থাকতে নতুন এই 'পূর্ব পরিচিতি' টার্ম বা পরিভাষা কেন আমদানী করা হ'ল?

এর উত্তর হ'ল, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি (তথা যেনা-ব্যভিচার) মুসলিম সমাজে স্বাভাবিকীকরণ করার একটা বুদ্ধিবৃত্তিক হাতিয়ার। মুসলিম অধ্যুষিত আমাদের এই সমাজে যদিও ধীরে ধীরে রক্ষণশীলতা কমতে শুরু করেছে, কিন্তু তবুও 'প্রেম' কিংবা 'বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড' শব্দটা এখনো পর্যন্ত নিজেদের সন্তানদের জন্য মেনে নিতে পারেন না মুসলিম অভিভাবকরা; এখনও এসবের দিকে মুরুব্বীরা বাঁকা চোখে তাকান। ফলত শাসনের মুখে পড়তে হয় অধিকাংশকেই। তাই কিছুটা অন্য নামে, অন্য রঙে, অন্য পোশাকে হাযির করা হয়েছে আগের সেই একই প্রডাক্ট। ব্যাপারটা মাথায় পরচুলা লাগানোর মতো। প্রেম-ভালবাসা কিংবা বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড নাম দিয়ে সুবিধা করা যাচ্ছে না, তাহলে বলো 'জাস্ট ফ্রেন্ড', এটাও না হ'লে অন্য কিছু দেখো। একটা গ্রহণযোগ্য না হ'লে আরেকটা নাম দাও। একটা না একটা সমাজ হালকাভাবে নিবেই। আর এরই ধারাবাহিকতায় এবার এসেছে 'পূর্ব পরিচিতি' নামের এই ছলনা। সবার কাছে সহজ বলেই মনে হবে। মনে হবে শুধু একটু পরিচয়-ই তো, সামান্য একটু ফোনে হয়তো কথা বলা বা ম্যাসেঞ্জারে কিছু চ্যাটিং কিংবা পার্ক বা কফিশপে একলা একটু-আধটু সাক্ষাৎ; সামান্য পরিচয় হওয়াতে তো কোনো সমস্যা দেখি না! উপরন্তু টিভি-সিরিয়াল, নাটক-সিনেমায় এসব অহরহ দেখানো হয়; বিশেষত ভারতীয় মিডিয়াগুলোতে এবং সেই স্রোতের ধাক্কা অবধারিতভাবে আছাড় খায় বাংলাদেশী মিডিয়ায়। এরপর অভিভাবকরা আত্মতুষ্টির ঢেকুর তুলবেন। তারপর আস্তে আস্তে এই চোরাপথ প্রশস্ত হতে শুরু করবে, ছড়িয়ে পড়বে মহামারী আকারে। এভাবে একটা সময় এগুলো স্বাভাবিক হয়ে যাবে আমাদের সমাজে। অঘোষিতভাবে হয়ে যাবে আমাদের সংস্কৃতির একটি অংশ। তারপর বিরোধিতা করা তো দূরের কথা আধুনিকতা, প্রগতি আর ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে একে একে এগুলোকে বৈধ জ্ঞান করা হবে, আওয়াজ উঠবে এগুলোর নৈতিক এবং সামাজিক স্বীকৃতির পক্ষে। একটা একটা ধাপ পেরিয়ে ঠিক যেভাবে পাশ্চাত্যে সমকামিতা বৈধতার দাবি তোলা হয়েছিল। পাকিস্তান বা তুরস্কে ভাস্কর্য থাকাটা যেমন বঙ্গদেশীয় সুশীলদের কাছে ভাস্কর্য তৈরীর বৈধতার প্রমাণ, ঠিক তেমনি একটা সময়ে গিয়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির নখরের আঘাতে জর্জরিত অন্য কোনো এক মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে এসব সংস্কৃতি বিদ্যমান থাকাকে হয়তো বৈধতার নতুন প্রমাণ হিসাবে আনা হবে। তারপর এটাও অসম্ভব নয় যে, হয়তো এই পূর্ব পরিচিতিতে আর সন্তুষ্ট থাকতে পারবে না সে প্রজন্ম; হয়তো আরো একটু এগিয়ে গিয়ে 'লিভ টুগেদার' চর্চা শুরু হবে। প্রকাশ্যে চলবে পশ্চিমাদের মত যেনা, ব্যভিচার আর অশ্লীলতার জয়জয়কার।

নেপথ্যে কারা?

আগ্রাসী ক্রুসেড যুদ্ধ বহু পূর্বেই শেষ হলেও থেমে থাকেনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে চক্রান্তের নীল নকশা। অনেক দশক আগে থেকেই নতুন করে শুরু হয়েছে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডের কাল। আর এর পেছনে রয়েছে মুসলিমদের জাত শত্রু ইহুদী ও খৃষ্টানরা। মুসলিমদের বাহুবলে দুর্বল করা সম্ভব না-এই সত্য অনুধাবন করার পর তারা সচেষ্ট হয়েছে মুসলিমদের আদর্শিকভাবে ভ্রষ্ট করে দেবার জন্য এবং এই পথে তারা সিংহভাগই সফল। আর এটা করতে তাদের মূল টার্গেট হ'ল মুসলিম জাতির প্রাণশক্তি যুবসমাজ। ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী বলেন, **'কোন জাতিকে যদি যুদ্ধ ছাড়াই ধ্বংস করতে চাও, তাহলে তাদের তরুণদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে দাও'**।

উত্তরণের পথ

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা অশ্লীলতার কাছেও যেও না। কিন্তু আজকের দিনে এই বাস্তবতা অনুধাবন করা অত্যন্ত যরূরী যে, এখন কাউকে অশ্লীলতার কাছে যেতে হয় না বরং অশ্লীলতা এবং অপসংস্কৃতি নিজেই আপনার কাছে চলে আসে। টিভি, মোবাইল, পত্রিকা বা রাস্তাঘাটে সিনেমার পোষ্টারসহ আরো বহু মাধ্যম দিয়ে অশ্লীলতা আপনা থেকেই ধেয়ে আসছে। এমতাবস্থায় আমাদের মধ্যকার গুটিকতক মানুষ হয়তো ছবর করে এর থেকে দূরে থাকতে পারবে; কিন্তু সমাজের সিংহভাগই ভেসে যাবে স্রোতের অনুকূলে। এই সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য ইবনে খালদুনের 'পরাজিত জাতি বিজয়ী জাতির অনুকরণ করে' তত্ত্বটা আমাদের অনুধাবন করা যরূরী। আজকে আমাদের দৃষ্টিতে বিজয়ী জাতি হ'ল পশ্চিমা বিশ্ব, যারা যাবতীয় অশ্লীলতা এবং অপসংস্কৃতি প্রসারের জন্য অর্থনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মিডিয়াসহ সম্ভবপর সব দিক দিয়ে পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রণোদনা দিয়ে যাচ্ছে। আর তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব কিংবা অন্ধ অনুকরণ করে যাচ্ছে আমাদের প্রজন্ম যুবসমাজ। আমরা হয়তো এই ভয়াল স্রোতের বিপরীতে সাময়িকভাবে কিছু নছীহত করবো, বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করার কথা বলবো ফিতনাময় এই অবস্থায়। কিন্তু এটা বালির বাঁধ দেবার চেষ্টা বৈ কিছুই নয়। জেনে রাখা দরকার যে, বালির বাঁধ পতন রুখতে পারে না। পতন রুখতে হলে প্রয়োজন সেই পাশ্চাত্য সংস্কৃতির উৎসমূল বন্ধ করে দেওয়া, যেখান থেকে এই নোংরা জল গড়িয়ে আসছে। সেই সাথে প্রয়োজন অশ্লীলতাকে ঘৃণা করতে শেখা এবং পাহাড়সম ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক কর্ম কৌশল নির্ধারণ করে বাতিলের মোকাবিলা করা; পরিপূর্ণভাবে ইসলামী শরী'আতের কাছে আত্মসমর্পণ করা। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!

[লেখক : ছাত্র, মান্দা, নওগাঁ]

সামাজিক অবক্ষয় ও ইসলাম

-আব্দুর রাযযাক বিন তমিযুদ্দীন

মানুষকে আল্লাহ অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্ব দিয়েছেন। অথচ এক সময় মানুষ উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। মহান আল্লাহ বলেন, 'মানুষের উপর যুগের এমন একটি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কোন বস্তু ছিল না। আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি (পিতা-মাতার) মিশ্রিত শুক্রবিন্দু হ'তে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য। অতঃপর আমরা তাকে করেছি শ্রবণশক্তিসম্পন্ন ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন । আমরা তাকে সুপথ প্রদর্শন করেছি। এক্ষণে সে কৃতজ্ঞ হৌক কিংবা অকৃতজ্ঞ হৌক' *(দাহর ৭৬/১-৩)*।

মানুষকে আল্লাহ স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন; তার জীবনের অতিক্রান্তের তিনটি সময় তথা শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্যকাল নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কিন্তু স্বাধীন চিন্তাশীল মানুষ মহান আল্লাহকে ভুলে নিজেকে চরম বিপদে পতিত করে কিংবা আল্লাহ্র শোকরগোযার বান্দাতে পরিণত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে সামাজিক অবক্ষয় রোধে ইসলামের ভূমিকা নিয়ে আলোচনার প্রয়াস পাব।

সামাজিক অবক্ষয়

মানুষের ছোট কালের শিক্ষা পাথরে খোদাই করার মত স্থায়ী, যা হৃদয় থেকে কখনো মুছে যায় না। আরবী প্রবাদে আছে, التعليم في الصغر كالنقش علي الحجر، و التعليم في الكبر كالنقش علي الماء 'ছোটকালের শিক্ষা পাথরে খোদাই করার মত এবং বয়স্ক বয়সের শিক্ষা পানিতে অংকনের মত'। শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। যে শিক্ষা মানুষের মনুষ্যত্বের শিরদাড়াকে সোজা রাখতে পারে, সেটিই প্রকৃত শিক্ষা। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ- 'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন' *(আলাক্ব ৯৬/১)*।

ইসলাম নৈতিক শিক্ষার আধার। এই শিক্ষার মাধ্যমে সৃষ্টিজীব মানুষ তার স্রষ্টা এবং পালনকর্তাকে চিনতে পারে। কেননা তাক্বওয়াশীল সুনাগরিক হ'তে হ'লে মহান আল্লাহ তথা মা'বূদের সাথে আবেদের মধ্যে সুদৃঢ় সম্পর্ক থাকতে হবে। নইলে জগৎ সংসার ফিৎনা-ফাসাদ আর অশান্তিতে ভরে যাবে। দুনিয়া বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে।

আজকে আমাদের সমাজের চিত্র ভিন্ন। তথ্যপ্রযুক্তির যুগে একটি শিশু ছোটকাল থেকেই সমাজিক অবক্ষয়ে পতিত হচ্ছে। পিতামাতা শিশু সন্তানকে যথাযথ শিক্ষা প্রদানের পূর্বেই মোবাইল, কম্পিউটারের মত বিষাক্ত ডিভাইস তুলে দিচ্ছে। ফলে একটা ছোট্ট বাচ্চা অসহ্য মানসিক চাপে দিনাতিপাত করছে। অন্যদিকে শিক্ষার নামে বাচ্চার খেলার বয়সে অতিরিক্ত বইয়ের বোঝা বহন করতে হচ্ছে। পিতামাতা বাচ্চার হাতে ছোট বয়সে শিক্ষাসামগ্রী তুলে দিলেও কুরআন শিক্ষার মত বরকতময় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে বস্তুবাদী শিক্ষার সবক দিচ্ছে। এভাবে সামাজিকভাবে একটা শিশুকে গলা টিপে হত্যা করা হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্র স্বাধীন সৃষ্টি একদিন সমাজ ও শয়তানের দাসে পরিণত হচ্ছে।

মানুষের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হ'ল তার যৌবনকাল। এই যৌবনে নিষিদ্ধ কাজের প্রতি যুবসমাজ আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। প্রবাদে আছে, الإنسان حريص في ما منع- 'মানুষ নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়'। বর্তমান যুবসমাজের অন্যতম ব্যাধি হচ্ছে মাদকতা। মাদক একটি জাতি ধ্বংসকারী নিরব সংক্রামক ব্যাধি। আমাদের দেশে এ সমস্যা অতি প্রকট। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ বিষবাষ্পের মতো ছড়িয়ে পড়েছে জীবন বিনাশী নীলনেশা মাদকদ্রব্য। লাখ লাখ তরুণ-তরুণীর জীবনে ড্রাগস এখন সহজলভ্য। অথচ ইসলামে এটা স্পষ্ট হারাম। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ- 'হে বিশ্বাসীগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, বেদী ও শুভাশুভ নির্ণয়ের তীর সমূহ নাপাক ও শয়তানী কাজ। অতএব তোমরা এসব থেকে বিরত থাক, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও' *(মায়েদাহ ৫/৯০)*।

মাদকাসক্তির কারণে বর্তমানে অন্যায়ভাবে মানব হত্যা এবং এ সংক্রান্ত অন্যায়-অপরাধের প্রবণতা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, প্রত্যেক সচেতন নাগরিক জীবন নিয়ে চরমভাবে উৎকণ্ঠিত কখন কি হয়!। সম্প্রতি বাংলাদেশে শিশু ধর্ষণ, হত্যা, নির্যাতন চরম রূপ নিয়েছে। এমনকি কন্যা শিশুরাও এই বিকৃত লালসার শিকার হচ্ছে। এ কারণে কন্যা শিশু থাকা পরিবারে বাবা মা সহ স্বজনরা এখন চরম আতঙ্কে সময় পার করছে। প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও একাধিক শিশু ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। তাছাড়া যুবতী তরুণীরাও প্রতিনিয়ত নির্যাতন ও ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। বাদ পড়ছে না মধ্যবয়স্ক ও বৃদ্ধরাও। এমনকি ধর্ষণের পর ফেঁসে যাওয়ার ভয়ে নিষ্পাপ শিশুদের নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে। ধর্ষণের শিকার অধিকাংশ মহিলাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে।

অথচ আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করে বলেন, 'যে কেউ জীবনের বদলে জীবন অথবা জনপদে অনর্থ সৃষ্টি করা ব্যতীত কাউকে হত্যা করে, সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করে' *(মায়েদাহ ৬/৩২)*। এই মর্মে

হাদীছে এসেছে, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, পবিত্র মুসলিম সে যার মুখ ও হাত থেকে ওপর মুসলিমরা শান্তি ও নিরাপদে থাকে'।[১৭]

মাদকাসক্তির প্রকৃত কারণ :

এর জন্য ৫টি কারণ বেশী দায়ী। যথা-

(১) পাশ্চত্যের অনুকরণ (২) ব্যক্তি জীবনে হতাশা (৩) বেকারত্ব (৪) নৈতিক অবক্ষয় (৫) সামাজিক মূল্যবোধের অবলুপ্তি।

আমাদের যুবসমাজ তাদের চলার পথ তথা জীবনের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে সন্দিহান। তারা জীবনের সঠিক ইসলামী আদর্শ এবং নীতিবোধ হ'তে বঞ্চিত। তাদের জানা নেই, কোন পথ ধরে এগুবে, কী তাদের লক্ষ্য। এই মানসিক অস্থিরতা ও ঔদাসীন্যের কারণেই তারা মাদকের দংশনে দংশিত হচ্ছে। যার প্রভাবে জ্বালাও-পোড়াও, ভাংচুর, ধর্ষণ, হত্যা প্রভৃতি নোংরা ও জঘন্য কর্মে তারা লিপ্ত হচ্ছে।

নৈতিক অবক্ষয় রোধে ইসলাম :

ইসলাম নৈতিক উপদেশের সাথে নিবর্তনমূলক আইনও রেখেছে, যাতে অপরাধ নির্মূলে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। যেমন (১) হুদুদ তথা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি। (৩) তাজির তথা ভীতি প্রদর্শন মূলক শাস্তি।

এমন শাস্তির মূল উদ্দেশ্য হলো তিনটি। (ক) অপরাধীকে শোধরানো বা ক্ষমার পথ তৈরী করা (খ) ক্ষতিগ্রস্থদের স্বান্ত না দেওয়া। (গ) অন্যদেরকে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে নিরুৎসাহিত করা। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! নিহতদের রক্তের বদলা গ্রহণের বিষয়টি তোমাদের উপর বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস ও নারীর বদলে নারী। এক্ষণে তার ভাইয়ের পক্ষ হ'তে যদি তাকে কিছু মাফ করে দেওয়া হয়, তবে সেটা যেন সুন্দরভাবে তাগাদা করা হয় এবং তাকে ভালোভাবে তা পরিশোধ করা হয়। এটা তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হ'তে লঘু বিধান ও বিশেষ অনুগ্রহ। অতঃপর যদি কেউ এর পরে বাড়াবাড়ি করে, তবে তার জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি আর হে জ্ঞানীগণ! হত্যার বদলে হত্যার মধ্যে তোমাদের জীবন নিহিত রয়েছে। যাতে তোমরা সাবধান হ'তে পার *(বাক্বারাহ ২/১৭৮-১৭৯)*।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! উপরোক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়। যেমন- (১) ইসলামে ন্যায় বিচার সবার জন্য (২) ক্ষতিগ্রস্থদের অধিকার আছে বৈধ উপায়ে প্রতিশোধ নেওয়ার (৩) ন্যায় বিচারটা হ'তে হবে আল্লাহ্‌র দেওয়া বিধান মোতাবেক। (৪) আল্লাহ্‌র দেওয়া বিধান উপেক্ষাকারীদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি (৫) কিছাছের মাধ্যমে অন্যদের জীবনের নিরাপত্তা রয়েছে।

নিশ্চয় শেষের বাক্যে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, হত্যাকারীকে হত্যা করার মধ্যে দিয়ে কীভাবে জীবন বাঁচানো যায়? এই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর হ'ল, যখন কোন অপরাধী ঠিক তার অপরাধের সমপরিমাণ শাস্তি পাবে, তখন সমাজে অন্য কেউ ঐ অপরাধে জড়াতে পারবে না, এটাই মানব প্রকৃতি। সুতরাং একজনের মৃত্যুদন্ডের মধ্যে দিয়ে ভবিষ্যতে অন্যদের জীবনকে নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব। ইসলামী বিধান সমাজে ন্যায়বিচারের একটি জীবন্ত শিক্ষা হিসাবে কাজ করবে। সুতরাং হুদুদ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি অনুযায়ী একজন যেনাকারী বা ধর্ষককে যদি রজম করে হত্যা করা হয়, একজন চোরকে যদি তার হাত কেটে দেওয়া হয় এবং একজন অন্যায়ভাবে হত্যাকারীর যদি ফাঁসি কার্যকর করা হয়। তখন অন্যরা সেই ভয়াবহতা সরাসরি অনুভব করবে এবং এই ধরণের কোন অন্যায়ের সঙ্গে কখনও নিজেকে সম্পৃক্ত করতে চাইবে না।

অতএব মাদকাসক্তিসহ যাবতীয় সামাজিক অন্যায়ে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ করতে হবে। পাশাপাশি পরিবার ও সামাজিক পর্যায়ে আরো বেশি সচেতনতা বৃদ্ধি করা যরূরী। একই সঙ্গে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার প্রতি মানুষকে আগ্রহী করতে হবে। নৈতিক আদর্শ শিক্ষা প্রদান করতে হবে।

আমরা চাই না এমন দুর্বৃত্ত সন্তান কারো ঘরে জন্ম গ্রহণ করুক। এমন অসভ্য বর্বর ছাত্র কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থাকুক। যারা এসব কুসন্তানের জনক জননী তাদের ধিক্কার জানাই যারা তাদের সন্তান জন্ম দিয়েই দায়িত্ব সেরেছেন। মানুষ করার দায়িত্ব নেননি। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক। আর প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নেতা একজন রক্ষক, সে তার অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের রক্ষক, তাকে তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে'।[১৮]

পরিশেষে বলা যায় যে, সত্যিকার অর্থে যদি কোন অপরাধীকে তার অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করা হয়, তাহ'লে বিশ্বজিৎ কিংবা রিফাতের মত আর কাউকে দুর্ঘটনার শিকার হ'তে হবে না। আর ছোট্ট মেয়েকে ধর্ষণের শিকার হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে না। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সমাজকে যাবতীয় অবক্ষয় থেকে নিরাপদ রাখুন এবং আমাদের জীবনকে আপনার পথে কবুল করুন-আমীন!

[লেখক : সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ ও ভারপ্রাপ্ত মুহতামিম, বড়পাথার বালিয়াদিঘী মাদরাসাতুল হাদীছ ও ইয়াতিম খানা, শাহজাহানপুর, বগুড়া]

১৭. *বুখারী হা/১০; মিশকাত/৬।*

১৮. মিশকাত হা/৩; বুখারী হা/৩৫৮৮।

হাফেয ছানাউল্লাহ মাদানী

-আব্দুল হাকীম

বর্তমান সময়ের পাকিস্তানের অন্যতম সালাফী বিদ্বান ছিলেন শায়খ হাফেয ছানাউল্লাহ মাদানী (রহঃ) (১৯৪০-২০২১ইং)। মুহাদ্দিছ, মুফতী এবং লেখক হিসাবে তিনি ছিলেন অনন্য জ্ঞানের আঁধার। আর এ কারণেই পাকিস্তানে তিনি হাফেয হিসাবে সুপ্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

নাম ও জন্ম ঃ প্রকৃত নাম ছানাউল্লাহ, উপনাম- আবুন নাছর; পূর্ণনাম- ছানাউল্লাহ ইবনু ঈসা খান ইবনু ইসমাঈল খান আল কালাসাভী লাহোরী। তিনি মহাগ্রন্থ আল কুরআনের হাফেয। এজন্য দেশীয় প্রথানুসারে খুব ছোট থেকেই তাকে হাফেয সম্বোধন করে ডাকা হয়। এছাড়া যেহেতু তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সমাপ্ত করেছেন। এজন্য মাদানী বলে সম্বোধন করা হয়।

১৩৬০ হিজরী মোতাবেক ১৯৪০ সালে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের লাহোরের নিকটবর্তী কালাস গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজ গ্রামেই ইবতেদায়ী স্তরের প্রাথমিক শিক্ষা শেখেন। খুব অল্প বয়সেই পবিত্র আল-কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি পড়াশুনার জন্য লাহোরে যান এবং সেখানে 'জামি'আ আহলুল হাদীছ লাহোরে' ভর্তি হন। সাথে সাথে তিনি 'জামি'আ মুহাম্মাদিয়াহ উকাড়া'তেও কিছু সময় পড়াশুনা করেন। এখানেই তিনি তাঁর প্রিয় ব্যক্তিত্ব এবং তার শিক্ষার্জনের অগ্রপথিক শায়খ আল্লামা হাফেয আব্দুল্লাহ রৌপড়ীর প্রথম সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পান এবং দীর্ঘ আট বছর পর্যন্ত তার সংস্পর্শে কাটানোর সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি তাঁর নিকট থেকে মৌলিক বিষয়াবলীতে খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে গভীর ইলম অর্জনে সক্ষম হন। ১৩৮১ হিজরী মোতাবেক ১৯৬১ সালে তিনি এখানে থেকেই ফারাগাত হাছিল করেন।

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শুরুর দিকেই তিনি ১৩৮৩ হিজরীতে স্বীয় প্রিয় উস্তায শায়খ আল্লামা হাফেয আব্দুল্লাহ রৌপড়ী রাহিমাহুল্লাহ-এর তাযকিয়া পেয়ে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার সুবর্ণ সুযোগ পান। তিনি সেখানে শরী'আহ বিভাগ থেকে ১৩৮৮ হিজরীতে লিসান্স সমাপ্ত করেন। তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞ উস্তাযবৃন্দ এবং হারামের মাশায়েখের কাছেও গভীর ইলম অর্জন করেন।

এরপর তিনি দাঈ এবং শিক্ষক হিসাবে মদীনা থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি খেদমতের পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষা চলমান রাখেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৩ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। সাথে সাথে তিনি ঐ বছরেই আরবী সাহিত্যে তাখাসসুস ডিগ্রী অর্জন করেন।

উস্তাযবৃন্দ ঃ তিনি পাকিস্তানসহ মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং মসজিদে নববীর দারস মিলিয়ে অনেক উস্তাযের নিকট থেকে ইলম অর্জন করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নাম উল্লেখ করা হ'ল-

পাকিস্তানে- শায়খুস সুন্নাহ আল্লামা হাফেয আব্দুল্লাহ রৌপড়ী, মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-ফালাহ, মুহাম্মাদ হাসান অমৃতসরী, কাদির বখশ ভাওয়ালপুরী, মুহাম্মাদ কুনকুনপুরী, ড. মুজীবুর রহমান [তাফসীর ইবনে কাছীর এর-বাংলা অনুবাদক], তাজুদ্দীন হানাফী প্রমুখ।

সঊদী আরবে- শায়খ আব্দুল আযীয ইবনু বায, শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী, শায়খ মুহাম্মদ আমীন শানক্বীত্বী, শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ, শায়খ আব্দুল্লাহ গুনায়মান, আব্দুল গাফফার হাসান রাহমানী, শায়খ হাম্মাম আনছারী, মুহাম্মাদ গোন্দলভী, তাকীউদ্দীন হিলালী, শায়খ মুখতার শানক্বীত্বী, শায়খ আবু বকর জাযায়েরী, শায়খ মুহাম্মদ আমান আল জামী, মুহাম্মাদ আলী আল লাখাভী, শায়খ আতিয়্যাহ মুহাম্মাদ সালিম, মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম আলে শায়খ, শায়খ আব্দুল হক্ব হাশেমী, শায়খ হাফেয ফাতহী পাকিস্তানী রাহিমাহুমুল্লাহ আজমাঈন।

ইজাযাহ কেন্দ্রিক শায়খগণ ঃ শায়খ রাহিমাহুল্লাহ অনেক উস্তাযের কাছে ইলম অর্জন করেছেন এবং তাঁদের থেকে সনদ ও ইজাযাহ গ্রহণ করেছেন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কিছু তুলে ধরা হলো। যথা-

১. আল্লামা হাফেয আব্দুল্লাহ আর রৌপড়ী- তিনি তাঁর কাছে কুতুবুস সিত্তাহসহ হাদীছের প্রায় সকল কিতাব পড়েছেন। সাথে সাথে তিনি সনদ ও ইজাযাহ গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল- আদাবুল মুফরাদ, শামায়েলে তিরমিযী, মুসনাদে শাফেঈ, মুসনাদে ত্বয়ালিসী, হুমায়দী, দারেমী, সহীহ ইবনু খুযাইমাহ, মুজাম আত তবারানী, বুলুগুল মারাম ইত্যাদি। মোটকথা তিনি তাঁর নিবিড় সংস্পর্শে দীর্ঘ আট বছর ছিলেন। এসময়ে সম্ভাব্য সকল কিতাব অধ্যয়ন করেন।

২. হাম্মাদ ইবনু মুহাম্মদ আনছারী মাদানী (মৃ. ১৪১৮ হি.)। শায়খ রাহিমাহুল্লাহ মদীনা অবস্থানকালে তাঁর থেকে দুইবার ইজাযাহ গ্রহণ করেন। এবিষয়ে আল মাজমূ' ফী তারজামাতিশ শায়খ আল্লামা মুহাদ্দিছ হাম্মাম আনছারী [المجموع في ترجمة الشيخ العلامة المحدّث حماد الأنصاري] গ্রন্থে উল্লেখ আছে। তিনি তাঁর সাথে মদীনায় মাকতাবাতুল হাদীছিয়াহতে কিছু গবেষণা কাজ করেন।

৩. মুহাম্মাদ আব্দুহু ফালাহ ফায়রুযাবাদী (মৃ. ১৪২০ হি.)। তিনি তাঁর কাছে ছহীহ বুখারী এবং তিরমিযী পড়েন এবং ইজাযাহ গ্রহণ করেন।

৪. মুহাম্মাদ আলী ইবনু মহিউদ্দিন আব্দুর রহমান সালাফী (মৃ. ১৩৯৪ হি.)। তিনি তাঁর থেকে হাদীছের প্রসিদ্ধ সাতটি গ্রন্থের ইজাযাহ গ্রহণ করেছেন।

৫. আব্দুল হক্ব ইবনু আব্দিল ওয়াহেদ হাশেমী মাক্কী (মৃ. ১৩৯২ হি.)। তিনি হারামাইনে তাঁর দারসে নিয়মিত বসতেন। তাঁর থেকে হাদীছের ইজাযাহ বিশেষ করে ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর 'কিতাবুল উম্ম'-এর ইজাযাহ গ্রহণ করেন।

৬. তাকীউদ্দীন ইবনু আব্দিল কাদির হিলালী সালাফী (মৃ. ১৪০৭ হি.)। মসজিদে নববীর দারসে তিনি নিয়মিত বসতেন। সেখানে তাঁর থেকে ইজাযাহ গ্রহণ করেন।

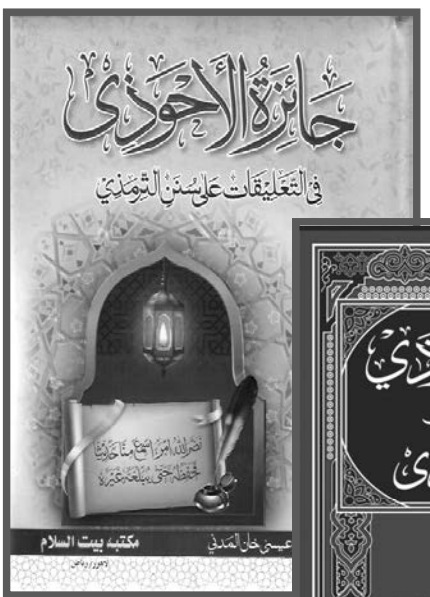

৭. আব্দুল গাফফার হাসান রাহমানী ওমরপুরী (মৃ. ১৪২৯ হি.)। তিনি তাঁর কাছে শায়খ আযীমাবাদীর গায়াতুল মাকসূদ পড়েন এবং ইজাযাহ গ্রহণ করেন।

৮. ইউসুফ মুহাম্মদ সালাফী। তিনি দারুল হাদীছ মদীনা-এর উছূলে হাদীছের উস্তায ছিলেন। মসজিদে নববীতে দারস দিতেন। তিনি তাঁর কাছে ওবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী রাহিমাহুল্লাহ-এর তারতীবে ইজাযাহ গ্রহণ করেন।

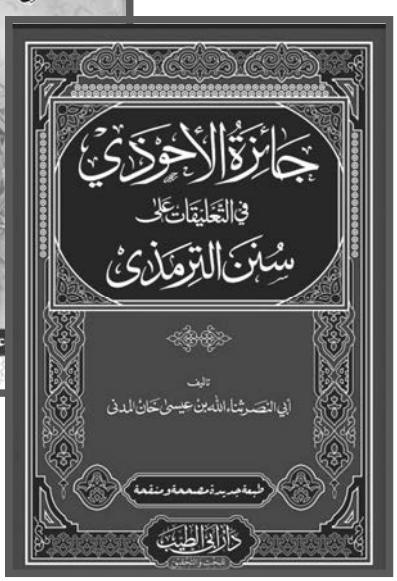

৯. হাফেয মুহাম্মদ গোন্দালোভী- তিনি তাঁর কাছে মসজিদে নববীতে ছহীহ বুখারী পড়েন এবং ইজাযাহ গ্রহণ করেন।

১০. মুহাম্মাদ ইসরাঈল ইবনু মুহাম্মদ ইব্রাহীম সালাফী।

১১. আব্দুল ওয়াকিল ইবনু আব্দিল হক্ব হাশেমী- তিনি কুবাতে তাঁর কাছে দারস নেন। ইজাযাহ গ্রহণ করেন।

১২. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দিল আযীয আল উকাইল প্রমুখ থেকে দারস গ্রহণ করেন।

কর্মজীবন : মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশুনা সমাপ্ত করে দেশে ফিরে তিনি ১৩৮৯ হিজরী থেকে ইলমী খিদমতে নিয়োজিত হন। তিনি তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে বিভিন্ন মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। জামি'আহ সালাফিয়াহ ফয়সালাবাদের অধ্যক্ষ ছিলেন। এরপর তিনি জামি'আ ইসলামিয়া লাহোরে শায়খুল হাদীছ হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৪২৯ হিজরীতে তিনি ব্যক্তিগত কারণে এবং লেখালেখিতে মনোনিবেশের জন্য অব্যাহতি গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেখানেই খেদমত চালিয়ে যান। এছাড়া তিনি মক্কায় হজ্ব মৌসুমে হাজীদের দিক নির্দেশনার খেদমত করেছেন সরকারের পক্ষ থেকে। তিনি সঊদী সরকার কর্তৃক ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীনে মাবঊছ তথা দাঈর দায়িত্ব পালন করেন। আর তার ইলমী খেদমতের কারণে তাঁকে ১৪২৮ হিজরীতে লাহোরের মুফতী উপাধিতে ভূষিত করা হয়। পাকিস্তানের সকল গ্রহণযোগ্য আলেমের সম্মতিতে তাঁকে এই সম্মানিত উপাধি প্রদান করা হয়। যার পদমর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

শায়খ রাহিমাহুল্লাহ দ্বীনের জন্য একজন নিবিড়প্রাণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি পাকিস্তানে জামি'আ খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে থেকে প্রায় ১০ হাযার হাফেয উপকৃত হয় নিয়মিত। এছাড়া তিনি ১৪১৫ হিজরীতে 'মারকায আনসারুস সুন্নাহ' প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে তিনি আলেমদেরকে ইলমী মুযাকারা এবং বিভিন্ন সাহায্য-সহযোগিতার জন্য একত্রিত করতেন। সাথে সাথে তিনি এখানে একটি সুন্দর অত্যাধুনিক লাইব্রেরী গড়ে তুলেছিলেন। আর এখানে থেকেই অনেক উচ্চতর শিক্ষায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের আর্থিকসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হ'ত। এছাড়াও তিনি লাহোরে 'জামি'আ মুহাম্মদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব' প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

শায়খ রাহিমাহুল্লাহ বিভিন্ন সময়ে পাকিস্তানে এবং দেশের বাইরে অনেক ইলমী এবং দাওয়াহ সম্মেলনে যোগদান করেন। বিশুদ্ধ আক্বীদার প্রচার ও প্রসারে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম অনস্বীকার্য। বিশেষকরে পাকিস্তান, ভারত, আমেরিকা এবং ইউরোপে। তার তত্ত্বাবধানে লাহোর থেকে

'ই'তিছাম' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হ'ত। এছাড়া তিনি 'সিরহালী জামে মসজিদ'-এর খতীব ছিলেন।

উল্লেখযোগ্য কর্মসমূহ : শায়খ রাহিমাহুল্লাহ-এর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে প্রকাশিত গ্রন্থগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল-

১. জায়িযাতুল আহওয়াযী ফিত তা'লীক্বাতি আলা শারহিত তিরমিযী। দুই খণ্ডে লিখিত এই গ্রন্থে প্রয়োজনমাফিক সংক্ষিপ্ত, মধ্যম এবং দীর্ঘ ব্যাখ্যা রয়েছে। বিশেষ করে শামায়েল অংশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা, যা প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠায় রচিত হয়েছে।

২. ফৎওয়া গ্রন্থ। উর্দূ ভাষায় রচিত চার খণ্ডের এই ফৎওয়া গ্রন্থের প্রথম খণ্ড আক্বীদা বিষয়ে লিখিত। আর দ্বিতীয় খণ্ড ছালাত বিষয়ে। এখন এই দুই খণ্ড পাওয়া যায়।

৩. ছহীহ বুখারীর হাশিয়াহ। কিতাবুছ ছিয়াম পর্যন্ত।

এছাড়া তিনি নিয়মিত বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ, বিভিন্ন ভ্রান্তির খণ্ডন এবং ফৎওয়া লিখতেন।

ছাত্রবৃন্দ : শায়খ রাহিমাহুল্লাহ তাঁর কর্মজীবনে হাযারের অধিক ছাত্রকে পড়িয়েছেন। যার অধিকাংশই পাকিস্তানের। তন্মধ্যে পাকিস্তানের উল্লেখযোগ্য হ'ল- ড. আব্দুল কাদীর আব্দুল কারীম, ড. আব্দুল গাফফার, কারী আনোয়ার, হাফেয মুহাম্মদ শরীফ, কারী মুহাম্মদ ইব্রাহীম মীর মুহাম্মদী। যিনি জামি'আ ইসলামিয়া লাহোর-এর কুরআন অনুষদের ডীন ছিলেন, শায়খ মুহাম্মদ ইসহাক যাহেদ, শায়খ আব্দুর রঊফ আব্দুল হান্নান, আব্দুস সাত্তার কাসিম, শায়খ মুহাম্মদ মুনীর নাওয়াবুদ্দীন, ড. হামীদুল্লাহ আব্দুল কাদীর প্রমুখ।

এছাড়া আরবে দাওয়াতী কাজ করা অবস্থায় তাঁর কাছে অনেক ছাত্র অধ্যয়ন করেন। কুয়েতেও তিনি ছহীহ বুখারীর দারস দিয়েছেন। কাতারে ছহীহ বুখারী ও মুসনাদে আহমাদ পড়িয়েছেন। রিয়াদে মুসনাদের দারস দিয়েছেন।

শায়খ সম্পর্কে মন্তব্য :

শায়খ রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে স্বীয় ছাত্র শায়খ ওয়ালীদ মুনীসী মিশরী বলেন, শায়খ হাফেয ছানাউল্লাহ পাকিস্তানের একজন নির্ভরযোগ্য আলেম ছিলেন। তাঁর সময়ে তাঁর সমপর্যায়ের আলেম খুবই কম ছিল। এজন্য পাকিস্তানীদের নিকটে তিনি হাফেয হিসাবে সুপ্রসিদ্ধি লাভ করেন।

শায়খ ফয়সাল আলী বলেন, শায়খ হাফেয ছানাউল্লাহ মাদানী পাকিস্তানের একজন খ্যাতনামা সালাফী বিদ্বান। তিনি ইলম এবং দাওয়াতের প্রচার ও প্রসারে নির্ভীক ও নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। আর এ কাজে তিনি কোন দুনিয়াবী প্রাপ্য গ্রহণ করতেন না।

শায়খ সম্পর্কে তাঁর স্বীয় আরেক ছাত্র বলেন, আমি উস্তাযের সাথে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছি এবং বিভিন্ন দেশে সফর করেছি। শায়খ রাহিমাহুল্লাহ ইলম ও আমলে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি সুন্নাহ্র উপর অবিচল থাকতে সদা সচেষ্ট থাকতেন। তিনি যখনই কোন বিজ্ঞ আলেমের সান্নিধ্যে যাওয়ার সুযোগ পেতেন, তাদের সান্নিধ্য গ্রহণ করতেন। বিশেষ করে বর্তমান সময়ের কিবারে ওলামাদের অন্যতম শায়খ ছালিহ আল উসাইমী, শায়খ ছালিহ আশ-শালাহী, শায়খ আব্দুল্লাহ ওবায়েদ হাফিজাহুমুল্লাহ্র সান্নিধ্যে যাওয়ার সুযোগ পেলে তিনি তা গ্রহণ করতে সচেষ্ট ছিলেন। তাদের থেকে ইলম অর্জনের পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ নিতেন।

পরিবার : শায়খ রাহিমাহুল্লাহ এর দু'জন স্ত্রী ছিল। প্রথম পক্ষের এক ছেলে ও এক মেয়ে এবং দ্বিতীয় পক্ষের মোট পাঁচ সন্তান রয়েছে।

মৃত্যু : শায়খ রাহিমাহুল্লাহ বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। বিশেষ করে ফুসফুসের রোগে তিনি দীর্ঘদিন আক্রান্ত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে বাড়িতেই পড়ে গিয়ে আঘাত পান। হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। অতঃপর সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরলে ১৪৪২ হিজরী মোতাবেক ২০২১ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী ৮২ বছর বয়সে দুপুরের কিছু পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। মহান আল্লাহ দ্বীনের এই খাদেমকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন- আমীন!

[লেখক : শিক্ষার্থী, হাদীছ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়]

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)।*

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় চারশত দুস্থ ও ইয়াতীম (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে দুস্থ ও ইয়াতীম প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

হিসাব নং : পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

বিকাশ নং ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, **ডাচ বাংলা :** ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১ জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

মুসলিম পরিবারের আতিথেয়তায় ইসলাম গ্রহণ

ধর্মীয় অনুশাসনে বেড়ে ওঠা : আমি একটি খ্রিষ্টান ধার্মিক পরিবারে বেড়ে উঠেছি। আমাদের সব কিছুতেই ধর্ম জড়িয়ে ছিল। যুবক বয়সে আমি ধর্ম পালনে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলাম এবং চার্চে শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ঘরে টেলিভিশন ছিল না। সময় কাটাতে হাতের কাছে যে বই পেতাম সেটাই পড়তাম। ধর্মীয় বইগুলোও বাদ যেত না।

সত্যের খোঁজে অবিরাম চেষ্টা : ১২ বছর বয়সে খ্রিষ্টান ধর্মের ব্যাপারে আমার প্রচণ্ড সংশয় তৈরী হয়। ১৪ বছর বয়সে আমি সিদ্ধান্ত নিই যে, খ্রিষ্ট মতবাদ সত্য নয়। তবে আমি খ্রিষ্ট মতবাদের বিকল্পও কিছু খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তখন থেকে আমি নিজের বিশ্বাস ও চিন্তার আলোকে একটি ধর্মের কাঠামো কেমন হওয়া উচিত, তা দাঁড় করানোর চেষ্টা শুরু করলাম। কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এটি মানুষের জ্ঞাত হতে হবে, তার লেখ্য উপাদানগুলো সুসংহত হবে, প্রকৃতিগুলো সঠিক হবে, ধর্মের বিধানগুলো যৌক্তিক ও মানুষের সাধারণ প্রকৃতির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে এবং সর্বোপরি তা অবশ্যই একত্ববাদে বিশ্বাসী হবে।

প্রাচীন ধর্মে সত্যের অনুসন্ধান : আমি ধরেই নিয়েছিলাম আমার তৈরী অবকাঠামো প্রাচীন ধর্মগুলোর মধ্যে পাওয়া যাবে। কিন্তু যেসব প্রাচীন ধর্ম নিয়ে আমি চিন্তা-গবেষণা করেছি তার সবগুলো বহুশ্বেরবাদী। ভুল ধারণাবশত আমি ইসলাম নিয়ে কোনো অনুসন্ধান করিনি।

কিছুদিন পর আমার ভেতর হতাশা তৈরী হয়। হয়তো আমি কাংখিত সত্য খুঁজে পাব না। বিশেষত বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপারে কিছুটা আশাবাদী হয়ে ওঠার পর যখন জানতে পারলাম এটি আমার কাংখিত সত্য নয়, তখন খুব বেশী হতাশ হলাম।

জাপানে ভিন্ন পরিবেশের প্রভাব : হাই স্কুলের শেষ বছরটি আমি জাপানে কাটাই। এটা আমার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা ছিল। সামাজিক মূল্যবোধ, নারীবাদ ও পরিবারের ধারণা বিষয়ে আমি প্রভাবিত হয়েছিলাম। জাপানে গিয়ে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, নারী-পুরুষ অভিন্ন না হয়েও সমান ভূমিকা পালন করতে পারে। সেখানে পারিবারিক সংহতি ও পারিবারিক সহযোগিতার যে রূপ দেখেছি, দুর্ভাগ্যজনকভাবে পশ্চিমা বিশ্বে তার অভাব রয়েছে। এ সময় বৌদ্ধ ধর্ম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যদিও সেটা খুব বেশী দিন ছিল না। কেননা ভেতরে অনুভব করছিলাম, এটা আমার প্রত্যাশিত সত্য নয়।

মুসলিম পরিবারের আতিথেয়তায় সত্যের সন্ধান : যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসার পর আমি সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হই এবং একজন মেকানিক সম্পর্কে জানতে পারি যে তিনি নিজ বাড়িতে স্বল্প খরচে গাড়ি ঠিক করে দিতে পারবেন। গাড়ি নিয়ে তাঁর বাড়ি যাওয়ার পর তাঁর স্ত্রী আমাকে ঘরের ভেতরে ডাকলেন এবং চা পানের আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি লম্বা স্কার্টের সঙ্গে লম্বা স্কার্ফ পরেছিলেন। ন্যাশনাল জিওগ্রাফি পত্রিকায় এমন পোশাক দেখেছিলাম। আমি তাঁর ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগলাম এবং তাঁর দেওয়া উত্তরে আমার তৈরী অবকাঠামো খুঁজে পাচ্ছিলাম।

ভদ্র মহিলার স্বামীর কাজ শেষ না হওয়ায় তিনি আমাকে তাঁর ঘরে অনুষ্ঠিতব্য নারীদের সাপ্তাহিক শিক্ষা আসরে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। এর পর থেকে প্রায় ছয় মাস আমি তাঁদের বৈঠকে অংশগ্রহণ করি। একদিন তিনি বলেন, আপনি প্রস্তুত হলে 'কলেমা শাহাদাত' পাঠ করুন। আমি রাযী হলাম। কেননা ছয় মাসের অনুসন্ধানে বুঝতে পারি, যে সত্যের সন্ধান আমি করছি তা 'ইসলাম'।

ইসলাম নিয়ে গভীর অধ্যয়ন : ইসলাম গ্রহণের পর বুঝতে পেরেছিলাম, ইসলাম সম্পর্কে আমার জানার বহু কিছু আছে। সেসব বিষয় না জানলে আমি যথাযথভাবে ইসলাম প্রতিপালন করতে পারব না। ফলে ইসলাম সম্পর্কে পড়তে চাইলাম। কিন্তু সাহায্য করার মতো লোক ছিল না। মসজিদে যেসব আরব ও পাকিস্তানী নারী আসতেন তাঁরা ইংরেজী জানতেন না। ফলে আমাকে কিছুটা ধীরে চলতে হলো। এরপর আমি আরবী ভাষা শিখলাম ও আরবীতে রচিত ইসলামী বইগুলো পড়তে আরম্ভ করলাম। ধর্মীয় পাঠ ও বই নির্বাচনে মিসরকে প্রাধান্য দিলাম।

[হিদার শো লিখিত 'ডিসকোভারিং ইসলাম' থেকে আবরার আবদুল্লাহর ভাষান্তর]

অধ্যয়নের গুরুত্ব ও উপকারিতা

- নাজমুন নাঈম

ভূমিকা : ওমর খৈয়াম বলেন, ‘রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইখানা অনন্ত-যৌবনা- যদি তেমন বই হয়’। তাই ওমর খৈয়াম বই পড়ার নেশার ঘোরে কথাটি অতি সযত্নে ও বাস্তবতার নিরিখে বলতে চেয়েছেন। কেননা কোন কালে কোন আদর্শ এবং সভ্যতার বিকাশ সাধিত হতে পারে না বই অধ্যয়ন ব্যতীত। নিম্নে অধ্যয়নের গুরুত্ব ও উপকারিতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হ’ল।

গুরুত্ব : আধুনিক পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে জ্ঞান। যে জাতি যত জ্ঞান সমৃদ্ধ, সে জাতির মাথা তত উঁচুতে। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হ’ল, জ্ঞান পৃথিবীর একমাত্র সম্পদ যা বিতরণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আর এই অমূল্য সম্পদ অর্জনের সবচেয়ে সহজ পথ হ’ল পাঠ করা বা পড়া, যা মানুষের সামনে বিস্তৃত জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মোচন করে দেয়। সেখান থেকে যত খুশী গ্রহণ করা যায়; বিতরণ করা যায়; আমৃত্যু কেউ বাঁধা দেবে না। কিন্তু এর জন্য অনেক বেশী পড়তে হবে এবং জানতে হবে। তবেই যৎসামান্যই অর্জন করা যাবে। প্রবাদে আছে, ‘শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড’। দেহ সোজা ও সচল রাখার জন্য মেরুদণ্ড যেমন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, তেমনি শিক্ষা একটি জাতির গঠন ও উন্নয়নের প্রধান উপাদান। প্রমথ চৌধুরীর ভাষায়, ‘যে জাতি যত বেশী শিক্ষিত, সে জাতি তত বেশী উন্নত’। ব্যক্তিত্ব গঠনেও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কম নয়। কারণ আধুনিক বিশ্বে যে যত জ্ঞানী, সে তত সম্মানী। আর একজন জ্ঞানী বা শিক্ষিত হওয়া চেষ্টার ব্যাপার। এখানে আঙুল ফুলে কলা গাছ হওয়ার কোন সুযোগ নেই। তাই বলা যায়, আধুনিক পৃথিবীতে যে যত অধ্যয়নে আগ্রহী, সে তত বেশী অগ্রগণ্য। প্রকৃতার্থে জ্ঞানার্জনের তীব্র আকাঙ্খাই পাঠের গুরুত্ব বুঝানো সহায়ক, অন্যথায় নয়।

আমরা অধ্যয়নের গুরুত্বকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। ১. ধর্মীয় ২. পার্থিব। অন্য কথায়, ইহকালীন ও পরকালীন। যেহেতু মানব জীবন এই দুই কালেই সীমাবদ্ধ, সেহেতু বিষয় ও প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী পাঠের উপকারিতাও দুই ভাগে বিভক্ত। কিছু বিষয় উভয় জীবনেই পরিলক্ষিত হয়।

ক. ধর্মীয় :

প্রত্যেক মুমিনের প্রধান লক্ষ্য জান্নাত লাভ। পরকালের তুলনায় ইহকালীন সৌন্দর্য তাঁর কাছে অতীব তুচ্ছ। সেকারণ আমরা ধর্মীয় গুরুত্বকে আলোচনায় অগ্রাধিকার দিয়েছি। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা পাঠের গুরুত্বকে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে বিশ্লেষণ করতে পারি।

১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ পালন :

মানব সভ্যতা বিকাশে অধ্যয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করে আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল (ছাঃ)-কে সর্বপ্রথম পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ-خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ- اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ- الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ-عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ- ‘পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড হ’তে। পড়, আর তোমার পালনকর্তা বড়ই দয়ালু। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না’ *(আলাক্ব ৯৬/১-৫)*। এই আয়াতটি ছিল শেষ নবীর নিকট প্রেরিত আল্লাহ্‌র সর্বপ্রথম নির্দেশ। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের কোনটাই এখানে বলা হয়নি। কারণ আল্লাহ চান মানুষ প্রথমে আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করুক’।[১৯] অন্যদিকে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ. ‘জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয। অপাত্রে জ্ঞান দানকারী শুকরের গলায় মণিমুক্তা ও সোনার হার পরানো ব্যক্তির সমতুল্য’।[২০] আর ইলম শিক্ষার প্রধান মাধ্যম পাঠ করা, যা প্রত্যেক আদম সন্তানের জন্য অপরিহার্য। মোদ্দাকথা হ’ল, জানতে হ’লে পাঠের কোন বিকল্প নেই।

২. সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন :

সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা ওয়াজিব। আল্লাহ তা‘আলা সর্বপ্রথম পাঠের নির্দেশ দেওয়ার পরে বললেন, خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ‘সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে’ *(আলাক্ব ৯৬/২)*। এখান থেকে সৃষ্টিতত্ত্ব পাঠের গুরুত্ব সহজে অনুধাবন করা যায়। মহান আল্লাহ বলেন, هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ‘নিশ্চয়ই ঐসবের মধ্যে বড় ধরনের শপথ রয়েছে জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য’ *(ফজর ৮৯/৫)*। এর ব্যাখ্যায় তানতাভী বলেন, ‘সেটা কেবল এটাই হ’তে পারে যে, এর দ্বারা কুরআনের পাঠক ও অনুসারীদেরকে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান গবেষণায় লিপ্ত হওয়ার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে’।[২১] কেননা আল্লাহ চান, মানুষ জেনে-বুঝে তাওহীদের ইবাদত করুক। আর এজন্য পাঠের বিকল্প নেই।

৩. অদৃশ্য বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন :

দৃশ্যমান কোন কিছু বিশ্বাস করা খুবই স্বাভাবিক ও সকলে তা সহজে বিশ্বাস করেন। আর অদৃশ্য বিষয়ে বিশ্বাসের প্রশ্নেই

---

১৯. *ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, তাফসীরুল কুরআন, ৩০তম পারা, ৩৭৮ পৃ.।*
২০. *ইবনু মাজাহ হা/২২৪; জামে‘ হা/৩৯১৩।*
২১. *তাফসীরে তানতাভী ২৫/৫৫ পৃ.।*

আস্তিক ও নাস্তিকের পার্থক্য সূচিত হয়। একদিকে আল্লাহ, ফেরেশতা, তাক্বদীর, মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থান, ক্বিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি মু'মিনের বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। দুনিয়াবী জীবনে যেসবের দর্শন লাভ সম্ভব নয়। অন্যদিকে নগদ দর্শনে বিশ্বাসী নাস্তিকের জ্ঞানের উৎস হ'ল বিভ্রান্তিকর যুক্তি। যার অন্যতম কারণ অজ্ঞতা ও হঠকারিতা। তাই এসব বিষয়ে সঠিক জ্ঞানার্জনের জন্য পাঠের কোন বিকল্প নেই।

৪. আল্লাহ্র নিকট মর্যাদা লাভ :

মানব জাতির মর্যাদার অন্যতম কারণ হ'ল জ্ঞান। আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির পর জ্ঞান দান করেন এবং এর মাধ্যমে ফেরেশতাদের নিকট তিনি মর্যাদার অধিকারী হন। মহান আল্লাহ বলেন, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ- قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 'অনন্তর আল্লাহ আদমকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন। অতঃপর সেগুলিকে ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করলেন এবং বললেন, তোমরা আমাকে এগুলির নাম বলে দাও, যদি তোমরা (তোমাদের কথায়) সত্যবাদী হও। তারা বলল, আপনি পবিত্র। সকল পবিত্রতা আপনার। আমাদের কোন জ্ঞান নেই, যা আপনি আমাদের শিখিয়েছেন তা ব্যতীত। নিশ্চয়ই আপনি মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়' *(বাক্বারাহ ২/৩১,৩২)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 'হে মুমিনগণ! যখন তোমাদের বলা হয় মজলিস প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা সেটি করে দাও। আল্লাহ তোমাদের জন্য প্রশস্ত করে দিবেন। আর যখন বলা হয়, উঠে যাও, তখন উঠে যাও। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা ভালভাবে খবর রাখেন' *(মুজাদালাহ ৫৮/১১)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِى عَلَى أَدْنَاكُمْ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِى جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ. 'জ্ঞানের ফযীলত হ'ল তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম ব্যক্তির তুলনায় আমার ফযীলতের ন্যায়। এরপর রাসূল (ছাঃ) আরো বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা নিজে এবং তাঁর ফিরিশতাগণ, আসমান ও যমীনের সব অধিবাসী এমনকি গর্তের পিপীলিকা ও (পানির) মাছ পর্যন্ত মানুষকে কল্যাণপ্রসূ শিক্ষকের (আলিমের) জন্য অবশ্যই দো'আ করে থাকেন'।[২২] এ মর্যাদা প্রাপ্তি নির্ভর করে কেবল পড়ার জন্য।

৫. আল্লাহ ভীতি ও ইবাদাতে মনোযোগ বৃদ্ধি

মানুষ তার জ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং যার জ্ঞানে আল্লাহ্র ক্ষমতা সম্পর্কে যেমন ধারণা সে সেই অনুপাতে আমল করে। মহান আল্লাহ বলেন, أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ 'যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে এবাদত করে, পরকালের আশংকা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না; বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান' *(যুমার ৩৯/৯)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ 'আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে' *(ফাতির ৩৫/২৮)*। তাই আল্লাহ্র ভয় ও ইবাদাতের জন্য বেশী বেশী পাঠ করতে হবে।

৬. শরী'আতের বিধান জানা

মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ 'আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও জীন সৃষ্টি করেছেন কেবলমাত্র তাঁর ইবাদাতের জন্য' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। আর এজন্য নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন ও প্রদান করেছেন। যেগুলো জানা ও সে অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক। এজন্য طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ 'এর ব্যাখ্যা হলো দ্বীনের মৌলিক বিশ্বাস, বিধি-বিধান, হালাল-হারাম ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা ফরয'।[২৩]

৭. ছওয়াব লাভ

পাঠ একটি সর্বজনীন স্বীকৃত ভালো কাজ। ফলে পাঠের বিষয় ভালো হলে ছওয়াব অর্জন করা যায়। যেমন কুরআন তিলাওয়াত করলে প্রতি হরফে পাঠক দশ নেকী করে প্রাপ্ত হয়। তেমনি অন্যান্য ভালো বই বা প্রবন্ধ পাঠেও ছওয়াব অর্জিত হয়। শুধু তাই নয় পাঠাভ্যাস নফল ইবাদতের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, طَلَبُ الْعِلْمِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ- 'জ্ঞানার্জন করা নফল ছালাতের চেয়ে উত্তম'।[২৪] জ্ঞানের বাহনই হল পড়া।

৮. উত্তম চরিত্র গঠন

চরিত্র মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ। চরিত্রবান ব্যক্তিরা উভয় জীবনে সম্মানিত হন। আল্লাহ বলেন, كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ

---

২২. *তিরমিযী হা/২৬৮৫; তা'লীকুর রাগীব ১/৬০; মিশকাত হা/২১৩।*
২৩. *তাফসীরুল কুরআন, ৩০ তম পারা, ৩৮২ পৃ.।*
২৪. *সিলসিলাতু আছারুছ ছহীহাহ হা/৩৪৮।*

www.tawheederdak.com

أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ‘তোমাদের জন্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মধ্যে উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে’ *(আহযাব ৩৩/২১)*। একবার মা আয়েশা (রাঃ) কে রাসূল (ছাঃ)-এর চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল তিনি বলেন, أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَتْ: إِنَّ خُلُقَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ ‘তুমি কুরআন পড় না? রাসূল (ছাঃ)-এর চরিত্র ছিল ‘আল-কুরআন’।[২৫] সুতরাং উত্তম চরিত্র গঠনের জন্য আমাদের বেশী বেশী কুরআন, হাদীছ ও সীরাত পাঠ করতে হবে।

৯. দাওয়াতী কাজে অংশগ্রহণ

নবী-রাসূলগণ আল্লাহ প্রদত্ত অভ্রান্ত দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন। তাদের অবর্তমানে সেই দাওয়াত সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। রাসূল (ছাঃ) বলেন, بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً ، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. ‘আমার কথা (অন্যদের নিকট) পৌঁছিয়ে দাও, তা যদি এক আয়াতও হয়। আর বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলী বর্ণনা কর। এতে কোন দোষ নেই। কিন্তু যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করল, সে যেন দোযখকেই তার ঠিকানা নির্ধারিত করে নিল’।[২৬] লক্ষ্যণীয় যে, জানা থাকাটা এখানে শর্ত। অর্থাৎ যে বেশি জানে সে এই খিদমতের সুযোগ বেশি পাবে। যাতে আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য সমূহ জানতে পারি এবং নির্ভুলভাবে তা জনগণের দোরগড়ায় পৌঁছে দিতে পারি।

১০. শত্রুদের প্রতিহত করা

সৃষ্টির শুরু থেকেই একদল লোক সর্বদা হক্বের বিরোধিতা করেছে। তারা আল্লাহ প্রেরিত মহা সত্যকে মুছে দেওয়ার জন্য চক্রান্ত করছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا– ‘এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্যে শত্রু করেছি শয়তান, মানব ও জিনকে। তারা ধোঁকা দেয়ার জন্যে একে অপরকে কারুকার্যখচিত কথাবার্তা শিক্ষা দেয়’ *(আনআম ৬/১১২)*। তাদের এই চক্রান্তের মোকাবিলা করার জন্য আমাদের জ্ঞানার্জন করা যরূরী। কেননা, জ্ঞানের উপরে মূর্খতা বিজয় লাভ করতে পারে না।

জ্ঞাতব্য, পাঠ ও জ্ঞান কি এক? নিঃসন্দেহে দু’টি এক নয়। তবে পাঠ হচ্ছে জ্ঞান অর্জনের প্রধান মাধ্যম। দর্শন ও শ্রবণের মাধ্যমেও জ্ঞান লাভ করা যায়। তবে পাঠের তুলনায় তা নগণ্য। এছাড়া পাঠের মাধ্যমে সর্ব বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা যায়, যা দর্শনের মাধ্যমে সম্ভব নয়। আর শ্রবণের জন্য অন্য কারো বলার প্রয়োজন হয়। আর বলার জন্য পাঠের বিকল্প নেই।

খ. পার্থিব

পড়ার ক্ষেত্রে আমরা ধর্মীয় দিকের চেয়ে পার্থিব সফলতাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। কারণ এর ফলাফল দৃশ্যমান। এখানে আমরা এমন কিছু আলোচনা করব যা মুসলমানের মত সকল জাত পাতের সবার ক্ষেত্রে সমান প্রযোজ্য। সেগুলো হল :

১. জীবনে সফলতা অর্জন

প্রত্যেকের জীবনে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। আর সে লক্ষ্যের চূড়ান্ত পর্যয়ে পৌঁছানোই সফলতা হিসাবে বিবেচিত হয়। যেহেতু প্রত্যেকের লক্ষ্য ভিন্ন ভিন্ন থাকে তাই সফলতা অর্জনের মাধ্যমও ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু লক্ষ্য যেমনই হোক পাঠ সেখানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়ায় সফলতার প্রধান মাধ্যম। তাই বাংলাদেশের বিশিষ্ট লেখক মোহাম্মদ জাফর ইকবাল বলেছেন, ‘একটি বাচ্চা যদি বই পড়ার আনন্দ শিখে যায় তাহলে তার বড় হওয়া নিয়ে আমাদের আর কখনোই দুর্ভাবনা করতে হয়না’।

২. মেধা শক্তি বৃদ্ধি

মানুষের মস্তিষ্ক পেশীর মতন। পেশী যেমন ব্যায়াম করলে বৃদ্ধি পায়, শক্তিশালী হয় তেমনি মস্তিষ্ক যত বেশি ব্যবহার করা হয়, তত বেশি শক্তিশালী ও কর্মক্ষম হয়। আটলান্টা জর্জিয়ার এমরি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণা পরামর্শ দেয় যে কথাসাহিত্যের একটি শক্তিশালী কাজ পড়া মানব মস্তিষ্কে স্নায়বিক পরিবর্তন করতে পারে। যার ফলে মস্তিষ্কের কার্যকারিতা উন্নত হয়! পরিবর্তনগুলি মস্তিষ্কের বিশ্রামের রাজ্যে ঘটে এবং কয়েক দিন স্থায়ী হয়। গেইম অব থ্রনস সিরিজের একটি জনপ্রিয় চরিত্র টিরিয়ন ল্যানিস্টার। তার মতে, একটি তরবারিকে যেমন ধারালো রাখার জন্য শানপাথর দিয়ে শাণ দিতে হয়, তেমনি মস্তিষ্ককেও শাণ দিতে হয় বই পড়ার মাধ্যমে।

৩. পূর্ববর্তীদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ

ইতিহাসের কলঙ্কিত অধ্যায় গুলো পুনরাবৃত্তি করা নিঃসন্দেহে জ্ঞানীর কাজ নয়। বরং জ্ঞানের কাজ হলো ইতিহাসের স্বর্ণাক্ষরে লেখা অধ্যায়গুলো অনুসরণ করা। তাদের ভুলগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। শায়খ ইয়াসির কাদি বলেন, ‘অন্যদের ভুলগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন এবং সে রকম মানুষ হওয়া থেকে বিরত থাকুন’। মহান আল্লাহও আমাদের নিকট পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে সতর্ক করেছেন। যেমন আল্লাহ্র বাণী, وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ‘আমি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, তোমাদের পূর্ববর্তীদের কিছু দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহ ভীরুদের জন্যে দিয়েছি উপদেশ’ *(নূর ২৪/৩৪)*।

৪. দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন

অভিজ্ঞতা হল বাস্তব প্রায়োগিক জ্ঞান। যা ঘরে বসে অর্জন করা যায় না। শুধু ধারণা লাভ করা যায়। আর তার উৎস হল

---

২৫. নাসাঈ হা/১৬০১; মুসতাদরাকে হাকেম হা/৩৮৪২।
২৬. বুখারী হা/৩৪৬১;মিশকাত হা/১৯৮।

বই। কেননা একটি বই, প্রবন্ধ বা আর্টিকেল লেখকের কঠোর পরিশ্রম, দক্ষতা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে পুঞ্জিভূত করে। যা সে সারা জীবনে অর্জন করেছে। তবে আমরা পাঠক হিসাবে কেবলমাত্র কয়েক ঘন্টা বা মুহূর্তে সেগুলি পড়তে পারি। যার ফলে যথেষ্ট কম সময়ে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারি। আর এগুলো জীবনে এখনও ঘটেনি এমন পরিস্থিতিতে সঠিক প্রতিক্রিয়া এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

৫. সৃজনশীলতা ও চিন্তা শক্তির বিকাশ

মানুষের চিন্তাশক্তি তার জ্ঞান দ্বারা সীমাবদ্ধ। মানুষ তার মস্তিষ্কে সঞ্চিত তথ্যও ধারণার অনুরূপ চিন্তা করে। যে পাখি দেখেছে সে আকাশে ওড়ার কথা ভাবে। আর যে রকেটের ক্ষমতা সম্পর্কে জানে সে মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে। এখানেই পার্থক্য প্রকাশিত হয়। আমরা যখন কোন বই পড়ি, তখন সেই বইয়ের কথার সাথে, চরিত্রগুলো আমাদের চিন্তা-চেতনা এবং কল্পনাশক্তিকে ট্রিগার করে। এছাড়া সৃজনশীলতার উপর এমন অনেকগুলি বই রয়েছে যা আমাদের সৃজনশীল চিন্তাকে বিশেষভাবে আকার দিতে ও বর্ধন করতে পারে।

৬. নিজেকে আবিষ্কার করা

নিজের অবস্থান যাচাই করা। আমরা যখন কোন বই পড়ি, আমরা কোনভাবে বইগুলির ঘটনা, আবেগ, অভিজ্ঞতা এবং চরিত্রগুলির সাথে নিজেকে তুলনা করার চেষ্টা করি। এটি কেবল আমাদেরকে বইটিতে জড়িত রাখে না, বরং জানিয়ে দেয় আমাদের শক্তিমত্তা আর দুর্বলতা। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় জীবনের ভুলগুলো আর তার সমাধান। আমরা যতই অধ্যয়ন করি ততই আমাদের অজ্ঞতাকে আবিষ্কার করি।

৭. প্রেরণার উৎস

মানুষের জীবন গতিময়। সব বাঁধা পেরিয়ে সময়ের সাথে বয়ে চলে। রবীন্দ্রনাথ একে প্রবাহমান নদীর স্রোতের সাথে তুলনা করেছেন। এই গতিময় পথে আমরা কখনো খেয় হারিয়ে হতাশ হয়ে পড়ি। আমাদের আশা এবং আগ্রহ হারিয়ে দিগ্বিদিক জীবনের মানে খুঁজে বেড়াই। এরকম সময়ে আমাদের প্রয়োজন হয় কিছুটা প্রেরণা, সঠিক দিকে একটু ধাক্কা। এসময় একটা ভালো বই, একটা প্রবন্ধ হতে পারে কান্ডারী। বই নিঃসন্দেহে প্রেরণার এক বিশাল উৎস। যা আমাদের চিন্তাভাবনা ইতিবাচক করতে পারে। দিতে পারে সঠিক পথের দিশা যা অর্জিত হয় পড়ার মাধ্যমে।

৮. অবসরের সঙ্গী

একজন ভালো পাঠককে একাকিত্ব কখনো বিরক্ত করতে পারে না। অবসরে সঙ্গ দেওয়ার জন্য তার কারো দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় না। শুধু হাতের কাছে ভালো বই থাকলেই চলে। বই এমন বন্ধু যা কখনো ছেড়ে যায় না। রাগ বা বকাবকি করে না। নিঃস্বার্থ সঙ্গ দিয়ে যায়। ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি এ.পি.জে আব্দুল কালাম বলেন, একটি ভালো বই একশটা বন্ধুর সমান, আর একটা ভালো বন্ধু একটা লাইব্রেরির সমান। বর্তমান পৃথিবীর বাস্তবতায় এমন বন্ধু মিলা দায়। তাই আপাতত বইই সান্ত্বনা। পড়তে পড়তে অবসর ভরে উঠবে পূর্ণতায়।

৯. ভালো ঘুম হতে সহায়তা করে

আমাদের সারাদিনের ক্লান্তি অথবা অবসাদগ্রস্থ মনের জন্য যে মানসিক চাপ তৈরী হয় সেটির জন্য কর্টিসল নামক এক ধরনের হরমোন দায়ী। আর এই কর্টিসল হরমোনকে নির্দিষ্ট মাত্রায় নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখে রাতে ঘুমানোর আগে কিছু সময়ের জন্য বই পড়া। The Sleep Council-এর মতে, প্রায় ৩৯ ভাগ মানুষ যারা রাতে ঘুমানোর পূর্বে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলেন, তারা বছর শেষে প্রতিদিনই সুস্থ স্বাভাবিক ঘুম উপহার পেয়েছেন এবং বিভিন্ন রোগবালাই থেকেও মুক্তিলাভ করেছেন।

১০. বিনোদন গ্রহণ

একথা সত্য যে, পড়া কারো কারো জন্য হয় বিরক্তিকর ও কষ্টের কারণ। কিন্তু আমরা যদি নিজেদের পসন্দ জানি এবং সে অনুযায়ী বই পড়তে পারি, তাহলে এটা আমাদের আনন্দ আর আনন্দ দেয়। তাই তো ক্রিস্টোফার মার্লি মনে করেন, নতুন জানার যেমন যন্ত্রণা আছে তেমনি আনন্দও আছে। আর রবীন্দ্রনাথ তো আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন মাত্র দুটি জিনিসের মধ্যে। যার একটি জ্ঞানার্জন বা বই পড়ার মধ্যে।

তবে মনে রাখতে হবে ভালোর বিপরীতে মন্দও আছে। বইয়ের বিষয় যেমন হয় সুন্দর ও মার্জিত, তেমনি হতে পারে নগ্ন, কুরুচিপূর্ণ। বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের গগনে হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি, যৌনতা ও নাস্তিক্যবাদের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। যা আমাদের মস্তিষ্ককে যে কোন দিকে পরিচালিত করতে পারে। সেটা নির্ভর করে আমরা কি পড়ছি তার উপরে। তাই সতর্কতার সাথে পাঠে মনোযোগী হতে হবে।

উপসংহার : বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা মানুষের জীবনকে উন্নত করেছে। অনেক শ্রম লাঘব করেছে। কিন্তু তাতে পড়ালেখার গুরুত্ব একটুও কমেনি। বরং দিন দিন বেড়েই চলেছে। কারণ প্রতিটি বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের মধ্যে বিজ্ঞানীদের বহুদিনের পড়াশোনা ও পরিশ্রম লুকিয়ে আছে। একজন পাঠক সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়িয়ে থাকে। কোনো পথ অতল সমুদ্রে নেমেছে, কোনোটা আবার অনন্ত শিখরে উঠে গেছে। যে যে দিকে ইচ্ছা ধাবমান হও, কোথাও বাধা পাইবে না। বোধ করি তাঁর সেই আহ্বান আমাদের কানে পৌঁছায় নাই। অথবা অলসতা আমাদের এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছে, তা ছাড়াবার সাধ্য আমাদের নাই। তাই চারদিকে যখন জ্ঞানের জয়জয়কার, তখন আমাদের ভয় ঐতিহ্য হারাবার। তাই বিখ্যাত দার্শনিক সেনাকারের ভাষায়, পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্ঘটনাক্রমে কেউ জ্ঞানী হননি। নিয়মিত পাঠে অভ্যস্ত ব্যক্তিই কেবল প্রকৃত জ্ঞানীর মর্যাদা লাভ করেন।

[লেখক : শিক্ষার্থী, কুল্লিয়া ১ম বর্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী]

জীবনের বাঁকে বাঁকে

এক অকল্পনীয় সাইক্লোন!

-মতীউর রহমান

সহ-সভাপতি, আহলেহাদীছ যুবসংঘ, রংপুর যেলা

২৬শে মার্চ ২০২১ শুক্রবার। আমাদের জীবনের উপর দিয়ে বইয়ে গেল এক অকল্পনীয় সাইক্লোন। যার ছোবলে এক এক করে পরিবারের পাঁচজন স্বজনকে মাটি চাপা দিয়ে শেষ বিদায় জানাতে হ'ল। এই নিষ্ঠুর বাস্তবতা মেনে নেয়া যে কত কঠিন, কত হৃদয়বিদারক, তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কারও পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কিন্তু সবকিছুর উপর আল্লাহ্ তা'আলার অলংঘনীয় ফরমান বলে সমস্ত শোককে পাথর চাপা দিয়ে রাখি। *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন*।

আগের দিন ২৫শে মার্চ আমি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কেন্দ্রীয় আয়োজনে তিনদিন ব্যাপী বার্ষিক শিক্ষা সফর (সুন্দরবন) শেষে ফজরের সময় ট্রেনযোগে সৈয়দপুর এসে পৌঁছালাম। বড্ড ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত অবস্থায় সেখান থেকে রংপুর যেলার পীরগঞ্জস্থ নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। পথিমধ্যে আমার ভগ্নিপতি মুহাম্মাদ ছালাহুদ্দীন ভাইকে ফোন দিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছিলাম। বললাম ভাই কোথায়? সে বলল, একটু পরিবার নিয়ে রাজশাহী যাচ্ছি ঘুরে দেখার জন্য। সাথে আছে আরো তিন/চারটি পরিবার। সকাল ৯ টার দিকে বাড়ি পৌঁছলাম। ফ্রেশ হয়ে নাস্তা শেষে দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি লাঘবের জন্য বিছানায় গড়াগড়ি দিয়ে একটু ঘুমানোর চেষ্টা। কিন্তু দাওয়াতী কাজে জুম'আর খুৎবা থাকায় আর বিশ্রাম নেওয়া হলো না। কাকতালীয়ভাবে আমার জুম'আর খুৎবার বিষয় ছিল- মৃত্যু পরবর্তী জীবন।

খুৎবা শেষে বাড়ি ফেরার পর পরই অপরিচিত এক নম্বর থেকে ফোন আসল। আপনার ছালাহুদ্দীন ভাই কোথায়? বললাম, কেন কি হয়েছে? তিনি বললেন, সম্ভবতঃ তাদের গাড়ি এক্সিডেন্ট করেছে। আমি তখনও বুঝতে পারছিনা কী সংবাদ অপেক্ষা করছে? এরপর বললেন, গাড়িটিতে আগুন লেগে গেছে। আমি বললাম, খুলে বলেন ভাই! তাদের কী হয়েছে? বললেন, সবাই পুড়ে মারা গেছে! আমি আর কোন শব্দ উচ্চারণ করতে পারলাম না। বোধশক্তিও ছিল না। কি মর্মান্তিক! এও কী সম্ভব! পরিবারের এতগুলো সদস্য নিমিষেই শেষ হয়ে গেল! ইন্নালিল্লাহ.....!!

গাড়িতে ছিল আমার আদরের ছোট বোন, ভাগ্নে, ভাগ্নি, ভগ্নিপতি এবং আমার বড় বোন কামারুন্নাহার (৩৮)। তিনি ছিলেন বিধবা। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি বিধবা হন। একটি মাত্র ছেলেকে আঁকড়ে ধরে তিনি আমাদের বাড়িতেই ছিলেন। দ্বিতীয় বিয়ের অনেক সম্বন্ধও এসেছিলো। কিন্তু তার ধারণা বিয়ে জীবনে একবারই হয়। সবসময় বলতেন, আমি জান্নাতে আমার স্বামীকে পেতে চাই। এভাবেই তার ২১ বছর কেটে গেছে আমাদের বাড়িতে। আমার বড় বোনের স্বামী ছিলেন আবার ছোট বোনের স্বামীরই সহোদর ভাই। তিনিও ২০০০ সালে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। আমি যখন শিক্ষা সফরের উদ্দেশ্যে বের হই, তখন আমার বড় বোন বলেছিলেন, তুই আমার জন্য খুলনা থেকে গামছা আনবি। আমি তার জন্য গামছা এনেছিলাম। কিন্তু আমরা গামছার মালিককে হারিয়ে ফেলেছি।

গত ৬ মাস আগে আমার দ্বিতীয় মেয়ে জন্ম হওয়ায় স্ত্রীর ব্যাপক রক্তপাতের কারণে বুকের দুধ বাচ্চা বেশী পেত না। তাই আমার ছোট বোন শামসুন্নাহার (৩২) রোজ ৩ কিলোমিটার দূর থেকে এসে আমার মেয়েকে দুধ পান করাতো। দুপুর ১২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত বাড়িতেই থাকতো। মাঝেমধ্যে সে আমাদের বাড়িতে থেকে যেত। বোনটা আসতেই আমি আমার মেয়েকে বলতাম, মা তোমার দুধ মা হালীমা এসেছে অনেক কষ্ট করে। আমার মেয়েকে সে দুধ পান করিয়েছে গত ২৫ শে মার্চেও। আমার মাত্র দুই বছরের ছোট পরম আদরের বোন। গত কয়েকদিন পূর্বে দু'বোন মিলে বায়না ধরেছে আমার কাছে দু'টি ভালো কম্বল নিবে। আমি বলেছিলাম ইনশাআল্লাহ দেব। হায়! আল্লাহ, এখন আমি কাকে দিব.....!! তাদের আব্দার কীভাবে পূরণ করব!

আমার ছোট ভাগ্নে সাজীদ। বয়স ৯ বছর হয়নি। স্বপ্ন ছিল তাকে বড় আলেম বানাবো। তাই তাকে হাফেয বানানোর জন্য হেফযখানায় দেই। পরিকল্পনা ছিল ২০২২-এ তাকে রাজশাহী নওদাপাড়া ভর্তি করব। ওকে বড় আলেম বানিয়ে আমার বড় মেয়ের জামাই বানাবো। ও অনেক মেধাবী ছিল। শুনে শুনেই সব মুখস্থ করে ফেলত। অল্প কয়েক দিনেই সে

প্রায় ৩০টির মত সূরা মুখস্থ করেছিল এবং সব সময় সঙ্গীতের মত তার মুখে কুরআনের তেলাওয়াত লেগেই থাকত। তার মত মিষ্টি বাচ্চা আমি আর দেখিনি। আমার সেই স্বপ্নের জামাইকে আমি এখন কোথায় পাবো....?

আমার একমাত্র ভাগ্নী সাফা। বয়স মাত্র দেড় বছর (১৮ মাস)। মাত্র ৮ মাস বয়স থেকে কথা বলা শুরু করে। আমাকে বলত মামা তুতুত (বিস্কুট) দাও, মামা মিতি (মিষ্টি) আনো। আমি ওকে আমার নিজের মেয়েই মনে করতাম। ওর ভাগের দুধ আমার ছোট মেয়ে পান করেছে। আল্লাহর কি ইচ্ছা সাফা, ওর মায়ের একটি দুধ সে খেত আর একটিতে মুখ দিত না। দুধের ওই কচি বাচ্চা বলত, মামনি আপু তাবে (খাবে)। ওর মতো মধুর মামা ডাক পৃথিবীতে আমাকে আর কে ডাকবে.....? *আল্লাহুম্মা আজিরনী ফী মুছীবাতী ওয়াখলুফলী খাইরাম মিনহা*।

ছালাহুদ্দীন আমার তাওয়াতো ভাই এবং ভগ্নিপতি। আমরা কামিল, অনার্স ও মাস্টার্স একসাথে করেছি। ও ছিল আমার দুই বছরের বড়। একসাথে ব্যবসা করতাম। প্রায় ১৫ বছর আমাদের এক সাথে কেটেছে। ওর মত ভদ্র, শান্ত ও নীতিবান ছেলে বর্তমান সময়ে খুব কমই পাওয়া যাবে।

আমরা জন্মগতভাবে হানাফী মাযহাবের ছিলাম। আমি ২০১০ সালে আহলেহাদীছ হই আলহামদুলিল্লাহ। পরে আমার পুরো পরিবার আহলেহাদীছ হয়ে যায়। সে গত সেশনে পীরগঞ্জ উপজেলা যুবসংঘে'র অর্থ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে। ও আমাকে প্রায়ই বলতো ভাই দুনিয়া কয় দিনের। আল্লাহ যেন জান্নাতে দেন। এটাই শুধু চাওয়া। ও ছিলো আমার ভগ্নিপতি, ভাই ও বন্ধু। এগুলো কথা মনে পড়লে বুকটা ফেটে যায়।

আরো অবাক করা ব্যাপার যে, আমার আব্বাও সেই দিন জুমআ'র খুৎবা দেন। তারও খুৎবার বিষয়বস্তু ছিল ধৈর্য ধারণের উপর। মুহূর্তের মধ্যেই যে আমাদেরকে ধৈর্যের এই মহাপরীক্ষা দিতে হবে, তা কে জানত!

আমার পিতা আমাকে প্রায়ই বলত। মতীউর! আমরা তো আহলেহাদীছ হওয়ার কারণে মসজিদ থেকে বিতাড়িত। আমাদের জানাযায় লোক কোথায় পাবো রে...? কারণ আমাদেরকে সমাজ মেনে নেয় না। আমি তখন তাকে বলতাম। আল্লাহ যেন আমাদের সামাজিক একটা গ্রহণযোগ্যতায় এনে তারপর পরিবারের কারোর মৃত্যু ঘটান। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তা কবুল করলেন। প্রায় দশটি যেলা থেকে 'যুবসংঘ'-এর দ্বীনী ভাইয়েরা জানাযায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। রাত ১২টার জানাযা হ'ল। কিন্তু তারপরও মানুষের মাঝে কোন তাড়া নেই। রাজশাহী থেকে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ভাই ও মাসিক আত-তাহরীক সহকারী সম্পাদক ড. কাবীরুল ইসলাম ভাইসহ কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলদের অনেকেই এসেছিলেন। আসলে মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এভাবেই বাস্তবায়িত হয়।

আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যার ফোন দিয়ে আব্বাকে সান্ত্বনা দিলেন। আমাকে বললেন, 'আল্লাহ তাদের কবুল করুন, তোমরা ধৈর্য ধারণ করো'। আল্লাহ যেন তাদেরকে জান্নাতী হিসাবে কবুল করে নেন এবং আমরা যেন ছিরাতে মুস্তাক্বীমের উপর দৃঢ় থাকতে পারি, দ্বীনী ভাইদের কাছে এই দো'আই কামনা করি-আমীন!

ফারূকদের গল্প

-আবূ খুবায়েব, খুলনা

১.

ইশ! আরেকবার ওযূ করতে হবে।

ওযূ করে মসজিদে যাচ্ছিল ওছমান, হঠাৎ রাস্তায় পড়ে থাকা ময়লা পায়ে মেখে গেছে।

না, চাচা। পেছন থেকে বলল ফারূক, সেও ছালাত আদায় করতে যাচ্ছিল। পায়ে ময়লা লাগলে ওযূ নষ্ট হয় না, পা ধুয়ে ফেললেই হবে।

তাই, বাবা? কেবল পা ধুয়ে নিলেই হবে?

জী।

মসজিদের চাপকল থেকে পা ধুয়ে নিল ওছমান।

ফারূক মাদরাসার ছাত্র। ছুটিতে বাড়িতে এসেছে।

২.

আব্দুছ ছবূর ছাহেব গ্রামের মসজিদের ইমাম, বয়স ষাটের উপরে। কুরআনের হাফেয। গ্রামের বাচ্চাদেরকে পড়ান। এতদিন তিনিই ছিলেন গ্রামের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানা ব্যক্তি। তাই দ্বীন সম্পর্কে যেকোন প্রশ্ন তাকেই করে মানুষ।

'ফারূক' ছেলেটার উপর বেশ ক্ষেপা তিনি। আগে গ্রামের মানুষ তাকে দিয়ে নানা রকম 'খতম' পড়াতো। বিভিন্ন উপলক্ষ্যে শিরনি দিত। সেগুলো ক্রমেই কমে আসছে। এগুলোর জন্য দায়ী ওই ফারূক। সেই মানুষের মাথা নষ্ট করছে।

ওছমান আর ফারূকের কথা শুনে ফেলেছেন তিনি। আজ একটা সুযোগ মিলেছে, ফারূককে দেখে নেবেন আজ।

৩.

'মুসলিম ভাইয়েরা আমার!' মাগরিবের ছালাতের পর দাঁড়িয়ে বললেন আব্দুছ ছবূর। 'আমরা কি আসলে মুসলমান?'

মুছল্লীরা প্রথমে থমকে গেল, তারপর একটা গুঞ্জন শুরু হ'ল মসজিদে।

একজন দাঁড়িয়ে বলল, 'হুযূর, বুঝলাম না ব্যাপারটা। একটু যদি খোলাসা করতেন।'

'কেমন মুসলমান আমরা, মানুষের ঈমান আমল ধ্বংস করা হচ্ছে আর আমরা কিছুই করতে পারছি না?'

'হুযূর, একটু বুঝিয়ে বলবেন কি?' আরেকজন মুছল্লী বলল।

'আমরা কেমন মুসলমান, যখন একজন পথভ্রষ্ট, ইয়াহুদীর এজেন্ট ফৎওয়া দিল, পায়ে নাপাক লাগলেও নাকি ওযূ নষ্ট হবে না, তখন প্রতিবাদ করতে পারলাম না?'

‘কে এই বদমাশ?’ মুছল্লীরা জানতে চাইল।

‘রহমত মুনশীর ছেলে ফারূক। ওছমান মিয়া সাক্ষী।’

মুছল্লীরা ক্ষেপে উঠল। কেউ বলল, ‘ওকে গ্রামছাড়া করব’, কেউ বলল, ‘চামড়া তুলে নেব’, কেউ পিটিয়ে ঠ্যাং ভাঙতে চাইল, কেউ অন্য কিছু বলল। সবাই ক্ষিপ্ত, সবার ঈমানী (!) জযবা জেগে উঠেছে।

‘আমার একটা কথা আছে’, আবুল কাশেম নামের এক যুবক দাঁড়িয়ে বলল।

শোরগোল থেমে গেল, সবাই তার দিকে তাকালো। আবুল কাশেম আবার বলতে লাগলো, ‘ইসলামবিরোধী কোন বক্তব্য আমরা বরদাশত করব না কিছুতেই। কিন্তু এ ব্যাপারে ফারূককে একটু জিজ্ঞাসা করতে চাই, ও এমন কথা বলার কারণ কী। ও তো কুরআন-হাদীছের কথাই বলে’।

‘না, এটা হ’তে পারে না’, জোর গলায় বললেন ইমাম সাহেব। ‘ওর কথা শুনতে যাবেন না, তাহ’লে আপনাদেরকেও পথভ্রষ্ট করে ফেলবে। ওকে এলাকা থেকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করুন।’

‘আমরা একটু শুনে দেখি, কী বলে..’ আবুল কাশেম বলল।

‘না!...’ প্রতিবাদ করলেন ইমাম ছাহেব।

মুছল্লীরা দু’ভাগ হয়ে গেল। কেউ ইমাম ছাহেবের কথাকে সমর্থন করল, কেউ ফারূকের কথা শুনে দেখতে চাইল। বাক-বিতণ্ডা চলল কিছুক্ষণ।

‘ইমাম ছাহেব!’ মাতব্বর গোছের একজন দাঁড়িয়ে বলল, ‘আমরা আপনাকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু ফারূকের বক্তব্যও শুনে দেখতে চাই। সবার সামনেই ওকে জিজ্ঞেস করতে চাই।’

ইমাম ছাহেব আর প্রতিবাদ করতে পারলেন না। ফারূককে ডাকতে গেল একজন। ব্যস্ততার কারণে ছালাত শেষে আগে আগে চলে গিয়েছিল ফারূক।

৪.

‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ’। সবাইকে সালাম দিয়ে কথা শুরু করল ফারূক।

তার ব্যাপারে যে অভিযোগ ছিল, মসজিদে পৌঁছার পর মুছল্লীরা তাকে জানিয়েছে। ইমাম ছাহেবের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কথা বলছে সে। ওদিকে ইমাম ছাহেবের চেহারা অন্ধকার।

‘আমার ভাইয়েরা ও শ্রদ্ধেয় মুরব্বীগণ, আমার কথা একটাই। আমি যা বলেছি তা যদি আমার পক্ষ থেকে বানিয়ে বলে থাকি তাহলে আমাকে যা খুশি করুন; আর যদি আমি আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের কথা বলে থাকি তাহলে কি আমার কথা গ্রহণ করবেন?’

মজলিসে গুঞ্জন উঠল।

‘তোমার কথা ঠিক হলে আমরা মানতে রাযী আছি’- একজন জোরে বলল। তার কথায় সায় দিল আরো অনেকে।

‘পায়ে নাপাক লাগলে ওযূ ভেঙ্গে যাবে- একথার কোন প্রমাণ কুরআনেও নেই হাদীছেও নেই। আমি কি ভুল বলেছি হুযূর?’ ইমাম ছাহেবকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন ছুড়ে দিল ফারূক।

সবার চোখ ইমাম ছাহেবের দিকে ঘুরে গেল। ইমাম ছাহেব কিছু একটা বলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কথা আটকে গেল তাঁর।

‘ফারূক!’ এতক্ষণে কথা বলল মসজিদের খাদেম। ‘তুমি যা বলছ সেটা কুরআন-হাদীছ থেকে তোমার বুঝ। আর ইমাম সাহেব যা বলছেন সেটা কুরআন-হাদীছ থেকে তাঁর বুঝ। তুমিই বল আমরা কার বুঝ গ্রহণ করব? একজন প্রবীণ ইমামের, যিনি এত বছর আমাদেরকে ছালাত পড়া শিখিয়েছেন, নাকি তোমার মত একজন নব্য ফেৎনাবাজের?’

‘হুজুর, ইমাম ছাহেব যা বলছেন তা কিন্তু কুরআন-হাদীছের কোথাও নেই। তিনি দেখাতে পারলে তো আমি অবশ্যই মেনে নেব’। ফারূক জবাব দিল।

‘দেখ, এগুলো বাহ্যবাদ!’ সুযোগ পেয়ে আবার কথা শুরু করলেন ইমাম ছাহেব। ‘কুরআন-হাদীছের বাহ্যিক অর্থ দেখলেই হয় না। আহলে দিলের কাছ থেকে বাহ্যিক দৃষ্টির আড়ালে থাকা গোপন অর্থ বুঝতে হয়। কামেল মানুষের কাছে নিজেকে সঁপে দিতে হয়’।

‘হুযূর, বাহ্যিক অর্থের আড়ালে যদি ভিন্ন অর্থ থাকে তাহ’লে তার স্বপক্ষে তো প্রমাণ থাকতে হবে। নতুবা বাহ্যিক অর্থই ধরতে হবে। আরবী ভাষার বালাগাত শাস্ত্র ও উছূলুল ফিকহ তো এ কথাই বলে। তাছাড়া এটা তো সব ভাষারই স্বীকৃত নিয়ম’।

‘আমার পিতা আমার আগে একটানা পঞ্চাশ বছর এই মসজিদে ছালাত পড়িয়েছেন। তিনিই এলাকার মানুষকে ছালাত পড়তে শিখিয়েছেন। কুরআন পড়তে শিখিয়েছেন। তিনি ছিলেন একজন কামেল লোক।’

মরহূম ইমাম ছাহেবের কথা স্মরণ করে গ্রামবাসী আবেগে আপ্লুত হয়ে গেল। কারো কারো চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়তে দেখা গেল।

ইমাম ছাহেব আবার বললেন, 'তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন পায়ে নাপাকী লাগলে আবার ওযূ করতে হয়। তুমি কি কুরআন-হাদীছ তাঁর থেকে বেশি বোঝ ফারূক? কত বড় কামেল হয়েছ তুমি? বেয়াদব!'

'হুযূর...' বিপদে পড়ে গেল ফারূক। গ্রামবাসীর চোখেমুখে ক্রোধ ফুটে উঠেছে। তার বেয়াদবীতে তারা ক্রুদ্ধ।

'আমি তাঁর অবদানকে অস্বীকার করি না। কিন্তু সালাফগণ তথা আল্লাহ্র রাসূলের ছাহাবীগণ, তাবেঈগণ ও মুজতাহিদ ইমামগণ যারা কুরআন-হাদীছের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তারাও কিন্তু একথা বলেননি।'

'এটাও সালাফের বক্তব্য থেকে তোমার বুঝ। তিনি সালাফদের ব্যাপারে তোমার চেয়ে ভালো বুঝতেন। আমরাও সালাফের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি। এটার নাম 'মানহাজুস সালাফ আলা ফাহমি ফুলান'।

'কিন্তু হুযূর, কোন নির্ভরযোগ্য কিতাবে তো এমন কোন কথা সালাফদের কারো থেকে বর্ণিত হয় নি।'

'আবার যাহেরপুরুস্ত বাহ্যবাদীদের মত কথা বলছ! ইলম কিতাব থেকে নিলে তো এভাবেই গোমরাহ হবা। প্রকৃত ইলম কিতাবে থাকে না। থাকে আহলে দিলের সীনায়। 'সীনা বা সীনা' (বুক থেকে বুকে) আল্লাহ্র রাসূল থেকে এভাবেই আমাদের কাছে পৌঁছেছে। সেগুলো হুবহু নিজের মধ্যে ধারণ করতে হয়। এগুলোকে বলা হয় 'আমল মুতাওয়ারাছ'। বলেন ঠিক কিনা?'

'ঠি-ই-ক!!' চিৎকার করে উঠল গ্রামবাসীদের বড় অংশ।

'কিন্তু...' কথা শেষ করার সুযোগ পেল না ফারূক।

'আর একটা কথা বলবি না বেয়াদব!' কয়েকজন তেড়ে আসল তার দিকে। 'এতদিন আমরা যা করেছি ভুল? আমাদেরকে নতুন ইসলাম শিখাতে এসেছিস?'

উপস্থিত মুছল্লীদের কেউ কেউ ফারূককে সাপোর্ট দিতে চাইলেও উত্তেজিত গ্রামবাসীকে তারা সামলাতে পারছিল না। অবশেষে ইমাম ছাহেব নিজেই সবাইকে শান্ত করেন।

'ফারূক, আজকের মত বেঁচে গেলা। লজ্জা থাকলে আর কোনদিন যেন মানুষকে তোমার মাসআলা শিখাতে যাবা না।' মুয়াযযিন ছাহেব বললেন।

কথা না বাড়িয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা হ'ল ফারূক। মনে মনে বলল, ইনশাআল্লাহ সে এখানে এক সময় অহির আলো ছড়িয়ে দেবে। তখন মানুষ বের হয়ে আসবে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোতে।

মন্তব্য ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের স্পষ্ট বক্তব্যের সামনে 'সামি'না ওয়া আত্বা'না' এবং 'আমান্না বিহী' বলতে না পারা অজ্ঞ মানুষের সমাজে অনেক সময় এভাবেই 'বাহাছে' হারে ফারূকরা। এভাবেই চলছে এখন।

[উল্লেখ্য, আমার একজন প্রবীণ উস্তাযের মুখে শুনেছি, তিনি ইলম অর্জন করে গ্রামে এসে যখন বলেছিলেন পায়ে গোবর লাগলে ওযূ নষ্ট হয় না তখন তাঁর উপর ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন গ্রামের কোন হুযূর]

ইয়াতীমখানা ভবন নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

আস্সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

সম্মানিত সুধী! 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ইয়াতীম শিক্ষার্থীদের আবাসন সমস্যা দূরীকরণের জন্য পৃথক একটি ৬ তলা 'ইয়াতীমখানা ভবন'-এর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত নির্মাণ কাজে আর্থিক সহযোগিতার জন্য দেশ-বিদেশের দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি আমরা উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে ছাদাক্বায়ে জারিয়ার এই অনন্য খাতে দান করে পরকালীন নাজাতের পথ সুগম করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

১. **পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প**
হিসাব নং ০১৫১২২০০০২৭৬১
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

২. **আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী ইয়াতীম ফাণ্ড**
হিসাব নং ২০৫০১১৩০২০০৩৬৮৯০০
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

৩. বিকাশ : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, রকেট : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭

নির্মাণাধীন ইয়াতীমখানা ভবন

সার্বিক যোগাযোগ : ফোন : ০৭২১-৭৬১৩৭৮, মোবাইল : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪

সংগঠন সংবাদ

আরামনগর, জয়পুরহাট ৫ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০.০০টা থেকে আরামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপেক্স, জয়পুরহাটে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সবুরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন;-এর উপদেষ্টা মাহফুযুর রহমান; 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি নাজমুল হক, মাওলানা ইসমাইল হোসেন, ডা. আমীরুল ইসলাম শাওন, আবু নাসের নাসিম, কাসাবুল ইসলাম প্রমুখ।

ডাকবাংলা বাজার, ঝিনাইদহ ১৩ই ফেব্রুয়ারী শনিবার : অদ্য সকাল ১০.০০ টায় ডাকবাংলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ ঝিনাইদহে যেলা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ ও যুবসমাবেশের আয়োজন করা হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হোসাইন আহমাদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল কালাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আসাদুলাহ ও কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশীদ।

গোভীপুর, মেহেরপুর ১৪ই ফেব্রুয়ারী রবিবার : অদ্য সকাল ৯.০০টায় গোভীপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ মেহেরপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ ও যুবসমাবেশের আয়োজন করা হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ইয়াকুব আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল কালাম। বিশেষ আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান।

কাঞ্চন, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ১৬ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর চরপাড়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, কাঞ্চন, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জে যেলা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক যুব-সমাবেশের আয়োজন করা হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি- ইমরান হাসিন আল-আমীনের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল কালাম ও কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুস্তাফিযুর রহমান সোহেল, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি শফিকুল ইসলাম, ইসলামিক সেন্টার সঊদী আরবের দাঈ আব্দুল হাই মাদানী, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়ায় অধ্যায়নরত এমফিল গবেষক, হাফেয আব্দুল মতীন মাদানী এবং সাবেক 'যুবসংঘ' যেলা সভাপতি জালালুল কবির।

নারাঙ্গাঁই, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ ১২ই মার্চ শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব নারাঙ্গাঁই, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। যেলা আন্দোলন সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মনিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ' ঢাকা উত্তর সাংগঠনিক যেলা সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইলিয়াস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মানিকগঞ্জ যেলার দায়িত্বশীল ও সুধীবৃন্দ। উক্ত অনুষ্ঠান শেষে মুহাম্মাদ শামীমকে আহ্বায়ক ও আতিকুর রহমান শুভকে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মানিকগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

বরইতলা, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ ১২ই মার্চ ২০২১ শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, সিরাজগঞ্জ যেলার উদ্যোগে যেলার কাজীপুর উপযেলার বরইতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি রাসেল বিন হাবীবুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. নূরুল ইসলাম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক শামীম আহমাদ। যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ সহ বিপুল সংখ্যক স্থানীয় সুধী ও নারী-পুরুষ এতে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, একই দিন যেলার কামারখন্দ উপযেলার চকশাহবাজপুর জামে মসজিদে খুৎবা প্রদান করতঃ সুধী সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব এবং নিকটস্থ দমদমা পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে খুৎবা প্রদান করেন সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. নূরুল ইসলাম।

ডাকবাংলা, রহনপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ১৯শে মার্চ ২০২১ : অদ্য বাদ আছর ডাকবাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে চাঁপাইনবাবগঞ্জ উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর পক্ষ থেকে এক তা'লীমী বৈঠকের আয়োজন করা হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আনোয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সহভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

কেন্দ্রীয় সভাপতির দিনাজপুর সফর

লালবাগ, দিনাজপুর ১৯শে মার্চ ২০২১, শুক্রবার : অদ্য দিনাজপুর শহরস্থ লালবাগ-১ মসজিদে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, দিনাজপুর যেলা কর্তৃক আয়োজিত এক কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। যেলা যুবসংঘ-এর সভাপতি মুছাদ্দিক বিল্লাহ-এর উপস্থিতিতে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুবসংঘ রাজশাহী সদর সভাপতি মাওলানা ফায়ছাল মাহমূদ ও আল-আওনের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার। অত্র মসজিদে জুমআ'র খুৎবা প্রদানের পর কেন্দ্রীয় সভাপতি উপস্থিত কর্মী ও সুধীদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন। উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন যেলা আন্দোলন ও যুবসংঘের যেলা ও উপযেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দায়িত্বশীল, অত্র মসজিদের খত্বীব ও সাবেক যেলা যুবসংঘ সভাপতি আব্দুল ওয়াকীল প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে কেন্দ্রীয় সভাপতি শহরের লালবাগ কবরস্থানের পার্শ্ববর্তী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদরাসা পরিদর্শন করেন এবং ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। অতঃপর তিনি পার্বতীপুর উপযেলার নূরুল হুদা গ্রামে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীছের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কোরাইশী ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সাবেক জমঈয়ত সভাপতি ড. আব্দুল বারীর কবর যিয়ারত করেন। এসময় ড. আব্দুল বারীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা আব্দুল হাদী আনোয়ার ও তদীয় পুত্র তাঁকে ও তাঁর সফরসঙ্গীদেরকে স্বাগত জানান। বাদ মাগরিব স্থানীয় মসজিদে কেন্দ্রীয় সভাপতি উপস্থিত এলাকাবাসীর উদ্দেশ্যে নছীহতমূলক বক্তব্য রাখেন। অতঃপর পার্শ্ববর্তী বাঙালীপুর গ্রামে সংক্ষিপ্ত যাত্রাবিরতি করেন এবং রংপুর যেলা যুবসংঘ-এর সাবেক সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদের বাড়িতে রাতের খাবার গ্রহণ করেন। সেখান থেকে যাত্রা করে বাদ এশা তিনি পার্বতীপুর উপযেলার বড়চণ্ডিপুর, ঝাড়ুয়ারডাঙ্গা গ্রামে পৌঁছান এবং নির্মিতব্য দারুল হাদীছ সালাফিয়া মাদরাসার উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সুধী সমাবেশে যোগদান করেন। এসময় তিনি স্থানীয় জনগণকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার ব্যাপারে জোর তাকীদ প্রদান করেন এবং এ ব্যাপারে হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডের পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। ফিরতি পথে রাত ১২টা নাগাদ দিনাজপুর পূর্ব যেলা সাধারণ সম্পাদক জনাব যাকির হুসাইনের আমন্ত্রণে তিনি ফুলবাড়ী উপযেলা বাজারস্থ নবনির্মিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যাত্রাবিরতি করেন এবং উপস্থিত যুবকদের উদ্দেশ্যে নছীহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

'সমসাময়িক সামাজিক সমস্যা : যুবকদের করণীয়'-শীর্ষক

অনলাইন সেমিনার

১লা মে ২০২১ ইং শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, বিশ্ববিদ্যালয় শাখাসমূহ কর্তৃক সমসাময়িক সামাজিক সমস্যাসমূহ ও যুবকদের করণীয় শীর্ষক অনলাইন সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর, আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দফতর সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব (বিষয় : হতাশা থেকে মুক্তির উপায়), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতি মীযানুর রহমান (বিষয় : চরমপন্থা রোধে যুবকদের করণীয়), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাবেক আহবায়ক মুহাম্মাদ ফেরদাউস (বিষয় : সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধে যুবকদের করণীয়), ঢাকা দক্ষিণ সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মারূফ (বিষয় : শিক্ষার্থীরা অবসর সময়কে কীভাবে কাজে লাগাবে?), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা অর্থ সম্পাদক আকমাল বিন আফযাল (তরুণদের আত্মকেন্দ্রিকতা : সামাজিকতার প্রতি অনীহার কারণ ও প্রতিকার)। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক।

অনলাইন যুবসমাবেশ

পবিত্র রামাযানুল মুবারক উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর পক্ষ থেকে দেশব্যাপী 'পবিত্র রামাযান মাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। করোনা প্যানডেমিক এবং লকডাউনের কারণে অনলাইনে আয়োজিত এসকল সমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবসহ কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলবৃন্দ। রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগের বিভিন্ন যেলার দায়িত্বশীল, কর্মী ও সুধীমণ্ডলী জুম এ্যাপসের মাধ্যমে এসকল সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। এসময় দায়িত্বশীল ও কর্মীদেরকে সমাজ সংস্কারের ময়দানে দৃঢ়পদে এগিয়ে চলার জন্য আহ্বান করা হয় এবং 'অহির আলোয় উদ্ভাসিত হোক বাংলার প্রতিটি ঘর' শ্লোগানকে সামনে রেখে প্রতিটি গ্রামে গ্রামে তাওহীদ ও সুন্নাতের দাওয়াত ছড়িয়ে দেয়া ও শিরক-বিদআ'তের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য তাকীদ প্রদান করা হয়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে কেন্দ্রীয় সভাপতি কর্মীদেরকে ব্যক্তিপূজা পরিহার করে ইখলাছসম্পন্ন, যোগ্য ও প্রকৃত কর্মী হিসাবে গড়ে ওঠার জন্য আহ্বান জানান এবং জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে সমকালীন ফেৎনা থেকে আত্মরক্ষা করা এবং দাঈ ইলাল্লাহ নিজেকে সর্বদা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর অবিচল রাখার জন্য তাকীদ প্রদান করেন। তিনি যেলা দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে সংগঠনকে শক্তিশালী করা, শাখা গঠন করা, যোগ্য কর্মী তৈরী করা, হাক্কুল ইবাদ বা সমাজসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, প্রতিটি শাখা যদি তৃণমূল থেকে সমাজসংস্কারের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে, তবেই এ দেশের পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ তথা বিশুদ্ধ ইসলামের বিপ্লব সাধিত হবে ইনশাআল্লাহ। এজন্য শাখাসমূহকে সক্রিয় করার জন্য তিনি আহ্বান জানান। সর্বোপরি তিনি কর্মীদেরকে শৈথিল্যবাদ এবং চরমপন্থা পরিহার করে ইসলামের মধ্যপন্থা তথা ছিরাতুল মুস্তাকীমের পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. প্রশ্ন : বাংলাদেশী নাগরিকদের ওপর থেকে সম্প্রতি সব ধরনের ভিসা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয় কোন দেশ?
উত্তর : পাকিস্তান।
২. প্রশ্ন : বাংলাদেশের নিবন্ধিত সিমেন্ট কোম্পানি কতটি?
উত্তর : ৭৬টি।
৩. প্রশ্ন : ঢাকা মহানগরে নির্মাধীন মেট্রোরেলের নিরাপত্তার জন্য পুলিশের নতুন ইউনিটের নাম কি?
উত্তর : (Mass Rapid Transit (MRT) পুলিশ ইউনিট।
৪. প্রশ্ন : বর্তমানে দেশের বিসিক শিল্পনগরী কতটি?
উত্তর : ৭৬টি।
৫. প্রশ্ন : ১৯ জানুয়ারী ২০২১ পুলিশের কোন থানাটি উদ্বোধন করা হয়?
উত্তর : ভাসানচর, থানা (হাতিয়া, নোয়াখালী)
৬. প্রশ্ন : দেশের প্রথম মহাকাশ অবলোকন কেন্দ্র কোথায় স্থাপিত হবে? উত্তর : ভাঙ্গা, ফরিদপুর।
৭. প্রশ্ন : GDP'র ভিত্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
উত্তর : ৪১তম।
৮. প্রশ্ন : বাংলাদেশে করোনা টিকাদান কবে উদ্বোধন করা হয়? উত্তর : ২৭ শে জানুয়ারী, ২০২১ ইং।
৯. প্রশ্ন : দেশের দ্বিতীয় স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হবে কবে? উত্তর : ২০২৩ সালে।
১০. প্রশ্ন : উৎক্ষেপিতব্য দ্বিতীয় স্যাটেলাইটের নাম কি হবে?
উত্তর : বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১।
১১. প্রশ্ন : দেশের চতুর্থ ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য কোনটি?
উত্তর : ঢাকাই মসলিন।
১২. প্রশ্ন : ষষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা কবে অনুষ্ঠিত হবে?
উত্তর : ২৫-৩১ অক্টোবর।
১৩. প্রশ্ন : ভিসা ছাড়া ভ্রমণে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
উত্তর : ১০১তম।
১৪. প্রশ্ন : ইলিশ ও পাট উৎপাদনে শীর্ষ দেশ কোনটি।
উত্তর : বাংলাদেশ।
১৫. প্রশ্ন : পাট, কাঁঠাল ও তৈরী পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কত? উত্তর : দ্বিতীয়।
১৬. প্রশ্ন : ধান, সবজি ও স্বাদু পানির মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান কত? উত্তর : তৃতীয়।
১৭. প্রশ্ন : চাল, মাছ ও ছাগল উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান কত? উত্তর : চতুর্থ।
১৮. প্রশ্ন : আলু উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
উত্তর : সপ্তম।
১৯. প্রশ্ন : বৈদেশিক মুদ্রা আয়, জনশক্তি ও বাইসাইকেল রপ্তানি, আম ও পেয়ারা উৎপাদন এবং আউটসোর্সিংয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কত? উত্তর : অষ্টম।
২০. প্রশ্ন : মৌসুমী ফল উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কত? উত্তর : দশম।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

১. প্রশ্ন : স্বাস্থ্যকর নগরী হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে কোন দেশ? উত্তর : সঊদী আরবের পবিত্র মদিনা নগরী।
২. প্রশ্ন : উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থা (GCC)'র ৪১তম সম্মেলন কবে, কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ৫ই জানুয়ারী ২০২১; আল-উলা, সঊদী আরব।
৩. প্রশ্ন : কোন দেশ দু'টির মধ্যস্থতায় সঊদী আরব কাতারের ওপর থেকে অবরোধ তুলে নেয়? উত্তর : কুয়েত ও যুক্তরাষ্ট্র।
৪. প্রশ্ন : সাম্প্রতিক প্রাচীনতম মসজিদ কোথায় পাওয়া গেছে?
উত্তর : গ্যালিলি সাগর বা তাবারিয়া হ্রদের তীরে ইসরাইলী শহর টিবেরিয়াসের উপকণ্ঠে।
৫. প্রশ্ন : আলজেরিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম কি?
উত্তর : আবদেল মাদজিদ তেবুন।
৬. প্রশ্ন : ১লা জানুয়ারী ২০২১ কোন দেশে নতুন সংবিধান কার্যকর হয়? উত্তর : আলজেরিয়ায়।
৭. প্রশ্ন : মৃত্যুদণ্ড বাতিল সংক্রান্ত অনুমোদনে স্বাক্ষর করেন কোন দেশে প্রেসিডেন্ট?
উত্তর : কাসিম জোমারত তোকায়েভ (কাজাখস্তান)।
৮. প্রশ্ন : অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকা উদ্ভাবিত করোনা ভ্যাকসিনের নাম কি? উত্তর : অ্যাস্ট্রাজেনেকা।
৯. প্রশ্ন : GDP'র ভিত্তিতে শীর্ষ অর্থনীতির দেশ কোনটি?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র।
১০. প্রশ্ন : GDP'র ভিত্তিতে সর্বনিম্ন অর্থনীতির দেশ কোনটি? উত্তর : টুভ্যালু।
১১. প্রশ্ন : GFP'র ২০২১ সালের সামরিক শক্তি র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ দেশ কোনটি? উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র।
১২. প্রশ্ন : GDP'র ২০২১ সালের সামরিক শক্তি র‍্যাঙ্কিংয়ে সর্বনিম্ন দেশ কোনটি? উত্তর : ভুটান।
১৩. প্রশ্ন : GFP'র ২০২১ সালের সামরিক শক্তি র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান কত? উত্তর : ৪৫তম।
১৪. প্রশ্ন : প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের ফিরে আসা কার্যকর হবে কবে? উত্তর : ১৯শে ফেব্রুয়ারী ২০২১।
১৫. প্রশ্ন : ২০২০ সালে কোন দেশ দারিদ্র্যমুক্ত হওয়ার ঘোষণা দেয়? উত্তর : চীন।
১৬. প্রশ্ন : প্রথম কৃত্রিম কর্ণিয়া প্রতিস্থাপন হয় কোথায়?
উত্তর : ইসরাইল।
১৭. প্রশ্ন : বিশ্বের সামরিক ও সর্বাধিক ক্ষমতাশালী দেশের নাম কি? উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র।
১৮. প্রশ্ন : ভিসা ছাড়া ভ্রমণে শীর্ষ দেশের নাম কি?
উত্তর : জাপান।
১৯. আন্তর্জাতিক আদালত কোন শহরে অবস্থিত?
উত্তর: দি হেগ।
২০. বর্তমানে বিশ্বের কোন দেশে সর্বাধিক ওষুধ রপ্তানি হয়?
উত্তর : মিয়ানমার।

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. প্রশ্ন : জান্নাতবাসী মহিলাগণের মধ্যে সেরা কয়জন?
উত্তর : চারজন।

২. প্রশ্ন : মরিয়ামের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন কোন নবী?
উত্তর : হযরত যাকারিয়া (আঃ)।

৩. প্রশ্ন : মারিয়ামের বয়োবৃদ্ধ খালুর নাম কি?
উত্তর : হযরত যাকারিয়া (আঃ)।

৪. প্রশ্ন : হযরত আদম (আঃ)-কে যেমন পিতা ছাড়া সৃষ্টি করা হয়েছে, আর কোন নবীকে সৃষ্টি করা হয়েছে?
উত্তর : ঈসা (আঃ)।

৫. প্রশ্ন : ইরাকের 'এরবল' প্রদেশের গভর্ণর কে ছিলেন?
উত্তর : আবু সাঈদ মুযাফফররুদ্দীন কুকুবুরী।

৬. প্রশ্ন : মারিয়ামের এক ইবাদত গুযার ভাইয়ের নাম কি?
উত্তর : হযরত হারূণ (আঃ)।

৭. প্রশ্ন : আল্লাহ নিজেই দুনিয়ায় কোন মহিলার নাম রাখেন? উত্তর : মারিয়াম *(আল ইমরান ৩/৩৬)*।

৮. প্রশ্ন : ঈসা (আঃ) জন্ম কখন হয়েছিল?
উত্তর : গ্রীষ্মকালে খেজুর পাকার মওসুমে।

৯. প্রশ্ন : মারিয়াম কোথায় খেদমতে রত ছিলেন?
উত্তর : আল্লাহ্র ঘর বায়তুল মুক্বাদ্দাসে।

১০. প্রশ্ন : আল্লাহ মারিয়ামকে কি আখ্যা দিয়েছেন?
উত্তর :'ছিদ্দীক্বাহ' অর্থাৎ কথায় কর্মে 'সত্যবাদীনী'।

১১. প্রশ্ন : কোন নবীকে জীবিত অবস্থায় দুনিয়া থেকে আসমানে উঠিয়ে হয়েছে? উত্তর : ঈসা (আঃ)-কে।

১২. প্রশ্ন : ঈসা (আঃ) নবুআত লাভ করার পর স্বীয় কওমকে কয়টি বিষয় দাওয়াত দিয়েছিলেন?
উত্তর : সাতটি *(মারিয়াম১৯/৩৬)*।

১৩. প্রশ্ন : ঈসা (আঃ)-কে হত্যার ও ষড়যন্ত্রের পিছনে কে ছিলেন? উত্তর : রোম সম্রাট ছাতিয়ূনুস।

১৪. প্রশ্ন : আল্লাহ্র সাহায্যের ব্যাপারে কয়টি বিষয় ওয়াদা করেন? উত্তর : ৫টি।

১৫. প্রশ্ন : 'হাওয়ারী' অর্থ কি? উত্তর : খাঁটি সহচর।

১৬. প্রশ্ন : ঈসা (আঃ)-এর ঊর্ধ্বারোহণের পর খৃষ্টান জাতি কয়ভাগে বিভক্ত হন? উত্তর : তিন ভাগে।

১৭. প্রশ্ন : মূসা (আঃ)-এর উম্মতগণের জন্য জান্নাত থেকে আল্লাহ কি খাদ্য নামিয়ে দিতো? উত্তর : মান্না ও সালওয়া।

১৮. প্রশ্ন : হযরত ঈসা (আঃ) কোন নবীর বংশধর?
উত্তর : ইবরাহীম (আঃ)-এর কনিষ্ঠ পুত্র ইসহাক (আঃ)-এর।

১৯. প্রশ্ন : হযরত ঈসা (আঃ)-এর শ্রেষ্ঠ মু'জেযা কি?
উত্তর : তাঁর পিতৃবিহীন জন্মটাই এক জীবন্ত মু'জেযা।

২০. প্রশ্ন : হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপরে কোন কিতাব নাযিল হয়েছিল?
উত্তর: ইনজীল।

২১. প্রশ্ন : হযরত ঈসা (আঃ)-এর সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের কয়টি সূরায় কতটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে?
উত্তর : ১৫ টি সূরায় ও ৯৮টি আয়াতে।

২২. প্রশ্ন : হযরত ঈসা (আঃ)-এর মায়ের নাম কি?
উত্তর : মারিয়াম বিনতে ইমরান।

(১৯ পৃষ্ঠার বাকী অংশ)

believe! seek assistance through patience and prayer; surely Allah is with the patient." Alhamdulillāh, because of Allah's mercy, Allāh let me memorize the Qur-an. I thought I couldn't make it bacause of my hectic schedule. Indeed, Allah is the most gracious, the most merciful. Al-Jaariyah Organization Incorporated played a vital role in making my dream come true. Alhamdulillah.

For my Qur-ān revision, it's a lifetime commitment, and it's my priority amidst my hectic schedule in school. I'm still doing revision of what I've memorized in the Qur-ān for the sake of Allah, for I know that if one doesn't review consistently what he has memorized in the Qur-an, he can easily forget it, and there's a hadith that tackles about that. To my fellow students, if you do not want to stop schooling, and you want to become a Hafidhah, you can still pursue your dream by enrolling to Halaqah classes. There are many Halaqah classes these days, and Halaqah Al-Jaariyah Incorporated is one example. They offer Halaqah session for free. May Allah bless them Jannatul Firdaws. I firmly believe, one of the contributing factors, why I am who I am right now is because of Halaqah Al-Jaariyah Incorporated. Alhamdulillahi hamdan katheera.

We are living in this Dunya, full of temptations and sorrows. We will always experience pains and struggles, for we are in the world full of tests. These tests may get us closer to our Rabb, or these tests may get us further away from Him. We should strive the hardest to make these tests as means to get closer to Allah, for indeed we are Allāh's servants, and to Him we shall surely return. Learning the Qur-an is, I would say, one of the ways to safeguard our hearts from different forms of fitnah.

[2nd year college student, BSED-English at Mindanao State University (MSU), Main Campus, Marawi City, Philippines]

তাওহীদের ডাক Tawheeder Dak মার্চ-এপ্রিল ২০২১ মূল্য : ২৫ টাকা

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

কর্মী সম্মেলন ২০২১

১১ই জুন, শুক্রবার সকাল ৯টা

স্থান : ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তন, ঢাকা

সভাপতি : ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

প্রধান অতিথি :

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

বক্তব্য রাখবেন :

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর নেতৃবৃন্দ

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত ও পরিমার্জিত বই সমূহ

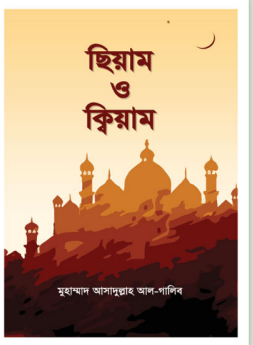

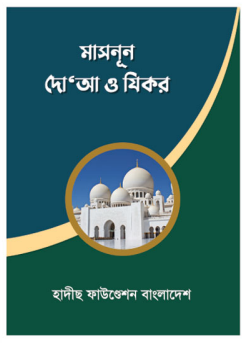

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

রাজশাহী অফিস : নওদাপাড়া (আমচত্বর), ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১ মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০ (ইমো,) ০১৮৩৫-৪২৩৪১০।
Email : tahreek@ymail.com ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১ (বিকাশ)।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন

সোনামণি প্রতিভা

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'**-এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

লেখা আহ্বান

মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিয়মিত বিভাগ সমূহ :

বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, হাদীছের গল্প এসো দো'আ শিখি, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা) নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর প্রয়োজনীয় ৪টি প্রকাশনা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২, মোবাইল : ০১৭২১-৯১১২২৩, ই-মেইল : ahlehadeethjuboshongho@gmail.com, ওয়েব : www.juboshongho.org